শ্রীচৈতন্যলীলামৃত

মদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত

(সংক্ষেপে আদি-মধ্য-অন্ত্যলীলা)

ত্রিদণ্ডিস্বামী

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ-

সঙ্কলিত

Shri KESHAVA MATH
Mathura (U.P.)

পঞ্চম-সংস্করণ

শ্রীরাসপূর্ণিমা-বাসর—২৯ দামোদর, ৪৯০ শ্রীগৌরাব্দ।

ভিক্ষা ২.০০ মাত্র।

শ্রীমায়াপুরস্থিত **শ্রীচৈতন্যমঠ**
হইতে শ্রীসত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী
রাগনিধি-কর্তৃক প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ	৪৭৯	শ্রীগৌরাব্দ ;
দ্বিতীয় "	৪৮০	"
তৃতীয় "	৪৮২	"
চতুর্থ "	৪৮৫	"
পঞ্চম "	৪৯০	"

প্রাপ্তিস্থান :—

শ্রীচৈতন্যমঠ,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীযোগপীঠ-মন্দির,
শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যরিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট্
৭০-বি, রাসবিহারী য়্যাভিনিউ,
কলিকাতা—২৬।

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ
'নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্'-এ
সুন্দরগোপাল ব্রহ্মচারী
সেবাকৌস্তুভ-কর্তৃক মুদ্রিত।

ভূমিকা

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দমিলিততনু; তিনি অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর স্বয়ং ভগবান্। তাঁহার শিক্ষা সরল ও নিত্য-কল্যাণপ্রদ। তাঁহার লীলা গূঢ় ও গম্ভীর এবং জগন্মঙ্গলকর। তিনি কি নিমিত্ত জগতে অবতীর্ণ হইলেন, তাঁহার অলৌকিকী লীলা এবং শিক্ষা কি, সজ্জনমাত্রই তাহা জানিবার জন্য বিশেষ আগ্রহবিশিষ্ট। শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলামাধুরী অসীম; বস্তুতঃ মনুষ্যবুদ্ধির অগম্য; কিন্তু ভক্তের হৃদয়ে স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হয়।

আমি অতি বৃদ্ধ, সর্বপ্রকার সামর্থ্যহীন, তথাপি পরমারাধ্য জগদ্গুরু অষ্টোত্তরশত **শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর** প্রভুপাদের কৃপা ও প্রেরণায় মহাজনের পদাঙ্কানুসরণে আত্মশোধনকল্পে 'সংক্ষেপে' সর্বজীবারাধ্য প্রাণপতি শ্রীগৌরহরির জীবনী লিপিবদ্ধ করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। ভাল-মন্দ কিছুই জানি না, তবে সহৃদয় পাঠকবৃন্দ পাঠ করিয়া আনন্দলাভ করিলে ধন্য হইব। বৈষ্ণবকৃপাই আমার সম্বল।

মাননীয় গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ ভক্তিকুসুম শ্রমণ মহারাজ কৃপা-পরবশ হইয়া এই গ্রন্থের কপি সংশোধন করিয়া দিয়াছেন; তজ্জন্য তাঁহার নিকট আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ। শ্রীপাদ সত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী রাগনিধি প্রভু এই গ্রন্থের আদ্যোপান্ত প্রুফ সংশোধন করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

গ্রন্থের কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকিলে সহৃদয় পাঠকবর্গ তাহা নিজগুণে সংশোধনপূর্বক গ্রন্থের সার গ্রহণ করিলে বিশেষ বাধিত হইব।

শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
১৭ ভাদ্র, ১৩৭২।

বৈষ্ণবদাসানুদাস
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু
শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম।

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

এক বৎসর পূর্ণ না হইতেই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণও নিঃশেষ হইল। সুতরাং সজ্জনগণ যে গ্রন্থখানির আদর করিতেছেন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ইহাতে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের অহৈতুকী করুণাই বিশেষভাবে অনুভব করিতেছি। দ্রুতগতিতে মুদ্রণ-জন্য প্রথম সংস্করণে লীলাসমূহ ক্রমপর্যায়ে সন্নিবেশ সম্ভবপর হয় নাই; দ্বিতীয় সংস্করণে ক্রমপর্যায়ে সন্নিবেশ ব্যতীত শ্রীরূপশিক্ষা-শ্রীঅদ্বৈতচরিতাদি কতিপয় প্রসঙ্গ সংযুক্ত হইয়াছে। ফলে এই সংস্করণে গ্রন্থের কলেবর প্রথম সংস্করণের প্রায় দেড়গুণ হইয়াছে। এই সংস্করণের মুদ্রণ ত্বরান্বিত করিবার জন্য শ্রীমান্ হরিচরণ ব্রহ্মচারী সেবামোদের প্রচেষ্টা অতীব প্রশংসনীয়। শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের পাদপদ্মে তাহার ভজনউন্নতি প্রার্থনা করিতেছি। গ্রাহক-গণের আগ্রহাতিশয্যে এই সংস্করণও দ্রুতগতিতেই মুদ্রিত হইল। মুদ্রা-কর-প্রমাদ সহৃদয় পাঠকগণ সংশোধন করিয়া লইলে অনুগৃহীত হইব এবং তাহা জানাইলে কৃতজ্ঞ থাকিব। নিবেদন—বিনীত **গ্রন্থকার।**

তৃতীয় সংস্করণের নিবেদন

পূজ্যপাদ গ্রন্থকারের তিরোধানের পরে এই সংস্করণ প্রকাশিত হইল। গ্রন্থমণি যে সজ্জনগণের অতীব আদরের বস্তু, তাহা সল্পসময়ের মধ্যে ইহার তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশের প্রয়োজনীয়তায়ই উপলব্ধ হইতেছে। 'কীর্তির্যস্য স জীবতি'; সুতরাং পূজ্যপাদ গ্রন্থকার তাঁহার করুণাস্বরূপে আমাদের নিকটে বিদ্যমান। বিনীত—**প্রকাশক।**

সূচীপত্র

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	আবির্ভাব ও জন্মস্থান	১—১৩
	মঙ্গলাচরণ	১
	আবির্ভাব	২
	আবির্ভাব-কারণ	৪
	গৌণ-কারণ	৫
	মুখ্য কারণ	৬
	জন্মস্থান	৮
দ্বিতীয় অধ্যায়	বাল্যলীলা	১৪—২৬
	হরিনাম-কীর্তনে ক্রন্দন বন্ধ	১৪
	নামকরণ	১৬
	রুচি-পরীক্ষা	১৭
	জানু-চংক্রমণ	১৭
	সর্প-ধারণ	১৮
	রূপ বর্ণন ও পাদচারণ	১৮
	দুইটী চোরের কাহিনী	১৯
	তৈর্থিক বিপ্রের উপাখ্যান	২১
	ক্রন্দনচ্ছলে হরিনাম করান	২২
	মৃত্তিকা-ভক্ষণ ছলে উপদেশ	২৩
	মাতাকে মূর্ছিতা দেখিয়া নারিকেল-আনয়ন	২৪
	ব্যাধির ছলে হিরণ্য-জগদীশের নৈবেদ্য-গ্রহণ	২৫

তৃতীয় অধ্যায় **পৌগণ্ড-লীলা** ২৬-৩১

উপনয়ন ২৬

বিদ্যারম্ভ ২৭

বাল্য-চাপল্য ২৭

মাতাকে একাদশী পালনে উপদেশ ২৮

শ্রীবিশ্বরূপের সন্ন্যাস ২৯

নিমাইর পাঠ-বন্ধ ২৯

পরিত্যক্ত হাঁড়ির উপর বসিয়া
মাতাকে উপদেশ ৩০

শ্রীজগন্নাথমিশ্রের পরলোকগমন ৩১

শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়াকে বিবাহ ৩১

চতুর্থ অধ্যায় **কৈশোর-লীলা** ৩২-৩৬

অধ্যাপনা ও দিগ্বিজয়ি-জয় ৩২

পঞ্চম অধ্যায় **যৌবন-লীলা** ৩৬-৪৭

বিভিন্ন ব্যক্তির সহিত তর্কযুদ্ধ কিন্তু
শ্রীল ঈশ্বর পুরীর নিকট বিনয়নম্র ব্যবহার ৩৭

পূর্ববঙ্গে অধ্যাপনা ও সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু
তপনমিশ্রকে কৃষ্ণনাম-কীর্তনে উপদেশ ৩৮

গৃহে প্রত্যাবর্তন, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর পাণিগ্রহণ,
গয়ায় দীক্ষাগ্রহণ-লীলা ইত্যাদি ৩৮

অধ্যাপন সমাপন ৩৮

চাপাল-গোপাল-উদ্ধার ৩৯

"পয়ঃপানে মোরে কভু কেহ নাহি পায়" ৩৯

শ্রীবাসের মৃতপুত্রের মুখে শিক্ষা ৪০

চাঁদকাজী-উদ্ধার ৪১
জগাই-মাধাই-উদ্ধার ৪৫
মহাপ্রভুর আম্র-মহোৎসব ৪৭

ষষ্ঠ অধ্যায় **মহাপ্রভুর মহাপ্রকাশাদি** ৪৮—৫১
মহাপ্রকাশ বা সপ্তপ্রহরীয় ভাব ৪৮
সর্বজ্ঞের দর্শনে শ্রীগৌরহরি ৫১

সপ্তম অধ্যায় **শ্রীনিমাই-সন্ন্যাস** ৫২—৫৫

অষ্টম অধ্যায় **শ্রীশ্রীসার্বভৌম-উদ্ধার** ৫৫—৬২

নবম অধ্যায় **দক্ষিণ ভারতে শ্রীচৈতন্যদেব** ৬২—৬৯
শ্রীচৈতন্যদেব রায়রামানন্দ-সঙ্গোৎসব ৬৩
দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন তীর্থে শ্রীমন্মহাপ্রভু ৬৬
পুরীতে প্রত্যাবর্তনান্তে বঙ্গে বিজয় ৬৯

দশম অধ্যায় **ব্রজমণ্ডলে শুভবিজয়** ৬৯—৭৪
ঝারিখণ্ডের পথে শ্রীমন্মহাপ্রভু ৬৯
শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীমন্মহাপ্রভু ৭২
মূর্খ লোকের কৈবর্তকে কৃষ্ণজ্ঞান ৭৩
শ্রীবৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে ৭৪

একাদশ অধ্যায় **শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন-প্রসঙ্গ** ৭২—৮৪
প্রয়াগে শ্রীরূপ ৭৬
শ্রীরূপশিক্ষাসার ৭৭
কাশীতে শ্রীসনাতন ৮২
শ্রীসনাতন-শিক্ষাসার ৮৩

দ্বাদশ অধ্যায় **শ্রীপ্রকাশানন্দ-উদ্ধার** ৮৫—৮৮

ত্রয়োদশ অধ্যায় **শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-চরিত** ৮৮—৯৬

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
চতুর্দশ অধ্যায়	শ্রীঅদ্বৈত-চরিত	৯১-৯৬
পঞ্চদশ অধ্যায়	ঠাকুর হরিদাস	৯৭-১০১
ষোড়শ অধ্যায়	ছোট হরিদাস	১০২-১০৬
সপ্তদশ অধ্যায়	গজপতি শ্রীপ্রতাপরুদ্র	১০৬-১০৮
অষ্টাদশ অধ্যায়	পুরীর উৎসবত্রয়	১০৮-১১১
	গুণ্ডিচামার্জন	১০৮
	শ্রীরথযাত্রা	১০৯
	হেরা পঞ্চমী	১১১
ঊনবিংশ অধ্যায়	দিব্যোন্মাদ ও অন্তর্ধান	১১৩-১১৫
বিংশ অধ্যায়	শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা	১১৬-১২১
	শ্রীশিক্ষাষ্টকম্	১১৬
	শ্রীচৈতন্যদেবের কতিপয় উপদেশ	১১৯
	গৃহত্যাগেচ্ছুর ও ত্যক্তগৃহের প্রতি মহাপ্রভুর উপদেশ	১২০

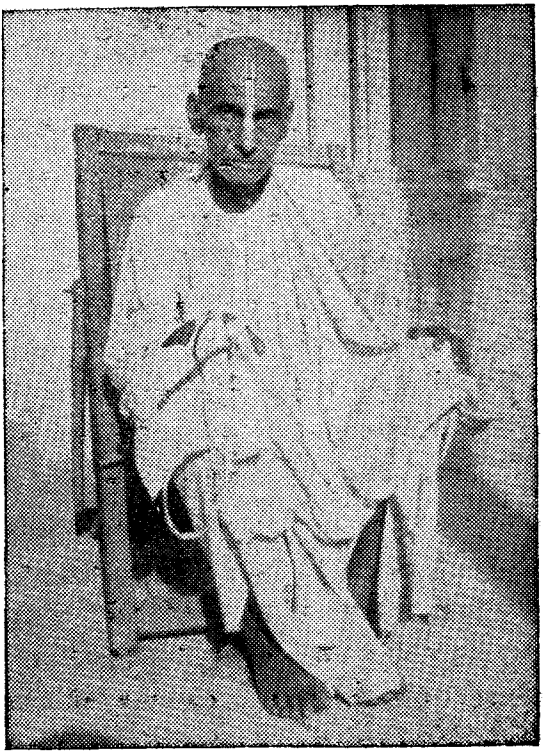

গ্রন্থকার

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ।

নির্যাণ-তারিখ—১লা শ্রীধর, ৪৮১ শ্রীগৌরাব্দ;

৫ই শ্রাবণ, ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ; ২২শে জুলাই, ১৯৬৭।

পূজ্যপাদ গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত-জীবনী

পরম পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত বাটিকামারি গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণবংশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। অধ্যয়ন-সমাপনান্তে তিনি মাতৃ-আজ্ঞায় দার-পরিগ্রহ করেন এবং সংসারযাত্রা নির্বাহের জন্য প্রথমতঃ রেলওয়ে অফিসে ও ষ্টীমার কোম্পানীতে কাজ করেন; পরে কলিকাতায় শিক্ষকতা করেন পত্নী-বিয়োগান্তে এক পুত্র ও এক কন্যাকে অগ্রজের নিকট রাখিয়া চিন্তার লাঘবতা প্রাপ্ত হ'ন। তিনি চিরকালই সংসারে অনেকটা উদাসীন থাকিয়া ভারতের বিভিন্ন তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছেন। উপনয়ন-সংস্কারের দ্বাদশ-বৎসর পরে মাতৃ-আজ্ঞায় কুলগুরু প্রসিদ্ধ সদানন্দ ঠাকুর সর্ববিদ্যার বংশধর চন্দ্রনাথ দেবশর্মার নিকটে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া 'যত মত, তত পথ, সর্ব পথের প্রাপ্য একই' এই ভ্রান্তমতবাদদ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে পরে বৈষ্ণব পরমহংস প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের দর্শন পাইয়া এবং কতিপয় দিবস তাঁহার শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া "মহাকুল-প্রসূতোঽপি সর্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ। সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদ্ অবৈষ্ণব॥" এই শ্রীহরিভক্তিবিলাসবচন (বিঃ ১।৪০) এবং "পরমার্থগুর্বাশ্রয়ো ব্যবহারিক-গুর্বাদি-পরিত্যাগেনাপি কর্তব্যঃ।" এই ভক্তিসন্দর্ভ বাক্য (২১০ সংখ্যা) প্রভৃতি সৎসিদ্ধান্তসমূহ অনুধাবনপূর্বক শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীচৈতন্যমঠে যাইয়া শ্রীল প্রভুপাদের নিকটে মহামন্ত্র ও পাঞ্চরাত্রিক-দীক্ষা প্রাপ্ত হ'ন। ইহার পরে তিনি শ্রীচৈতন্যমঠে, চাঁপাহাটীস্থ শ্রীগৌরগদাধরমঠে, ঢাকা জেলার বালিয়াটীস্থ শ্রীগদাই-শ্রীগৌরাঙ্গমঠে, শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীযোগপীঠে, মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠে ও শ্রীচৈতন্যমঠের আরও বহু শাখামঠে শ্রীশ্রীগুরু-

গৌরাঙ্গ গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর অর্চন করিয়াছেন এবং ভারতের বিভিন্ন-স্থানে অতিশয় উল্ল সভরে পাঠ ও ভক্তৃতায় শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর প্রেমধর্ম প্রচার করিয়াছেন। একবার শ্রীবৃন্দাবনে একটী দেবালয়ে বক্তৃতা প্রদানের জন্য যাইবার সময়ে আমাদের একজন বলিলেন—"মহারাজ, ঐস্থানে বেশী শ্রোতা হইবে না। শ্রীমদ্ আশ্রম মহারাজ উত্তর করিলেন —শ্রীবৃন্দাবনে মুক্তকুলচূড়ামণি শ্রীগুরুদেবের মুখ হইতে শ্রুত হরিকথা কীর্ত্তিত হইলে তাহা শ্রবণের জন্য নিশ্চয়ই আপনাদের অলক্ষ্যে লক্ষ লক্ষ দেবতার সমাবেশ হইবে। শ্রবণ করিয়া তাঁহারা ধন্য হইবেন।" তিনি শ্রীশ্রীপ্রভুপাদকর্তৃক গৃহীত ভক্তিশাস্ত্রী ও সম্প্রদায়বৈভবাচার্য-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার ভাষা ছিল অতীব প্রাঞ্জল এবং কবিতা ছিল বড়ই চিত্তাকর্ষিণী। বৃদ্ধ বয়সেও লিখিবার খুবই উদ্যম ছিল। তিনি বহু প্রবন্ধ ও কবিতা লিখিয়াছেন এবং 'ভক্তচরিত' ও 'শ্রীচৈতন্য-লীলামৃত'-নামক দুইটী গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। শয্যাশায়ী অবস্থায়ও 'জীবের দারুণ সংসার গতি'-নামক যে শেষ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা পাঠকগণ পঞ্চম সংখ্যা গৌড়ীয়ে দেখিয়াছেন। একবার তিনি শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালে নির্বাচিত হইয়া তদীয় অনুজ্ঞায় শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছেন। পুনরায় শ্রীল প্রভুপাদের তিরোভাব লীলার ১২ বৎসর পরে উক্ত সভায় ৪৬২ শ্রীগৌরাব্দীয় (১৯৪৯ খৃষ্টাব্দীয়) বার্ষিক অধিবেশনে শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য শ্রীল ভক্তিবিলাস তীর্থ মহারাজের প্রস্তাবে ও পণ্ডিত-প্রবর শ্রীপাদ হরিপদ বিদ্যারত্ন এম্ এ, বি-এল্ (সন্ন্যাসগ্রহণান্তে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসাধক নিষ্কিঞ্চন মহারাজ) মহোদয়ের সমর্থনে সর্বসম্মতিক্রমে শ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভার বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যমঠাচার্যপাদ শ্রীল প্রভুপাদকেই

গুরুরূপে জানিয়া ৪৬১ শ্রীগৌরাব্দের শ্রীগৌরাবির্ভাব-পৌর্ণমাসীতিথিতে শ্রীল প্রভুপাদের সমাধিমন্দিরে তদীয় অর্চাবিগ্রহের সম্মুখে ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস গ্রহণ করিলেও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ হইতে প্রাপ্তসন্ন্যাস ত্রিদণ্ডিপাদগণের মর্যাদা-সংরক্ষণের নিমিত্ত সন্ন্যাসগ্রহণকালে প্রবীণ ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তি-বিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ হইতে ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপে সম্মানিত হইয়াও পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ আশ্রম মহারাজ প্রপূজ্যচরণ শ্রীমদ্ভক্তি-বিলাস তীর্থ মহারাজকে শ্রীপ্রভুপাদশ্রেষ্ঠ জানিয়া তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিয়াছেন এবং সর্বত্র উল্লাসভরে তাঁহার জয় কীর্তন করিয়াছেন। শ্রীমদ্ আশ্রম মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকট লীলার পরে কয়েকবার শ্রীগোবর্ধনে অবস্থান করিয়া ভজন করিয়াছেন; কিন্তু শেষ জীবনে শ্রীচৈতন্যমঠে অবস্থান করিয়া ভজনের যে নির্দেশ তিনি পূর্বেই শ্রীল প্রভুপাদের নিকটে পাইয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিয়া শেষ জীবন শ্রীচৈতন্যমঠে প্রভুপাদশ্রেষ্ঠের সন্নিধানে থাকিতে ভজন করিয়াছেন এবং আচার্যপাদ মহারাজের যাবতীয় অভিলাষ পূরণ করিয়াছেন। মহারাজের স্নেহপরায়ণতা স্মরণ করিয়া স্মৃতিপথে উদিত হইতেছে—

"কৃপা করি' কৃষ্ণ মোরে দিয়াছিলা সঙ্গ।
স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা—কৈলা সঙ্গ-ভঙ্গ॥"

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাবালয় শ্রীযোগপীঠে সেবিত
শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-লক্ষ্মীপ্রিয়া-বিষ্ণুপ্রিয় ।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত

প্রথম অধ্যায়

মঙ্গলাচরণ—

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতা-শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ॥

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ।
শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ॥

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

সংসারসিন্ধুতরণে হৃদয়ং যদি স্যাৎ
সংকীর্তনামৃতরসে রমতে মনশ্চেৎ।
প্রেমাম্বুধৌ বিহরণে যদি চিত্তবৃত্তি-
শ্চৈতন্যচন্দ্রচরণে শরণং প্রযাতু।

আবির্ভাব

"নমস্ত্রিকালসত্যায় জগন্নাথসুতায় চ।
সভৃত্যায় সপুত্রায় সকলত্রায় তে নমঃ॥"

শ্রীহট্টনিবাসী মধুকর মিশ্রের মধ্যম পুত্র শ্রীউপেন্দ্র মিশ্র। ইনি বৈদিক ব্রাহ্মণ, সুপণ্ডিত, ভগবদ্ভক্ত ও বহুসদ্‌গুণশালী ছিলেন। এই উপেন্দ্র মিশ্রের তৃতীয় পুত্র শ্রীজগন্নাথ মিশ্র। ইনি শাস্ত্র-অধ্যয়নের নিমিত্ত তৎকালীন বাংলার, তথা সমগ্র ভারতের সর্বপ্রধান বিদ্যাকেন্দ্র শ্রীনবদ্বীপে আগমন করেন। বিদ্যার্জন করিয়া শ্রীজগন্নাথ মিশ্র 'পুরন্দর' উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি তদানীন্তন নবদ্বীপ-নগরের অন্তর্গত শ্রীমায়াপুরে বসতি স্থাপন করিয়া শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্তীর জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীশচীদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। নীলাম্বর চক্রবর্তী মিশ্রপুরন্দরের বিদ্যা, পাণ্ডিত্য, ভক্তি ও বিবিধ গুণগ্রামে মুগ্ধ হইয়া স্বেচ্ছায় হৃষ্টচিত্তে নিজ কন্যাকে তাঁহার করে সম্প্রদান করেন। শ্রীজগন্নাথ মিশ্র ও শ্রীশচীদেবী ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ ছিলেন। উভয়েই সর্বদা পরমেশ্বরের চিন্তা ও সেবাতে রত থাকিতেন। শ্রীশচীদেবী ক্রমশঃ আটটী জন্যা প্রসব করেন। উহারা সকলেই অকালে কাল-কবলিত হয়। সন্তানহীন অবস্থায় মিশ্রদম্পতি অতিশয় দুঃখিত হইয়া পুত্রলাভার্থে শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করেন। শ্রীশচীদেবীর নবম গর্ভে আবির্ভূত হন শ্রীবিশ্বরূপ। শ্রীবিশ্বরূপ শ্রীবলদেবের প্রকাশ-বিগ্রহ।

চৌদ্দশত সাত শকের তেইশে ফাল্গুন, শনিবার, শ্রীকৃষ্ণের দোল-যাত্রা। নব বসন্ত-পূর্ণিমা। "অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডে যত আছে সুমঙ্গল। সেই পূর্ণিমায় আসি' মিলিলা সকল॥" তদুপরি চন্দ্রগ্রহণ-যোগ। এই উপলক্ষে গঙ্গাস্নানাদির জন্য পূর্ববঙ্গ, রাঢ়দেশ প্রভৃতি বিভিন্নস্থান হইতে বহুসংখ্যক ভক্ত-নরনারীর নবদ্বীপে সমাগম। নবদ্বীপ মায়াপুর লোকে

লোকারণ্য। চতুর্দিকে হরিকীর্তনধ্বনি। প্রকৃতি অপূর্ব সাজে সুসজ্জিতা। সন্ধ্যাকাল। 'চন্দ্রগ্রহণের সময়। বিশ্বের চতুর্দিকে কেবল 'হরিবোল' 'হরিবোল' কলরব। এমন সময়ে সিংহ-লগ্নে, সিংহ-রাশিতে, শ্রীমায়াপুর শশী হরিকীর্তনের জনক শ্রীগৌরচন্দ্র শচীগর্ভসিন্ধু হইতে আবির্ভূত হইলেন। যথা, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

চৌদ্দশত সাত শকে মাস যে ফাল্গুন।
পৌর্ণমাসীর সন্ধ্যাকালে হৈলে শুভক্ষণ॥
সিংহ-রাশি, সিংহ-লগ্ন, উচ্চ গ্রহগণ।
ষড়্‌বর্গ, অষ্টবর্গ, সর্ব সুলক্ষণ॥
অ-কলঙ্ক গৌরচন্দ্র দিলা দরশন।
সকলঙ্ক চন্দ্রে আর কোন প্রয়োজন॥
এত জানি' চন্দ্রে রাহু করিল গ্রহণ।
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' 'হরি' নামে ভাসে ত্রিভুবন॥
জগৎ ভরিয়া লোক বলে—'হরি' 'হরি'।
সেইক্ষণে গৌরকৃষ্ণে ভূমে অবতরি॥

❁ ❁ ❁ ❁

নদীয়া-উদয়গিরি, পূর্ণচন্দ্র গৌরহরি,
কৃপা করি' হইল উদয়।
পাপ-তমো হৈল নাশ, ত্রিজগতের উল্লাস,
জগভরি' হরিধ্বনি হয়॥

শ্রীগৌরহরির আবির্ভাবে জগৎ প্রফুল্ল—আনন্দময়। প্রভুর আবির্ভাবের সূচনা বুঝিয়া শ্রীঅদ্বৈতাচার্য শান্তিপুরে স্বগৃহে হুঙ্কার দিলেন এবং ঠাকুর হরিদাসসহ আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। প্রাণপ্রভুর আবির্ভাবে যেখানে যত ভক্ত আছেন সবার চিত্ত প্রসন্ন ও আনন্দে

বিহ্বল। মিশ্রগৃহ লোকে লোকারণ্য। কতশত নরনারী বিবিধ উপহার লইয়া শ্রীগৌরহরির আবির্ভাবকে অভিনন্দিত করিতে লাগিলেন। দেবদেবীগণ মনুষ্যবেশে বিবিধ উপহারের সহিত মিশ্র-ভবনে আগমন করিয়া গৌরচন্দ্রকে দর্শন করিলেন এবং প্রীতি ও সম্বর্ধনা জানাইলেন।

কেবা আসে কেবা যায়, কেবা নাচে কেবা গায়,
সম্ভালিতে নারে কা'র বোল।
খণ্ডিলেক দুঃখ-শোক, প্রমোদ-পূরিত লোক,
মিশ্র হৈলা আনন্দে বিহ্বল॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আঃ ১৩।১০৭)

আচার্য শ্রীচন্দ্রশেখর ও শ্রীল শ্রীবাস পণ্ডিত আসিয়া যথাবিধি শচী-তনয়ের 'জাতকর্ম'-সংস্কার করাইলেন। পরে মিশ্র পুরন্দর আনন্দভরে সমাগত ব্রাহ্মণ, নর্তক, গায়ক, ভাট, অকিঞ্চন প্রভৃতিকে ধনরত্ন প্রদান করিয়া প্রীত করাইলেন।

আবির্ভাবের কারণ

'কলিযুগ-ধর্ম' হয় 'হরি-সংকীর্তন'।
এতদর্থে অবতীর্ণ শ্রীশচীনন্দন॥

"অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু নঃ শচীনন্দনঃ॥"

সর্বেশ্বরেশ্বর ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই নিজ-মাধুর্য আস্বাদন জন্য কৃষ্ণবর্ণ লুকাইয়া শ্রীরাধার ভাব ও কান্তি লইয়া—যাহা কোন কালে অর্থাৎ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর প্রভৃতি যুগে দেওয়া হয় নাই, সেই অমূল্য উন্নত-উজ্জ্বল-কৃষ্ণ-প্রেমরস-রূপ স্বভক্তি-সম্পত্তি জগৎকে প্রদান করিবার জন্য এবং শ্রীকৃষ্ণপ্রেমভক্তিবিষয়ক রসসমূহের আস্বাদন-প্রক্রিয়া জগৎকে দেখাইবার জন্য স্বয়ং শ্রীগৌরাঙ্গরূপে কলিকালে শ্বেতবরাহকল্পে নবদ্বীপমণ্ডলের কেন্দ্রস্থল অন্তর্দ্বীপ-শ্রীমায়াপুরে উদিত হইয়াছেন। এই সুবর্ণকান্তিসমূহ দ্বারা দীপ্যমান শচীনন্দন শ্রীহরি সর্বদা আমাদের হৃদয়ে স্ফূর্তিলাভ করুন।

কলিযুগে 'সংকীর্তন-ধর্ম' পালিবারে।
অবতীর্ণ হৈলা প্রভু সর্ব পরিকরে॥

* * * *

সংসার তারিতে শ্রীচৈতন্য অবতার॥

আবির্ভাবের গৌণ কারণ

"কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্তনাৎ॥"

—শ্রীমদ্ভাগবত ১২।৩।৫২।

সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ, দ্বাপরযুগে অর্চনদ্বারা যে পুরুষার্থ লাভ হয়, কলিযুগে কেবল শ্রীহরিসঙ্কীর্তনদ্বারাই তাহা লাভ হইয়া থাকে। অতএব—

কলিযুগে ধর্ম হয় নাম-সংকীর্তন।
এতদর্থে অবতীর্ণ শ্রীশচীনন্দন॥

নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণই শ্রীশ্রীরাধারাণীর ভাব ও কান্তি লইয়া নিজ-মাধুর্য আস্বাদন এবং অনর্পিত অর্থাৎ যাহা পূর্বে কখনও দেওয়া হয় নাই,

নিজের (শ্রীকৃষ্ণের) সেই উন্নতোজ্জ্বল রস সর্বসাধারণকে প্রদানের জন্য কলিযুগে শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণনাম-কীর্তনেই এই রসের অধিকারী হওয়া যায়।

এই উন্নত উজ্জ্বল প্রেম-রস শ্রীব্রহ্মা-শিবাদিরও দুর্লভ বস্তু। ৪৮৫ বৎসর পূর্বে শ্বেতবরাহকল্পে, নবদ্বীপান্তর্গত অন্তর্দ্বীপ-মধ্যে শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের গৃহে শচীগর্ভসিন্ধু হইতে সুনির্মল প্রেমালোক-প্রদাতা অকলঙ্ক পূর্ণচন্দ্র শ্রীগৌরাঙ্গ উদিত হইয়াছেন। অর্থাৎ কলিযুগের যুগধর্ম শ্রীহরিসংকীর্তন প্রদানের জন্য শ্রীশচীনন্দন—পরম-দয়াল শ্রীগৌরহরি—শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীগদাধর, শ্রীশ্রীবাসাদি ভক্ত-বৃন্দসহ অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং আচণ্ডাল জীবে সেই পরম সম্পদ—চিন্তামণিসদৃশ শ্রীনাম-প্রেম বিতরণ করিয়াছেন। এমন দয়ালু আর জগতে কখনও কেহ আসেন নাই, আসিবেনও না। তাঁহার আবির্ভাব-কালে রাহু চন্দ্রকে গ্রাস করিয়াছিল অর্থাৎ চন্দ্রগ্রহণ-সময়ে সন্ধ্যাকালে শ্রীহরিসঙ্কীর্তন-কোলাহলে জগৎ মুখরিত করিয়া শ্রীশচীনন্দন আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

আবির্ভাবের মুখ্য কারণ

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈর্বা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুত-মধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভাৎ
তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ।

—শ্রীল স্বরূপদামোদর গোস্বামী।

(যদি) গৌর না আসিত, কেমন হইত,
কেমনে রাখিতাম দে'।

শ্রীরাধার মহিমা, প্রেম-রস-সীমা,
জগতে জানাত' কে ?

১। শ্রীরাধার প্রণয়-মহিমা কিরূপ ?

২। আমার (শ্রীকৃষ্ণের) অদ্ভুত মধুরিমা, যাহা শ্রীরাধা আস্বাদন করেন, তাহাই বা কিরূপ ?

৩। আমার (শ্রীকৃষ্ণের) মধুরিমার অনুভূতি হইতে শ্রীরাধারই বা কি সুখ উদয় হয়, এই তিনটী বিষয়ে লোভ জন্মিলে, শ্রীকৃষ্ণ গৌর-চন্দ্ররূপে শচীগর্ভসমুদ্রে জন্মগ্রহণ করিলেন।

এ বিষয়ে শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর কীর্তন করিয়াছেন,—

পরম করুণ, পঁহু দুই জন,
নিতাই-গৌরচন্দ্র।
সব অবতার- সার-শিরোমণি,
কেবল আনন্দ-কন্দ ॥
ভজ ভজ ভাই, চৈতন্য-নিতাই,
সুদৃঢ় বিশ্বাস করি'।
বিষয় ছাড়িয়া, সে রসে মজিয়া,
মুখে বল হরি হরি ॥
দেখ ওরে ভাই, ত্রিভুবনে নাই,
এমন দয়াল দাতা।
পশু পাখী ঝুরে, পাষাণ বিদরে,
শুনি' যাঁর গুণগাঁথা ॥
সংসারে মজিয়া, রহিলি পড়িয়া,
সে পদে নহিল আশ।
আপন করম, ভুঞ্জায়ে শমন,
কহয়ে লোচনদাস ॥

শ্রীচৈতন্যের জন্মস্থান

নবদ্বীপ কাহাকে বলে? নবদ্বীপ নয়টী দ্বীপের সমাহার—একটী অষ্টদল-পদ্মসদৃশ। এই পদ্মের কর্ণিকা—শ্রীধাম মায়াপুর—অন্তর্দ্বীপ; পাপড়ী ৮টী যথাক্রমে (১) সীমন্তদ্বীপ, (২) গোদ্রুমদ্বীপ, (৩) মধ্যদ্বীপ, (৪) কোলদ্বীপ, (৫) ঋতুদ্বীপ, (৬) জহ্নুদ্বীপ, (৭) মোদদ্রুমদ্বীপ ও (৮) রুদ্রদ্বীপ।

অন্তর্দ্বীপ মধ্যে মায়াপুর স্থান।
যথায় জন্মিলেন গৌরচন্দ্র ভগবান্॥

শ্রীবৃন্দাবনে যৈছে যোগপীঠ সুমধুর।
তৈছে নবদ্বীপে যোগপীঠ শ্রীমায়াপুর॥

এই নবদ্বীপাত্মক নবদ্বীপ নবধা ভক্তির পীঠ। **অন্তর্দ্বীপ** আত্ম-নিবেদনের স্থান; বলিরাজ ভগবচ্চরণে আত্মনিবেদনের আদর্শ। **সীমন্তদ্বীপ** শ্রবণের স্থান; পরীক্ষিৎ মহারাজ শ্রবণের আদর্শ। **গোদ্রুমদ্বীপ** কীর্তনের স্থান; শ্রীশুকদেব গোস্বামী কীর্তনের আদর্শ। **মধ্যদ্বীপ** স্মরণের স্থান; শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ স্মরণের আদর্শ। **কোলদ্বীপ** পাদসেবনের স্থান; শ্রীলক্ষ্মীদেবী পাদসেবনের আদর্শ। **ঋতুদ্বীপ** অর্চনের স্থান; শ্রীপৃথুরাজ অর্চনের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। **জহ্নুদ্বীপ** বন্দনের স্থান; শ্রীঅক্রুর বন্দনের আদর্শ দেখাইয়াছেন। **মোদদ্রুমদ্বীপ** দাস্যের স্থান; বজ্রাঙ্গজী হনুমান্ দাস্যের আদর্শ। **রুদ্রদ্বীপ** সখ্যের স্থান; বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুন সখ্যের আদর্শ।

নিমাইর পিতা শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের নিবাস পূর্বে শ্রীহট্টে ছিল। তিনি গঙ্গাতীরে বাসের নিমিত্ত সুবৃহৎ নবদ্বীপ-নগরস্থ বল্লালদীঘির সংলগ্ন শ্রীমায়াপুর আগমন করেন। এখানে আসিয়া তিনি পরম পণ্ডিত শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্তীর কন্যা শ্রীশচীদেবীকে বিবাহ করেন। এই শ্রীধাম

মায়াপুর কালের কুটিলা গতিতে গঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গীর) গতি-পরিবর্তনে কিছুদিন লুপ্ত ছিল। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীচৈতন্য-দেবের প্রত্যাদেশক্রমে যাবতীয় প্রমাণসহ তাঁহার (শ্রীচৈতন্যদেবের) এই জন্মস্থান শ্রীমায়াপুর আবিষ্কার করেন। এইস্থানে সুবৃহৎ নিম্ববৃক্ষ-তলে সূতিকাগৃহে নিমাইর জন্ম হয়। শ্রীশচীমাতার অষ্টকন্যা-বিয়োগের পর শ্রীবিশ্বরূপের জন্ম হয়, তৎপরে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব হয়; আবির্ভাব-মাত্র তাঁহাকে নিম্ববৃক্ষতলে রাখা হয়। কেননা নিম্ব—তিক্ত, যমেরও তাহাতে অরুচি হইবে।

"ডাকিনী-শাঁখিনী হৈতে, শঙ্কা উপজিল চিতে,
ডরে নাম থুইল নিমাই।"

স্ত্রীগণ নাম রাখিলেন 'নিমাই'। বৈষ্ণব-সার্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ-দাস সিদ্ধ বাবাজী মহাশয় এই নিমতলা আবিষ্কার করিয়া তথায় সপার্ষদ কীর্তনানন্দে উদ্দণ্ড নৃত্য করিতেন এবং ভূমিতে গড়াগড়ি দিতেন।

শ্রীচৈতন্যের (নিমাইর) মাতামহ শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্তী আসিয়া চৈতন্যদেবের কোষ্ঠি গণনা করিলেন। বালকের নাম রাখিলেন—বিশ্বম্ভর। শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্তী শিশুকে দেখিয়া বলিলেন, ইহাতে মহা-পুরুষের বত্রিশটী লক্ষণই পরিপূর্ণভাবে আছে। এই বালক বিষ্ণু-ভক্তি প্রদান করিয়া জগৎ উদ্ধার করিবে। এই সুখের সময় আত্মীয় স্বজনের দুঃখ হইবে বিবেচনা করিয়া তাঁহার সন্ন্যাসগ্রহণ-লীলাটী গোপন করিলেন।

যাত্রিগণ দেখিতে পাইবেন—নিম্ববৃক্ষতলে একটী ক্ষুদ্র মন্দিরে শ্রীজগন্নাথ, শ্রীশচীদেবী ও শিশু নিমাই। কিয়দ্দূরে অভ্রভেদী মন্দিরের ভিতর এক প্রকোষ্ঠে শ্রীগৌরাঙ্গদেব ও শ্রীরাধামাধব। মধ্যম প্রকোষ্ঠে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সহিত মধ্যস্থলে শ্রীগৌর-

নারায়ণ। শ্রীগৌরনারায়ণের শ্রী-শক্তি—লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী, ভূ-শক্তি—বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী এবং নীলা-শক্তি—শ্রীধাম। অতি উত্তম দর্শন। তৃতীয় প্রকোষ্ঠে পঞ্চ তত্ত্ব—(১) শ্রীগৌরাঙ্গ, (২) শ্রীনিত্যানন্দ, (৩) শ্রীগদাধর, (৪) শ্রীঅদ্বৈত ও (৫) শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত এবং শ্রীজগন্নাথ। অন্য একটী ক্ষুদ্র মন্দিরে ক্ষেত্রপাল শিব আছেন, তন্নিকটে অপর মন্দিরে শ্রীনৃসিংহ দেবের অপূর্ব মূর্তি; তাঁহার বদনে বাগ্‌বাদিনী সরস্বতী, বক্ষে লক্ষ্মী, হৃদয়ে সম্বিৎ-শক্তি। ভক্তিভরে এই নৃসিংহদেবের দর্শনে মনঃপ্রাণ জুড়াইয়া যায়। ইনি জীবের সর্বপ্রকার বিঘ্ন বিনাশ করিয়া থাকেন। ইনি মঙ্গল-দাতা, ইহার নাম-স্মরণে কোন বিঘ্নই থাকে না। পার্শ্বদেশে শ্রীশ্রীগৌর-গদাধরের শ্রীমূর্তি। শ্রীযোগপীঠে অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থানে বিদ্যুৎ-মালায় শোভিত, অভ্রভেদী নবচূড়া-বিশিষ্ট শ্রীমন্দিরে শ্রীমূর্তিসমূহ পূজিত হইতেছেন। প্রতি বৎসর ফাল্গুনী পূর্ণিমায় শ্রীশ্রীগৌরহরির আবির্ভাব ও শ্রীশ্রীরাধামাধবের দোলযাত্রা-উপলক্ষে লক্ষ লক্ষ নরনারী যাত্রী আনন্দ-সহকারে শ্রীধাম মায়াপুরে আগমন করিয়া মহামহোৎসবে যোগদান করিয়া থাকেন।

এখানে শ্রীবিগ্রহের দর্শনের নিমিত্ত কোন বাধ্যতামূলক ভেট-প্রথা নাই। ভোগের পর যাত্রিগণকে প্রসাদও দেওয়া হয়।

শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থানের নিকটে 'শ্রীবাস-অঙ্গন' খোলভাঙ্গার ডাঙ্গা। নদীয়ার তদানীন্তন বিচারক চাঁদকাজি এখানেই কীর্তনের খোল ভঙ্গ করিয়া দেওয়ায় উক্ত স্থানের নাম 'খোলভাঙ্গার ডাঙ্গা' হইয়াছে। এই শ্রীবাসমন্দিরেই শ্রীচৈতন্যদেবের সর্বপ্রথম সঙ্কীর্তন-লীলা আরম্ভ হয় এবং এই শ্রীঅঙ্গনেই মহাপ্রভুর সপ্তপ্রহরব্যাপী মহাপ্রকাশ হইয়াছিল। তৎকালে তিনি ভক্ত-দিগকে অভীষ্টবর প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীবাসাঙ্গনে শ্রীমন্দিরের প্রথম প্রকোষ্ঠে পার্ষদবৃন্দসহ সঙ্কীর্তনরত

শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ, মধ্য প্রকোষ্ঠে মহাপ্রভুর মহাপ্রকাশ ও পঞ্চতত্ত্ব; তৃতীয় প্রকোষ্ঠে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ সেবিত হইতেছেন। শ্রীশ্রীবাসাঙ্গনের অল্প দূরে শ্রীঅদ্বৈত আচার্যের টোলবাড়ী; মন্দির-অভ্যন্তরে, যিনি তুলসী ও গঙ্গাজলদ্বারা আরাধনা করিয়া বৈকুণ্ঠনাথকে অবতরণ করাইয়াছিলেন, সেই অদ্বৈত আচার্যের এবং মহাপ্রভুর শ্রীমূর্তি। নিকটে শ্রীমাধব মিশ্রের আলয়ে একটী শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীগৌরগদাধরের যুগলমূর্তি পূজিত হইতেছেন তাহা শ্রীগদাধরাঙ্গন-নামে খ্যাত।

শ্রীঅদ্বৈতভবন ও শ্রীগদাধরাঙ্গনেরপার্শ্বেই বল্লালসেন রাজার প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা। এক্ষণে শস্যক্ষেত্রে পরিণত। এই বল্লালদীঘির উত্তরতটে শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য-ভবনে স্থাপিত শ্রীচৈতন্যমঠ—শ্রীগৌড়ীয়মঠসমূহের আকর মঠরাজ। ইহা শ্রীচৈতন্যদেবের মাসীমার বাড়ী; এইখানে শ্রীচৈতন্যদেব ব্রজলীলার অভিনয় করিয়াছিলেন, তজ্জন্য ইহার একটী নাম 'ব্রজপত্তন'। এই স্থানে উক্ত অভিনয় কালে শ্রীচৈতন্যদেব মহালক্ষ্মীবেশে নৃত্য করিয়াছিলেন; শ্রীহরিদাস ঠাকুর কোটালের বেশে, এবং শ্রীশ্রীবাস ঠাকুর নারদ-বেশে অভিনয় করিয়াছিলেন. শচীমাতা নাট্যমঞ্চোস্থিত নিজপুত্র নিমাইকে এবং মালিনী দেবী নিজপতি শ্রীবাস পণ্ডিতকে চিনিতে পারেন নাই। মহা-আশ্চর্য ব্যাপার। সাত দিবস পর্যন্ত অভিনয়ের তীব্র আলোকে সকলের নয়ন ঝলসিত হইয়া যাইত। এই সমস্ত বিবরণ শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর তাঁহার রচিত শ্রীচৈতন্যভাগবতে লিখিয়া গিয়াছেন। পূর্বেই লিখিয়াছি, এই স্থানে প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরকর্তৃক শ্রীচৈতন্যমঠ স্থাপিত হইয়াছেন, শ্রীগৌড়ীয়মঠনামে যাঁহার বহু শাখা-প্রশাখা ভারতের বহু স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। সকল মঠেই শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর এবং শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দে শ্রীবিগ্রহসকল সেবিত হইতেছেন। শ্রীচৈতন্যমঠে পরমহংস জগদ্গুরু

অষ্টোত্তরশত-শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের সমাধি-মন্দির এবং ভজন-মন্দির ভক্তিবিজয়-ভবন বিদ্যমান। ইহার অতি নিকটে ২৯ চূড়াবিশিষ্ট বৃহৎ মন্দিরের অন্তঃপ্রকোষ্ঠে শ্রীমহাপ্রভুর এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণের অতি বৃহৎ সুরম্য শ্রীমূর্তি বিরাজিত। ইহার চতুর্দিকের ৪টী প্রকোষ্ঠে, (১) শ্রীমধ্বাচার্য, (২) শ্রীবিষ্ণুস্বামী, (৩) শ্রীনিম্বাদিত্য, (৪) শ্রীরামানুজস্বামী তাঁহাদের মূল গুরুবর্গসহ সেবিত হইতেছেন। চারি সম্প্রদায়ের আচার্যগণের এক মঠে পূজা আর কোথাও দেখা যায় না। তাঁহারা যথাক্রমে শুদ্ধদ্বৈত, শুদ্ধাদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রচার করিয়াছেন। শ্রীমধ্বাচার্যের ইষ্টদেব শ্রীব্রহ্মা; শ্রীবিষ্ণুস্বামীর ইষ্টদেব শ্রীশঙ্কর, শ্রীনিম্বাদিত্যের ইষ্টদেব চতুঃসন এবং শ্রীরামানুজ স্বামীর ইষ্টদেব শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ। এই ২৯ চূড়াবিশিষ্ট মন্দিরের নিকটেই শ্রীরাধাকুণ্ড এবং শ্রীকুণ্ডের তটে ঈশোদ্যান ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোরদাস পরমহংস বাবাজী মহারাজের সমাধিমন্দির। ঈশোদ্যানে কেলিকদম্ব, মুক্তালতা পিলুবৃক্ষ, তমালবৃক্ষ প্রভৃতি নানা ফল-পুষ্প-শোভিত শ্রীবৃন্দাবনের স্মৃতি উদ্দীপন করিতেছে। এই স্থানে ভক্তিমান্ যাত্রিগণ আসিয়া এই সব দৃশ্য-দর্শনে আনন্দে আত্মহারা হইয়া যা'ন। শ্রীচৈতন্যদেবের ইচ্ছায় এই স্থানে সর্বতীর্থই বিরাজিত আছেন। শ্রীচৈতন্যমঠের উত্তর পার্শ্বের তোরণের সম্মুখে লালমন্দিরে শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য ও তৎপত্নী সর্বজয়া দেবী আছেন। এই স্থানে শ্রীশ্যামকুণ্ড, শ্রীরাধাকুণ্ড ও গিরিরাজ শ্রীগোবর্ধন বিরাজিত আছেন। সুতরাং ইহা ভজনের সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান। ভক্তগণ সঙ্কীর্তনসহ কুণ্ডদ্বয় পরিক্রমা করিয়া থাকেন।

ইহার পরে পিচঢালা পাকারাস্তায় দশমিনিটের পথ অতিক্রম করিলে চাঁদকাজীর সমাধি দৃষ্ট হয়। প্রায় পাঁচশত বৎসরের প্রাচীন গোলক চাঁপাবৃক্ষ সমাধিতে বিদ্যমান। বহু যাত্রী আসিয়া দর্শন ও

প্রণাম করেন। ইহার অতি নিকটেই বল্লালঢিপি (রাজা বল্লালসেনের আলয়); গভর্ণমেণ্টের পূর্তবিভাগকর্তৃক এই স্থানটী সুরক্ষিত। শ্রীচৈতন্য মঠের দক্ষিণদিকে শ্রীমুরারিগুপ্তের শ্রীপাট বর্তমান; এই স্থানে ধনুর্ধারী শ্রীরামচন্দ্র, সীতাদেবী, হনুমান এবং শ্রীবিষ্ণুমূর্তি বিরাজমান। আর চাঁদকাজীর আলয়ের অদূরবর্তী স্থানে ভক্তরাজ শ্রীধরের অঙ্গন। মহাপ্রভু ভক্ত শ্রীধরের পসার হইতে কলা, খোলা, মোচা, থোড় ইত্যাদি পণ্যদ্রব্য গৃহদেবতার পূজার জন্য কলহ করিয়া বলপূর্বক লইতেন। ইহাকেই 'প্রেম-কলহ' বলে; না দিলেও শ্রীভগবান্ ভক্তের দ্রব্যাদি বলপূর্বক গ্রহণ করেন, তাঁহার মঙ্গলের জন্য। ইহার নাতিদূরে, শরডাঙ্গায় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির, মন্দিরের অভ্যন্তরে শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলরাম শ্রীসুভদ্রা দেবীর শ্রীমূর্তিসকল বিরাজ করিতেছেন। দৃশ্য অতি মনোরম।

প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তে সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের প্রবর্তিত শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমা প্রভুপাদ-স্থাপিত শ্রীচৈতন্যমঠের বর্তমান আচার্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস তীর্থ মহারাজের নিয়ামকত্বে প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র যাত্রিসহ বিরাট্ সঙ্কীর্তন-শোভাযাত্রায় অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। যাত্রিগণের প্রসাদ ও বাসস্থান মঠকর্তৃপক্ষগণই প্রদান করিয়া থকেন। পরিক্রমণান্তে দিবসত্রয়ব্যাপী শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব বিপুল আয়োজনে সম্পন্ন হয়। শেষ দিবস ১৫।২০ হাজার লোক প্রসাদ পাইয়া থাকেন।

শ্রীচৈতন্যভাগবতে ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ধাম গঙ্গার পূর্বপারে অবস্থিত। সেই নবদ্বীপ ও বর্তমান নবদ্বীপসহর এক নহে। সেই নবদ্বীপ ছিল মহানগর; এক এক ঘাটে লক্ষ লক্ষ লোক স্নান করিতেন। সেই মহানগরের যে অংশে শ্রীশ্রীগৌর হরির আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহার নাম শ্রীমায়াপুর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শ্রীগৌরহরির বাল্যলীলা

নমশ্চৈতন্যচন্দ্রায় কোটিচন্দ্রাননত্বিষে।
প্রেমানন্দাব্ধিচন্দ্রায় চারুচন্দ্রাংশুহাসিনে ॥

শ্রীশচীদুলালের—

সব অঙ্গ—সুনির্মাণ, সুবর্ণ-প্রতিমা-ভান,
সর্ব অঙ্গ—সুলক্ষণময়।
বালকের দিব্যজ্যোতি, দেখি' পাইল বহু প্রীতি,
বাৎসল্যেতে দ্রবিল হৃদয় ॥

(চৈঃ চঃ আ ১৩।১১৬)

"বন্দে চৈতন্যকৃষ্ণস্য বাল্যলীলাং মনোহরাম্।
লৌকিকীমপি তামীশচেষ্টয়া বলিতান্তরাম্ ॥"

—শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণের মনোহর বাল্যলীলা আমি বন্দনা করি। তাহা লৌকিক-লীলার ন্যায় হইলেও ঈশচেষ্টাযুক্ত।

শ্রীশচী-জগন্নাথ ও আপ্তবর্গের হৃদয়ে আনন্দবর্ধন করিয়া গৌরহরি দিন দিন শশিকলার ন্যায় বর্ধিত হইতে এবং অদ্ভুত বাল্যলীলাসমূহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বাৎসল্যরসাপ্লুত পরিজনবর্গ নিরন্তর ব্যগ্র-ভাবে গৌরচন্দ্রকে 'বিষ্ণুরক্ষা', 'দেবীরক্ষা', 'অপরাজিতা-স্তোত্র' ও 'নৃসিংহ-মন্ত্রাদি'দ্বারা রক্ষা করিয়া স্ব-স্ব-ভগবৎপ্রীতি-পরাকাষ্ঠার পরিচয় প্রদান করিতেন। প্রতিবেশিগণ দিবানিশি শিশুকে বেষ্টন করিয়া থাকিতেন। শিশু ক্রন্দন করিতে থাকিলে আপ্তগণ নানাভাবে নিবৃত্ত করিবার যত্ন করিতেন, কিন্তু তাঁহাদের কোন চেষ্টাই ফলবতী হইত না। কেবলমাত্র হরিনাম উচ্চৈঃস্বরে কীর্তন করিলে তাহা শুনিয়া শিশু নিমাই নীরব

হইতেন। এইভাবে ভগবান্ শ্রীগৌরগোপাল সর্বদা বহুলোকবেষ্টিত হইয়া থাকিতেন এবং জন্ম ও শিশুকাল হইতেই বহুলোককে কৃষ্ণনাম-যজ্ঞানুষ্ঠানে নিযুক্ত রাখিতেন।

আবির্ভাবের এক মাস পরে শ্রীগৌরগোপালের 'নিষ্ক্রমণ-উৎসবের' আয়োজন হইলে, আত্মীয়বান্ধব নিমন্ত্রিত হইয়া সমাগত হইলেন। গীত ও বাদ্যাদি হইতে লাগিল। শ্রীশচীমাতা আমন্ত্রিত-রমণীগণ-পরিবেষ্টিতা হইয়া যথাবিধি গঙ্গাস্নান, গঙ্গাপূজা ও সর্বদেবতার যথাযথ পূজা করিলেন। পুত্রের কল্যাণার্থে শ্রীশচীমায়ের বিবিধ দেবতার পূজা বাৎসল্যপ্রীতির পরিচায়ক ; মায়ামুগ্ধ জীবের ন্যায় পার্থিব আসক্তি নহে। শ্রীভগবানে তাঁহার অতিমর্ত্য আসক্তি ছিল এবং ভগবৎ-সুখোল্লাসের জন্যই সমুদয় ক্রিয়া সম্পাদিত হইত ; ইহাই ভক্তি ও সেবা।

বালকরূপী গৌরহরি ক্রন্দনচ্ছলে সকলের মুখ হইতে হরিনাম আদায় করিয়া শচীভবনকে সর্বদা কৃষ্ণকোলাহলে মুখরিত করিয়া রাখিতেন।

কোন কোন দিন চারিমাসের বালক গৌরহরি পিতামাতার অনুপস্থিতিকালে গৃহের যাবতীয় সামগ্রী ভূমিতে বিক্ষিপ্ত করিবার পর জননীর আগমন বুঝিতে পারিয়াই শয্যার উপরে যাইয়া শয়ন করিয়া ক্রন্দন করিতে থাকিতেন। শচীমাতা হরিধ্বনিদ্বারা শিশুর ক্রন্দন নিবৃত্ত করিবার পরে গৃহসামগ্রীর বিশৃঙ্খল অবস্থা দেখিয়া আশ্চর্যান্বিতা হইতেন। জগন্নাথ মিশ্র প্রভৃতি বাৎসল্য-রসিকগণও প্রেমের স্বভাববশতঃ চারিমাসের বালকের পক্ষে এইরূপ কার্য সম্ভব নহে জানিয়া, নিশ্চয়ই কোন দানব রক্ষামন্ত্রে সংরক্ষিত শিশুর বিঘ্ন করিতে অসমর্থ হইয়া গৃহসামগ্রীর অপচয়দ্বারা স্বীয় ক্রোধ চরিতার্থ করিয়াছে, এইরূপ স্থির করিতেন। শ্রীশচীদেবী গৃহমধ্যে পুত্রের চরণচিহ্নের ন্যায় দুই একটি পদচিহ্ন লক্ষ্য করিতেন। ঐ চিহ্নগুলি শ্রীশালগ্রামশিলাতে অধিষ্ঠিত

বালগোপালেরই পদচিহ্ন বলিয়া তাঁহারা মনে করিতেন। বাৎসল্য-প্রেমের স্বভাব-বশতঃ এইরূপ ভ্রান্তি হইত।

নামকরণ

ক্রমে নিমাইর নামকরণ-সংস্কার-কাল উপস্থিত হইল। নামকরণ উৎসব দিবসে পণ্ডিত নীলাম্বর চক্রবর্তিপ্রমুখ আত্মীয়বর্গ ও গৌরপ্রীতি-পরায়ণ পতিব্রতাগণ শচীভবনে সমাগত হইলেন। দাদা মহাশয় শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্তী জ্যোতিষশাস্ত্রে বিচক্ষণ পণ্ডিত; তিনি শিশুর কোষ্ঠি গণনা করিয়া এই নবীন বালকে উদ্দীপ্ত অতিমর্ত্য মহাপুরুষের লক্ষণসমূহ পূর্ণভাবে বিরাজমান দেখিতে পাইলেন। বালকের আবির্ভাবে সর্বদেশ আনন্দিত, সর্বদুঃখ বিদূরিত, জগৎ-শস্যক্ষেত্রোপরি ভক্তিকাদম্বিনীধারা বর্ষিত ও হরিকীর্তন-দুর্ভিক্ষ দূরীভূত হইতেছে বলিয়া বিদ্বদ্‌গণসহ বিচার-পূর্বক শিশুর নাম রাখিলেন—**'বিশ্বম্ভর'**। কোষ্ঠির গণনানুসারেও শ্রীগৌরহরি বিষ্ণুর অবতারসমূহের মূল দীপস্বরূপ স্বয়ংরূপ তত্ত্ব বলিয়া নিরূপিত হইলেন।

নিম্ববৃক্ষের নিম্নে শ্রীগৌরহরির আবির্ভাব হওয়ায় শচীমাতা পুত্রকে **'নিমাই'** বলিয়া ডাকিতেন। বাৎসল্যরসাপ্লুতা সতী সাধ্বী নারীগণ সম্মিলিত হইয়া প্রভুর নামকরণ-বিষয়ে পরস্পর আলোচনা করিয়া বালকের চিরায়ু-কামনায় যমের মুখে অরুচিকর তিক্ত প্রদানের উদ্দেশ্যে তিক্তসংযুক্ত নিম্বফলের নাম হইতে নিমাই নাম রাখিলেন।

ইহান অনেক জ্যেষ্ঠ কন্যা-পুত্র নাই।
শেষে যে জন্ময়ে তার নাম সে 'নিমাই'॥

❁ ❁ ❁ ❁

ডাকিনী-শাখিনী হৈতে শঙ্কা উপজিল চিতে,
ডরে নাম থুইল 'নিমাই'॥

গৌর, গৌরাঙ্গ, গৌরহরি, গৌরসুন্দর, গৌরগোপাল, শচীনন্দন, জগন্নাথসুত, বিশ্বম্ভর, মহাপ্রভু প্রভৃতি নিমাইএর নাম। সন্ন্যাসকালের নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ; সাধারণতঃ তিনি শ্রীচৈতন্যদেব নামে পরিচিত।

রুচি পরীক্ষা

নিমাইএর নামকরণকালে প্রচলিত প্রথা-অনুসারে শ্রীজগন্নাথ মিশ্র পুত্রের রুচি-পরীক্ষার জন্য বালকের সম্মুখে ধান্য, খৈ, স্বর্ণ, রজত, কড়ি, পুঁথি প্রভৃতি অনেক কিছু দ্রব্য রাখিলেন। নিমাই অন্য সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া কেবল 'শ্রীমদ্ভাগবত'-পুঁথি আলিঙ্গন করিলেন।

"সকল ছাড়িয়া প্রভু শ্রীশচীনন্দন।
'ভাগবত'রিয়া দিলেন আলিঙ্গন॥"

শ্রীশচীনন্দন গৌরহরি বৈশ্যোচিত ধান্য, স্বর্ণ, রজত প্রভৃতি অথবা উদরপরায়ণ সকাম বিপ্রের ন্যায় খই-কলা প্রভৃতি ভোজন-ব্যগ্রতা লীলা দেখাইলেন না। 'শ্রীমদ্ভাগবত'ই নিত্যবস্তু ; শিশুকাল হইতে ভাগবতী কথায় রুচি হইলেই জীবগণ প্রকৃত সম্পত্তিশালী হইতে পারেন এবং আত্মমঙ্গল লাভ হয়, এই শিক্ষা দিলেন।

জানু-চংক্রমণ-লীলা

শ্রীগৌরহরি ক্রমে রিঙ্গণকাল প্রাপ্ত হইলেন। তিনি জানুর উপর ভর দিয়া পরম সুন্দর হামাগুড়ি দেন। গমনকালে কটি কিঙ্কিণীর ও চরণযুগল হইতে নূপুরের ধ্বনি হইতে থাকে। শিশু পরম নির্ভয়ে সর্ব অঙ্গনে বিহার করেন ; সম্মুখে অগ্নি, সর্প, যাহা দেখিতে পান তাহাই গিয়া ধরেন। আপ্তবর্গ শিশুকে নিরন্তর রক্ষা করেন এবং ক্রীড়াদি দর্শনে মোহিত হন।

প্রভু যেই কান্দে, সেইক্ষণে নারীগণ।
হাতে তালি দিয়া করে হরিসংকীর্তন॥

নিরবধি সবার বদনে হরিনাম।
ছলেবোলায়েন প্রভু,—হেন ইচ্ছা তান॥ চৈঃ ভাঃ আদি লীলা।

সর্পধারণ-লীলা

একদিন নিমাই হামাগুড়ি দিয়া অঙ্গনে বিহার করিতে করিতে একস্থানে একটি বৃহৎ সর্প দেখিতে পাইয়া দ্রুত তাহাকে ধরিতে গেলেন এবং ঐ শেষ সর্পের সহিত কিছুক্ষণ ক্রীড়া করিলেন। অতঃপর সর্পরাজ (অনন্তদেব) কুণ্ডলীভাব ধারণ করিলে নিমাই তদুপরি শয়ন করিয়া শেষশায়ীর লীলা প্রকট করিলেন। অনন্তদেব সর্পমূর্তি ধারণ করিয়া গৌরনারায়ণের বাল্য-ক্রীড়ার সেবা করিতে আসিয়াছিলেন। পিতা-মাতা ও পরিজনবর্গ সাধারণ-সর্প জ্ঞানে অমঙ্গল আশঙ্কায় শিশুর পরিত্রাণ-কামনায় গরুড়কে ডাকিতে লাগিলেন। পিতামাতা ভয়ে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, ইহা দেখিয়া সর্পরাজ শিশুর নিকট হইতে প্রস্থান করিলেন। সর্পকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া প্রভু পুনরায় ধরিতে উদ্যত হইলে নারীগণ দ্রুত নিমাইকে কোলে তুলিয়া লইলেন এবং আশীর্বাদ, স্বস্তিবাণী, রক্ষাবন্ধ, বিষ্ণুপাদোদক পান করান প্রভৃতি দ্বারা বিঘ্নবিনাশের যত্ন করিলেন।

রূপবর্ণন ও পাদচারণ

ক্রমে বয়োপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে শ্রীগৌরসুন্দর ধীরে ধীরে পদচারণ আরম্ভ করিলেন। তাঁহার মনোহর শ্রীরূপলাবণ্য বর্ণন করিয়া শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখিয়াছেন,—

জিনিয়া কন্দর্প-কোটী সর্বাঙ্গের রূপ।
চান্দের লাগয়ে সাধ দেখিতে সে মুখ॥
সুবলিত মস্তকে চাঁচর ভাল-কেশ।
কমল-নয়নে, যেন—গোপালের বেশ॥

আজানুলম্বিত ভুজ, অরুণ অধর।
সকল-লক্ষণযুক্ত বক্ষ-পরিসর ॥
সহজে অরুণ গৌর-দেহ মনোহর।
বিশেষে অঙ্গুলি, কর, চরণ সুন্দর ॥

(চৈঃ ভাঃ আ ৪।৭৮-৮১)

প্রভুর রূপলাবণ্য-দর্শনে সবাই মুগ্ধ হইতে লাগিলেন। পিতা-মাতার আনন্দ ও বিস্ময়ের সীমা নাই। তাঁহারা বালকের রূপ, গুণ ও লীলাসমূহ দর্শন করিয়া মহাপুরুষজ্ঞানে সদাই মোহিত থাকেন।

বালক কখনও হাসেন, কখনও আকাশের চাঁদ ধরিতে চাহেন ও তজ্জন্য কাঁদতে থাকেন। কাঁদিলে একমাত্র হরিকীর্তন ছাড়া কিছুতেই শান্ত হন না। প্রভাত হইতেই সকল সময়ে প্রতিবেশিগণ আসিয়া বালককে বেড়িয়া হরিকীর্তন করেন।

হরি বলি' নারীগণে দেয় করতালি।
নাচেন গৌরসুন্দর বালক কুতূহলী ॥ (চৈঃ ভাঃ আ ৪।৮৯)

নিমাই কখন বা তাঁহার সহিত করতালি দিয়া মনোরম নৃত্য করেন, কখনও বা ভূমিতলে গড়াগড়ি দেন। কখনও মাতৃক্রোড়ে উঠেন, কখনও বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গীতে নাচেন, এই সব দেখিয়া জনগণ পরম আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন।

দুই চোরের কাহিনী

এখন শিশু নিমাই অঙ্গনে হামাগুড়ি দিয়া খেলা করে; অঙ্গে স্বর্ণ, রজত, মণিমুক্তাদি মূল্যের অলঙ্কার আছে। কি ঘরে, কি বাহিরে, চঞ্চল নিমাই ঘুরিয়া বেড়ায়। একদিন নিমাই বাহিরে গেলে, দুই চোর বালকের অঙ্গে বহু মূল্যের অলঙ্কার দেখিয়া তাহা লইবার লোভ করিল। একটী চোর বালককে একটী সন্দেশ হাতে দিয়া

বলিল,—"আয় বাপ্ তোকে ঘরে লইয়া যাই।" এই বলিয়া বালক নিমাইকে স্কন্ধে করিয়া লইয়া চলিল। বিরাট্ নবদ্বীপনগরে লক্ষ লক্ষ লোক যাতায়াত করিত, কাহার বালক কে চিনে? তখন নবদ্বীপ সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যাকেন্দ্র এবং বঙ্গের একটী প্রসিদ্ধ নগর ছিল। তাই এত লোকের সমাগম। কিছু দূরে যাইয়া, দুই চোর অলঙ্কার ভাগ করিতে লাগিল। একজন বলিল,—"আমি বালা নিব।" অন্য জন বলিল,—"আমি নূপুর লইব।" তাহারা এইরূপে মনকলা খাইতে লাগিল।

এদিকে নিমাইকে না দেখিয়া তাহার পিতামাতা, আত্মীয়স্বজন উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। বালকের অঙ্গে বহুমূল্যের অলঙ্কার। বহু খুঁজিয়াও না পাইয়া অবশেষে সকলে শ্রীগোবিন্দের শরণ গ্রহণ করিলেন। অপর দিকে দুই চোর বিষ্ণুমায়ায় বিমোহিত হইয়া নিজঘরজ্ঞানে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ঘরে আগমন করিল এবং নিমাইকে স্কন্ধ হইতে নামাইল। অমনি নিমাই পিতা জগন্নাথ মিশ্রকে দেখিয়া তাঁহার ক্রোড়ে উঠিল। মিশ্র-গৃহে আনন্দের প্লাবন উঠিল। চোরদ্বয় 'এ-কি! কোথায় আসিলাম! ভেল্কী লাগিল নাকি?" মনে মনে এইরূপ বলিতে বলিতে ভয়ে ভয়ে পলাইয়া লোকালয়ের মধ্যে লুকাইল এবং তাহারা বলিতে লাগিল—"বহু দিন চুরি করিয়াছি, কিন্তু এমন বিপাকে ত' কোন দিন পড়ি নাই। ভাগ্যে চণ্ডীমাতা আজ রক্ষা করিয়াছেন। ভাল করিয়া তাঁহাকে পূজা দিব।" মিশ্র মহাশয় বালককে কে দিয়া গেল তাহাকে পুরস্কার দিবার জন্য বহু অনুসন্ধান করিয়াও তাহার কোন খোঁজ পাইলেন না। পরমার্থে দুই চোর মহা ভাগ্যবান্, কেন-না বালকরূপী নারায়ণ তাহাদের স্কন্ধের উপর উপবেশন করিয়াছিলেন।

তৈথিক বিপ্রের উপাখ্যান

নিমাইর যখন পঞ্চম বৎসর বয়স, তখন এক বাল-গোপালমন্ত্রের উপাসক ব্রাহ্মণ শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের গৃহে অতিথি হইলেন। মিশ্র তাঁহাকে পাক করিবার জন্য সমগ্র দ্রব্য-সামগ্রী আনিয়া দিলে তিনি রন্ধন করিয়া মুদ্রিত নয়নে যখন গোপালকে নিবেদন করিতেছিলেন, তখন ঐ বালক নিমাই ত্বরায় তথায় আসিয়া এক গ্রাস অন্ন গ্রহণ করিল। তদ্দর্শনে ব্রাহ্মণ চীৎকার করিয়া উঠিলেন। শ্রীজগন্নাথ মিশ্র লাঠি হস্তে নিমাইকে তাড়া করিলে ব্রাহ্মণ নিবারণ করিলেন। এইরূপে নিমাই দুইবার অন্নগ্রহণ করিলে ব্রাহ্মণের পুনরায় পাক করিবার অনিচ্ছা থাকিলেও নিমাইর বড় ভাই বিশ্বরূপের অনুরোধে তৃতীয় বার পাক করিলেন। শচীমাতা বালক নিমাইকে লইয়া অন্য গৃহস্থ বাড়ীতে রাখিলেন। নিমাইর নিদ্রা হইল, তাহার মাতা বলিলেন—আর কোন ভয় নাই, বালক নিদ্রা যাইতেছে। তৃতীয়বার যখন ব্রাহ্মণ চক্ষু মুদিয়া নিবেদন করিতেছিলেন, তখন যোগমায়ায় সকলকে মোহিত ও নিদ্রিত করিয়া ব্রাহ্মণের নিবেদনমাত্র নিমাই তাঁহার নিকটে আসিল এবং অষ্টভুজমূর্তি ধারণ করিয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিল,—ওহে ব্রাহ্মণ, আমার মন্ত্র জপিয়া আমাকে আহ্বান করিলে আমি দেখা না দিয়া থাকিতে পারি না। তুমি দুইবার আমাকে আহ্বান করিলে; দুইবার তোমার নিকটে আসিয়া তোমার নিবেদিত অন্ন গ্রহণ করিয়াছি, আর কি আশ্চর্য, দুইবারই চীৎকার করিয়া তুমি আমাকে পিতাদ্বারা তাড়না করাইলে! যাহা হউক, তোমার ভক্তিতে আমি পুনরায় তোমার নিকটে আসিয়াছি, এক্ষণে আমার রূপ দর্শন কর।

সেইক্ষণে দেখে বিপ্র পরম অদ্ভুত।
শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম—অষ্টভুজ রূপ॥

এক হস্তে নবনীত, আর হস্তে খায়।
আর দুই হস্তে প্রভু মুরলী বাজায়॥
শ্রীবৎস, কৌস্তুভ বক্ষে শোভে মণিহার।
সর্ব-অঙ্গে দেখে রত্নময় অলঙ্কার।
নবগুঞ্জা-বেড়া শিখিপুচ্ছ শোভে শিরে।
চন্দ্রমুখে অরুণ-অধর শোভা করে॥
হাসিয়া দোলায় দুই নয়ন-কমল।
বৈজয়ন্তী-মালা দোলে মকর-কুণ্ডল॥
চরণারবিন্দে শোভে শ্রীরত্ন-নূপুর।
নখমণি-কিরণে তিমির গেল দূর॥
অপূর্ব কদম্ববৃক্ষ দেখে সেইখানে।
বৃন্দাবনে দেখে —নাদ করে পক্ষিগণে॥
গোপ-গোপীগণ চতুর্দিকে দেখে।
যাহা ধ্যান করে, তাই দেখে পরতেকে॥
অপূর্ব ঐশ্বর্য দেখি, সুকৃতি ব্রাহ্মণ।
আনন্দে মূর্ছিত হৈয়া পড়িলা তখন॥

(শ্রীচৈতন্যভাগবত, আদি খণ্ড, পঞ্চম অধ্যায়)

ব্রাহ্মণ প্রসাদ পাইয়া প্রেমানন্দে চীৎকারধ্বনি করিতে লাগিলেন। সকলে জাগিয়া উঠিয়া দেখিল, ব্রাহ্মণ প্রসাদ ভক্ষণ করিতেছে; দেখিয়া সকলের আনন্দ হইল। নিমাই ব্রাহ্মণকে এই সব গুপ্ত কথা সাধারণের নিকটে প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন।

শৈশবে ক্রন্দনচ্ছলে হরিনাম করান

শ্রীশ্রীগৌরহরি চন্দ্রগ্রহণকালে সকলকে হরিনাম করাইয়া সেই সঙ্কীর্তনের মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছেন; এই কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

শৈশবে যখন তিনি ক্রন্দন করিতেন, তখন একমাত্র হরিনাম শুনিলেই তাহা বন্ধ হইত, অন্য কিছুতেই বন্ধ হইত না। পুনঃ পুনঃ ক্রন্দন করিতেন এবং সেই ছলে নারীগণকে হরিনাম করাইতেন। হরিনাম শুনিলেই মৃদু মধুর হাস্য করিতেন। নিমাইর ক্রন্দন বন্ধ করিবার এই অভিনব উপায় দেখিয়া মহিলাগণের আনন্দের সীমা থাকিত না। তাঁহারা অতীব উল্লাসভরে হরিনাম করিতেন।

"ক্রন্দনের ছলে বলাইল হরিনাম।
নারী সব 'হরি' বলে, হাসে গৌরধাম॥" চৈঃ চঃ আ ১৪।২২

মৃত্তিকা-ভক্ষণ-ছলে উপদেশ

এক'দিন শচীমাতা নিমাইকে এক বাটা সন্দেশ খাইতে দিয়া গৃহকর্মে প্রবেশ করিলেন। কিছু পরে আসিয়া দেখিলেন—নিমাই সন্দেশ স্পর্শও না করিয়া মাটি খাইতেছে। মাতা অতি ত্বরায় তাঁহার মুখ হইতে মাটি ফেলিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"বোকা ছেলে, সন্দেশ রেখে দিয়ে মাটি খাচ্ছিস কেন? শিশু নিমাই ক্রন্দন করিয়া উত্তর করিলেন,—"মা. আমার দোষ কি? তুমি ত' আমায় মাটি খেতে দিয়েছ; কারণ সন্দেশ ত' মাটিই। মাটিতে রেখে দিলে কয়েক দিন পরেই মাটিতে পরিণত হ'বে। আবার মাটি হ'তেই সন্দেশ হয়েছে। কারণ মাটিতে ঘাস হয়, সেই ঘাস খেয়ে গরু দুধ দেয়। দুধ হ'তে ছানা হয়েছে; চিনি আখ্ হ'তে হয়, তা'ও ত' মাটিতেই জন্মায়। ছানা আর শর্করা মিলিয়া ত' সন্দেশ হয়। সুতরাং সন্দেশ কি মাটির বিকার নয়? অতএব সন্দেশ খাওয়া ও মাটি খাওয়া ত' একই কথা।" শিশুর কথা শুনিয়া শচীমাতা অতিমাত্রায় বিস্মিত হইলেন এবং বলিলেন,—

মাটি খাইতে জ্ঞানযোগ কে শিখাল তোরে ?
মাটির বিকার অন্ন খাইলে দেহ-পুষ্টি হয়।
মাটি খাইলে রোগ হয়, দেহ যায় ক্ষয় ॥
মাটির বিকার ঘটে পানি ভরি' আনি।
মাটি পিণ্ডে ধরি যবে, শোষি যায় পানি ॥

এইবার শ্রীনিমাই নিজের ঐশ্বর্য গোপন করিয়া মাতাকে বলিলেন,—

"আগে কেন ইহা, মাতা, না শিখালে মোরে।
এবে সে জানিলাঙ, আর মাটি না খাইব।
ক্ষুধা লাগে যবে, তবে তোমার স্তন পিব ॥

মহাপ্রভুর এই লীলার একটী গূঢ় রহস্য আছে। শ্রীভগবানের চিদ্-বিলাস স্বীকার না করিয়া যাঁহারা তাহাকে মায়িক কার্য মনে করেন, তাঁহাদের 'জ্ঞানযোগ' 'মাটি খাওয়া' বুদ্ধিমাত্র। ইহাই মহাপ্রভু শচী-মাতার উক্তিতে প্রকাশ করিলেন।

মাতাকে মূর্ছিতা দেখিয়া নারিকেল আনয়ন

একদিন নিমাই চঞ্চলতাক্রমে মাতাকে মৃদুহস্তে প্রহার করিলে তিনি মূর্ছিত হইবার লীলাভিনয় করিলেন। অন্যান্য মহিলাগণ বলিলেন,—"নিমাই, তোমার প্রহারে মাতার ত' মৃত্যু হ'ল। এখন তোমাকে কে পালন করবে ?" মাতাকে মূর্ছিতা দেখিয়াই নিমাই ক্রন্দন আরম্ভ করিয়াছিলেন, মহিলাদের উক্তিতে তিনি আরও উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তখন মহিলাগণ বলিলেন,—"নিমাই, যদি একটী নারিকেল আনতে পার, তা' হ'লে এক্ষণেই তোমার মা ভাল হবেন। তখন নারিকেল দুষ্প্রাপ্য ছিল, অথচ তৎক্ষণাৎ বাহিরে যাইয়া নিমাই কোথা হইতে দুইটী নারিকেল আনয়ন করিলেন। সকলে দেখিয়া

বিস্মিত হইলেন। মাতা হাসি-মুখে নিমাইকে কোলে লইয়া আনন্দভরে পুনঃ পুনঃ তাঁহার মুখচুম্বন করিলেন।

ব্যাধির ছলে হিরণ্য-জগদীশের নৈবেদ্য গ্রহণ

প্রত্যেক দিন হরিনাম শ্রবণ করিলেই নিমাইর ক্রন্দন বন্ধ হইত। কিন্তু একদিন কিছুতেই তাহার নিবৃত্তি হইতেছে না। সে দিন নিমাইর শরীর ভাল ছিল না। বায়ুগ্রস্তের লীলাভিনয় করিতেছিলেন। দিনটি ছিল হরিবাসর। মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন এতক্ষণ ধ'রে এমন ভাবে কাঁদছিস্? কি হ'লে তোর কান্না বন্ধ হ'বে?" নিমাই উত্তর করিলেন—"আজ হিরণ্য-জগদীশের ঘরে বহু প্রকারের নৈবেদ্য হয়েছে; যদি তা' খেতে পাই তবে কান্না থামবে, অন্য কিছুতেই থাম্‌বে না।" সকলে শুনিয়া অবাক্। হিরণ্য-জগদীশের গৃহ নিকটে নহে—প্রায় এক-ক্রোশ দক্ষিণপূর্বে। তিনি একান্ত বিষ্ণুভক্ত; নিজে উপবাসী থাকিয়াও শ্রীহরিবাসরে বহুপ্রকারের বিষ্ণু-নৈবেদ্য প্রস্তুত করিয়া থাকেন, ঐ দিনও করিয়াছেন। কিন্তু তাহা নিমাইর গোচরীভূত হইল কি প্রকারে? ইহাই সকলের বিস্ময়ের কারণ। পিতা জগন্নাথ মিশ্র তৎক্ষণাৎ হিরণ্যজগদীশের আলয়ে যাইয়া নিমাইর কথা বলিলেন। হিরণ্য ও জগদীশ পরম বৈষ্ণব। ঐ কথা শুনিয়া তাঁহারা অতীব বিস্মিত হইলেন এবং বুঝিলেন—এই বালক সাধারণ বালক নহে। বলিলেন,—

"বুঝিলাম,—এ শিশু পরমরূপবান্।
অতএব এ দেহে গোপাল-অধিষ্ঠান॥
এ শিশুর দেহে ক্রীড়া করে নারায়ণ।
হৃদয়ে বসিয়া সেই বোলায় বচন॥"

তাঁহারা তৎক্ষণাৎ নৈবেদ্যসমূহ শ্রীজগন্নাথমিশ্রের সহিত তাঁহার আলয়ে আগমন করিয়া অতীব হৃষ্টচিত্তে তাহা নিমাইকে ভোজনার্থ

প্রদান করিলেন। আনন্দে সকলে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন, সেই হরি-সঙ্কীর্তনের মধ্যে—

"হরিষে ভক্তের প্রভু উপহার খায়।
ঘুচিল সকল বায়ু প্রভুর ইচ্ছায়॥
খায় আর নাচে প্রভু আপন কীর্তনে॥
কথো ফেলে ভূমিতে, কথো কারো গায়।
এই মত লীলা করে ত্রিদশের রায়॥"

দেখিয়া উপস্থিত সকলের বিশেষতঃ হিরণ্য জগদীশের আনন্দের আর সীমা রহিল না। কারণ ভগবান্ সাক্ষাদ্ভাবে আজ তাঁহাদের নৈবেদ্য গ্রহণ করিলেন। উপসংহারে শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখিয়াছেন,—

"যে প্রভুরে সর্ব বেদে পুরাণে বাখানে।
হেন প্রভু খেলে শচীদেবীর অঙ্গনে॥"

তৃতীয় অধ্যায়—পৌগণ্ড-লীলা

"পৌগণ্ডলীলা কৃষ্ণচৈতন্যস্যাতিসুবিস্তৃতা।
বিদ্যারম্ভমুখা পাণিগ্রহণান্তা মনোহরা॥" চৈঃ চঃ আ ১৫।৪

—শ্রীশ্রীগৌরহরির বিদ্যারম্ভ হইতে পাণিগ্রহণ পর্যন্ত মনোহর পৌগণ্ড লীলা অতিশয়-বিস্তৃতা।

উপনয়ন

বিশ্বম্ভর নিমাই বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে জগন্নাথ মিশ্র তাঁহাকে সাবিত্রী-মন্ত্র এবং ব্রহ্মগায়ত্রী প্রদান করিলেন; এই সময়ে বিশ্বম্ভর অকস্মাৎ বামন-মূর্তি ধারণ করিলেন; তাঁহার অপূর্ব ব্রহ্মণ্য-তেজ দেখিয়া সকলেই

আশ্চর্যান্বিতা হইলেন। শচীমাতা প্রথমেই তাঁহার ভিক্ষা-ঝুলিতে ভিক্ষা প্রদান করিয়া আশীর্বাদ করিলেন।

কৈলাস হইতে পার্বতী দেবী, বৈকুণ্ঠ হইতে লক্ষ্মীদেবী এবং অন্যান্য দেবীগণ ছদ্মবেশে আসিয়া নিমাইর ঝুলিতে ভিক্ষা এবং শিরে ধানদূর্বা প্রদান করিয়া আশীর্বাদ করিলেন। মিশ্র মহাশয়—সমাগত অতিথি, অভ্যাগত, বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণ, কাঙ্গালী এবং বালক-বালিকাগণকে চর্ব্যচোষ্য, লেহ্য, পেয় নানাবিধ দ্রব্যে আকণ্ঠ ভোজন করাইলেন। সকলেই মহানন্দে জয় জয় ধ্বনি করিতে লাগিল।

বিদ্যারম্ভ

উপনয়ন-সংস্কারের পর নিমাই-এর বিদ্যারম্ভ হইল। তিনি শ্রীমায়াপুরের সন্নিকটবর্তী তদানীন্তন গঙ্গানগরে শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রতিভা-দর্শনে অধ্যাপক এবং অন্যান্য সকলেই অতিশয় মুগ্ধ হইলেন।

"গঙ্গাদাসপণ্ডিত-স্থানে পড়ে ব্যাকরণ।
শ্রবণমাত্রে কণ্ঠে কৈল সূত্রবৃত্তিগণ॥
অল্পকালে হৈল পাঁজি টীকাতে প্রবীণ।
চিরকালের পড়ুয়া জিনে হইয়া নবীন॥"

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, আদি ১৫শ পঃ।

বাল-চাপল্য

নিমাই শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে অধ্যয়ন করিতেন। সমবয়সী অনেক বালক নিমাইকে ভালবাসিত। তাহারা সকলে নিমাইকে লইয়া গঙ্গাস্নানে যাইত। তাহাদের চাঞ্চল্যে কি ব্রাহ্মণ, কি সজ্জন, কেহই সুস্থমনে গঙ্গাস্নান করিতে পারিত না; গঙ্গাজল কর্দমময়

হইয়া উঠিত। কেহ স্নান করিয়া উঠিলে চঞ্চল বালকেরা তাঁহাদের গায়ে বালুকা এবং কর্দমময় জল ছিটাইয়া পুনঃ পুনঃ স্নান করাইত।

বালিকারা বিষ্ণুপূজার সজ্জ আনিলে নিমাই তাহা বলপূর্বক খাইত, স্নানের সময় ঐসকল বালিকার মুখে কুল্লোল প্রদান করিত। কাহারও চুলে ওকড়ার বীচি গুজিয়া দিত এবং কাহাকেও 'বিবাহ করিব' বলিয়া জ্বালাতন করিত। ব্রাহ্মণগণ শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের নিকটে এবং বালিকাগণ শচীমাতার নিকটে অভিযোগ করিলে তাঁহারা মিষ্টবাক্যে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া ঐসকল বালকবালিকাগণকে তুষ্ট করিতেন।

মাতাকে একাদশীব্রত পালনে উপদেশ

অধ্যয়ন-লীলা-কালে—

একদিন মাতার পদে করিয়া প্রণাম।
প্রভু কহে,—'মাতা, মোরে দেহ এক দান' ॥'
মাতা বলে—'তাহা দিব যে তুমি মাগিবা'।
প্রভু কহে—'একাদশীতে অন্ন না খাইবা' ॥
শচী কহে—'না খাইব ভালই কহিলা'।
সেই হৈতে একাদশী করিতে লাগিলা ॥"

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, আদি, ১৫শ পঃ।

স্মৃতিশাস্ত্রের বিধানুসারে ৮ম বর্ষ বয়স হইতে ৮০ বৎসর বয়স পর্যন্ত স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে সকলেরই একাদশীব্রত পালন অবশ্য কর্তব্য। বঙ্গদেশে 'সধবার পক্ষে একাদশীব্রত বিহিত নহে' বলিয়া যে ধারণা, তাহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মিকা। শ্রীজগন্নাথমিশ্রের প্রকট-কালেই শ্রীগৌরহরি মাতাকে একাদশীব্রত পালন করিতে বলিয়াছেন। কারণ, ব্রাহ্মণ-বর্ণের বিধবাগণ ত' স্বভাবতঃই একাদশীব্রত করিয়া থাকেন। তদবস্থায় এই উপদেশের প্রয়োজন নাই।

শ্রীবিশ্বরূপেরসন্ন্যাস

নিমাইর অধ্যয়নকালে তাঁহার অগ্রজ শ্রীবিশ্বরূপ যৌবনে পদার্পণ করিলেন। শ্রীজগন্নাথমিশ্র জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহের আয়োজন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে অনিত্য সংসারে আবদ্ধ না হইয়া একান্তভাবে হরিভজনদ্বারা মনুষ্যজীবন সার্থক করিবার আদর্শ-প্রদর্শন-কল্পে শ্রীবিশ্বরূপ গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন, তাঁহার নাম হইল শঙ্করারণ্য। তাহাতে শ্রীশচীদেবী ও শ্রীজগন্নাথমিশ্র অতিশয় দুঃখিত হইলেন। শ্রীনিমাই পিতা-মাতাকে আশ্বাসন করিয়া বলিলেন,—

"ভাল হৈল বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিল।
পিতৃকুল মাতৃকুল দুই উদ্ধারিল॥
আমি ত' করিব তোমা দুঁহার সেবন।"

এই কথা—"শুনিয়া সন্তুষ্ট হৈল পিতামাতার মন॥"

নিমাইর পাঠ বন্ধ

শ্রীবিশ্বরূপ-সন্ন্যাসে পিতা শ্রীজগন্নাথমিশ্র ও মাতা শ্রীশচীদেবী অতি-মাত্রায় দুঃখিত হইলেন। বাৎসল্য রসের ইহাই স্বভাব। নিমাই একদিন মাতাকে বলিলেন—"মা, আজ স্বপ্ন দেখিলাম, দাদা আমাকে লইয়া যাইয়া সন্ন্যাস-গ্রহণ করিতে বলিলেন। আমি উত্তর করিলাম—"আমি ছেলে মানুষ, সন্ন্যাসের কি বুঝি যে সন্ন্যাসী হইব? আর তুমি সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়াছ, আমিও সন্ন্যাসী হইলে বৃদ্ধ পিতামাতাকে কে দেখিবে? অতএব আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিব না।' দাদা বলিলেন—'বেশ, তুমি গৃহে থাকিয়া পিতামাতার সেবা কর।' এই বলিয়া দাদা আমাকে ফিরাইয়া দিয়া গেলেন। মা, তোমাকে ও বাবাকে আমি পালন করিব, তোমরা দুঃখ করিও না; তোমাদের দুঃখ দেখিলে আমার বুক ফাটিয়া

যায়। দাদা সন্ন্যাস করিয়া ভালই করিয়াছেন, কারণ কত ভাগ্য থাকিলে সংসারের কোন ব্যক্তি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তাহাতে ত' বংশের কল্যাণই সাধিত হইয়া থাকে, বংশের গৌরবও বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।"

নিমাই বৃদ্ধ পিতামাতার পালন করিবেন, এই কথা শ্রবণ করিয়াও শ্রীজগন্নাথমিশ্র স্থির করিলেন—"নিমাইর পাঠ বন্ধ করিতে হইবে, কারণ শাস্ত্রপাঠ করিয়া নিমাইরও বিশ্বরূপের ন্যায় ধারণা হইবে যে, সংসার অনিত্য ও ত্রিতাপময়, সুতরাং পরিত্যাজ্য। এই বিশ্বাসে সেও সন্ন্যাসী হইবে।" তৎক্ষণাৎ শচীদেবীকে ডাকিয়া বলিলেন—"আগামী কল্য হইতে নিমাইর পাঠ বন্ধ, সুতরাং চতুষ্পাঠীতে আর যাইতে হইবে না, উহাকে বলিয়া দিও।" শচীমাতা প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন—"ব্রাহ্মণ-সন্তান মূর্খ হইলে চলিবে কেন? তদবস্থায় কে তাহাকে কন্যা দিবে? সংসার যাত্রাই বা কিরূপে নির্বাহ হইবে? শ্রীমিশ্র বলিলেন—"আমি পণ্ডিত হইয়াও কয়টা টাকা পাই? আর লেখাপড়া না করিয়াও কত লোক কত টাকা আয় করে। টাকা হইলে কন্যা পাইতে মোটেই ক্লেশ হয় না। সুতরাং তোমার ঐ উক্তি সমীচীন নহে। যাহার ভাগ্যে যাহা থাকে, তাহা হইবেই। নিমাইর পাঠ আগামী কল্য হইতে বন্ধ করিতেই হইবে।"

পরিত্যক্ত হাঁড়ির উপর বসিয়া মাতাকে উপদেশ

নিমাইর পাঠ বন্ধ হইয়াছে। চঞ্চলতাও অধিকতর বৃদ্ধি পাইয়াছে। একদিন তিনি আস্তাকুড়ে পরিত্যক্ত হাঁড়ির উপরে বসিয়া হাসিতেছেন। গায়ে বেশ কালি লাগিয়াছে—যেন গোরাচাঁদ কালাচাঁদ হইয়াছেন। দেখিয়া অবাক্। ব্রাহ্মণসন্তানের এ কি অসদাচরণ! মা পুনঃ পুনঃ ডাকিয়া স্নান করিয়া আসিতে বলিলেন। নিমাই উত্তর করিলেন—"মা,

তুমি বল কি? যে সকল হাঁড়িতে তুমি বিষ্ণুনৈবেদ্য রন্ধন করিয়াছ, তাহা কি প্রকারে অশুচি হয়? তৎপরে দত্তাত্রেয়ভাবে মাতাকে ব্রহ্মজ্ঞানও উপদেশ করিলেন। শিশুর মুখে এই সকল কথা শুনিয়া সকলেই পরম বিস্মিত। অবশেষে নিমাই বলিলেন—"মা, তোমরা আমাকে পড়িতে দাও না। ভাল-মন্দ, শুচি-অশুচি মূর্খ আমি কিরূপে বুঝিব?"

তখন প্রতিবেশিগণ বলিলেন—"আমরা যত্ন করিয়াও আমাদের ছেলেদের পড়াইতে পারি না। আর নিমাই স্বেচ্ছায় পড়িতে উৎসুক। তোমরা তাহার পাঠ বন্ধ করিয়াছ। ইহা বড়ই অন্যায়।" অগত্যা শ্রীজগন্নাথমিশ্র পাঠে অনুমতি দিলেন। পুনরায় নিমাইর পাঠ আরম্ভ হইল।

শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের পরলোকগমন

নিমাই অধ্যয়ন-লীলা-কালেই শ্রীজগন্নাথ মিশ্র পরলোকগমন করেন। তাহাতে শচীমাতা ও নিমাই অতীব বিষণ্ণ হইলেন এবং যথাশাস্ত্র অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও শ্রাদ্ধাদি করিলেন।

বিবাহ

অতঃপর মাতৃদেবীর সন্তুষ্টির জন্য তদিচ্ছায় শ্রীগৌরহরি শ্রীবল্লভ আচার্যের লক্ষ্মীরূপা কন্যা শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়ার পাণিগ্রহণ করেন। শ্রীলক্ষ্মী-প্রিয়া শ্রীগৌর-নারায়ণের 'শ্রী'-শক্তি। এই বিবাহের ঘটক ছিলেন শ্রীবনমালী বিপ্র; তাঁহাতে শ্রীবলদেবের বিবাহে ঘটক শ্রীবিশ্বামিত্রের ও শ্রীরুক্মিণীকর্তৃক শ্রীকৃষ্ণসমীপে প্রেরিত বিপ্রের সনাবেশ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ—কৈশোর-লীলা

"জীয়াৎ কৈশোর-চৈতন্যো মূর্তিমত্যা গৃহাশ্রমাৎ।
লক্ষ্ম্যার্চিতোঽথ বাগ্‌দেব্যা দিশাং জয়ি-জয়চ্ছলাৎ॥" চৈঃ চঃ আ ১৬।৩

—গৃহাগতা মূর্তিমতী লক্ষ্মীদেবীকর্তৃক অর্চিত এবং দিগ্বিজয়ি-জয়চ্ছলে বাগ্‌দেবীকর্তৃক অর্চিত কিশোর-চৈতন্য জয়যুক্ত হউন।

অধ্যাপনা ও দিগ্বিজয়ি জয়

অধ্যয়ন-সমাপনান্তে শ্রীনিমাই পণ্ডিত মুকুন্দ সঞ্জয়ের গৃহে অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার অধ্যাপনার এমনই সুকৌশল ছিল যে, ছাত্রগণ অতি অল্প সময়ের মধ্যে বিষয়সমূহ আয়ত্ত করিতে পারিত। ফলে অধ্যাপনায় যশঃ সর্বদিকে ব্যাপ্ত হইল। এই সময়ে কাশ্মীরদেশীয় কেশবভট্ট-নামক এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে বিচারে পরাজিত করায় তাঁহার যশঃ আরও বিস্তৃত হইল। কাহিনীটি নিম্নে বর্ণিত হইতেছে।

কাশ্মীরদেশীয় কেশব ভট্ট নামে একটী পণ্ডিত সরস্বতী দেবীর বরপ্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত অহঙ্কারী হ'ন এবং দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়া কাশী, কাঞ্চী, গয়া, দ্রাবিড়, দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি দেশসমূহের সমস্ত পণ্ডিতকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করেন। সর্বস্থানে যুদ্ধে জয়লাভ করায় তাঁহার অহঙ্কারের আর সীমা রহিল না। তিনি হস্তী, অশ্ব ও দোলায় সমৃদ্ধশালী হইয়া অবশেষে বহু-অনুচরসহ নবদ্বীপের পণ্ডিতবর্গকে পরাজয় করিবার উদ্দেশ্যে এই সুপ্রসিদ্ধ বিদ্যাকেন্দ্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন পণ্ডিতমহলে একটা ভীষণ আতঙ্কের উদয় হইল—নবদ্বীপ-গৌরব-রবি বুঝি রাহুগ্রস্ত হইতে চলিল। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত সকলকে সংবাদ পাঠাইলেন—"আপনারা আমার সঙ্গে বিচার করুন, নতুবা জয়পত্র লিখিয়া দিন।" নবদ্বীপের পণ্ডিতগণ একত্র মিলিত

হইয়া একটী সভা করিলেন। এক পণ্ডিত বলিলেন,—"সংস্কৃত শাস্ত্রে নবদ্বীপ সর্বস্থান হইতে শ্রেষ্ঠ, সুতরাং কিছুতেই তাঁহাকে জয়পত্র লিখিয়া দেওয়া হইবে না।" আর একজন বলিলেন,—"শুনিয়াছি ঐ পণ্ডিত সরস্বতীর বরপুত্র; সুতরাং কে তাঁহার সঙ্গে বিচার করিবে?" পণ্ডিত-মণ্ডলীর মুখ শুষ্ক হইল। কেহ কেহ বিচার করিলেন,—প্রকাশ্যে পরাজয়ের গ্লানি অপেক্ষা গোপনে জয়পত্র লিখিয়া দেওয়াই সঙ্গত।

এদিকে নিমাই পণ্ডিত সঞ্জয়-মুকুন্দের চণ্ডীমণ্ডপ-গৃহে টোলে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে একটী শিষ্য বলিলেন,—"গুরুদেব! একটী দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত আসিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে বহু হাতী, ঘোড়া, দোলা ইত্যাদি দ্রব্য-সম্ভার। সকল দেশ জয় করিয়া এখানে পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে বিচার করিতে চাহেন। কিন্তু পণ্ডিতসকল বিচার করিতে অসম্মত, ভয়ে সকলের মুখ শুকাইয়া গিয়াছে।" একথা শুনিয়া নিমাই পণ্ডিত একটু হাস্য করিয়া বলিলেন,—"তোমরা ভয় করিও না। ভগবান্ দর্পহারী। ঐ পণ্ডিতের বড়ই অহঙ্কার হইয়াছে। ফলবান্ বৃক্ষ যেরূপ অবনত হয়, সেইরূপ গুণীজনও বিনয়াবনত হইবেন। দেখিবে, তাহা না হওয়ায় ভগবদিচ্ছায় এখানে তাঁহার সকল অহঙ্কার চূর্ণ হইবে।"

এদিকে দিগ্বিজয়ী দেখিলেন,—পণ্ডিতেরা কেহই ভয়ে তাঁহার নিকট আসিতেছেন না। নবদ্বীপে নিমাই পণ্ডিতের বড় নাম, সকলে তাঁহার কথাই বলেন, এই সংবাদ পাইয়া দিগ্বিজয়ী নিমাই পণ্ডিতের সহিত আলাপ করিতে ব্যস্ত হইলেন। এক পূর্ণিমা-তিথিতে সন্ধ্যায় ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন—চমৎকার দৃশ্য! গঙ্গায় চন্দ্রের জ্যোৎস্না পড়িয়া বীচিমালায় তরঙ্গায়িত হইতেছে। কি অপূর্ব শোভা ধারণ করিয়াছে! নিমাই পণ্ডিত গঙ্গাতীরে শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে বসিয়া শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতেছেন; ধীরে ধীরে নিকটে আগত

দিগ্বিজয়ীকে যথোচিত সম্মান প্রদানপূর্বক শ্রীনিমাই পণ্ডিত তাঁহাকে বসিতে আসন দিলেন এবং সহাস্যে বলিলেন,—"শুনিলাম আপনি মহা-পণ্ডিত, সর্ব দেশ জয় করিয়া আসিয়াছেন; আমাদের পরম সৌভাগ্য,—আপনার দর্শন পাইলাম। আপনি দয়া করিয়া এই সম্মুখস্থ গঙ্গাদেবীর মাহাত্ম্য কীর্তন করুন, শ্রবণ করিয়া আমরা সকলে পবিত্র হই।" এই কথা কর্ণগোচর হইবামাত্র দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ঝড়ের বেগে অনর্গলভাবে প্রায় এক প্রহরকাল দেবভাষায় শ্লোকসমূহ রচনা করিয়া গঙ্গার মাহাত্ম্য বর্ণন করিলেন। তখন নিমাই পণ্ডিত বলিলেন,—"সত্যই আপনি সরস্বতীর বরপুত্র; নতুবা এইপ্রকার পাণ্ডিত্য কি সম্ভবপর? এক্ষণে আপনার শ্লোকসমূহের বিচার হইলে অত্যুত্তম হয়।" দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত বলিলেন,—"কোন্ শ্লোকটীর বিচার শুনিতে চাহেন।" শ্রীনিমাই পণ্ডিত সেই অসংখ্য শ্লোকের মধ্যে একটী শ্লোক উদ্ধার করিয়া বলিলেন,—

"মহত্ত্বং গঙ্গায়াঃ সততমিদমাভাতি নিতরাং
যদেষা শ্রীবিষ্ণোশ্চরণকমলোৎপত্তিসুভগা।
দ্বিতীয়-শ্রীলক্ষ্মীরিব সুরনরৈরর্চ্যচরণা
ভবানীভর্তুর্যা শিরসি বিভবত্যদ্ভুতগুণা।"

[এই গঙ্গাদেবীর মহত্ত্ব সর্বদা দেদীপ্যমান; যেহেতু ইনি অতি সৌভাগ্যবতী। ইনি বিষ্ণুচরণকমল হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, আর ইনি লক্ষ্মীদেবীর দ্বিতীয় স্বরূপের ন্যায় দেব ও নরগণকর্তৃক অর্চিতচরণা হইয়াছেন।]

—এই শ্লোকটীর বিচার হউক্। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত বলিলেন,—"আমি ঝড়ের বেগে রচনা করিয়া শ্লোক বলিলাম, তাহা হইতে আপনি কি প্রকারে এই শ্লোক উদ্ধার করিলেন?" মহাপ্রভু স্বীয় শক্তি সরস্বতীর মাহাত্ম্য খ্যাপনপূর্বক বলিলেন—"আপনি যাঁহার বরে দিগ্বিজয়ী, তাঁহার

বরে কেহ শ্রুতিধরও ত' হইতে পারে?" অতঃপর শ্রীনিমাই পণ্ডিত শ্লোকটীর গুণ-দোষ-বিচার-প্রার্থী হইলেন। শ্লোকে দোষের কথা শুনিয়া দিগ্বিজয়ী অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। শ্রীনিমাই পণ্ডিত দেখাইলেন—ইহাতে দুইটি শব্দালঙ্কার এবং তিনটি অর্থালঙ্কার থাকিলেও ইহাতে 'বিরুদ্ধমতি', 'ভগ্নক্রম', 'পুনরুক্তি' এবং দুইস্থানে 'অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ'—এই পাঁচটী দোষ আছে। এই বিষয়ের বিশদ আলোচনা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, আদি-লীলা—১৬শ পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য। শ্রীনিমাই পণ্ডিত উপসংহারে বলিলেন,—

"দশ অলঙ্কারে যদি এক শ্লোক হয়।
এক দোষে সব অলঙ্কার হয় ক্ষয়॥"

আর এখানে ত' পাঁচটী দোষ!

দিগ্বিজয়ী পরাজয় স্বীকার করিলেন। তাঁহার মুখ ম্লান হইয়া গেল। শ্রীনিমাই পণ্ডিত জয়ী হইয়াও সম্মানপ্রদানপূর্বক বিনয়ের সহিত বলিলেন,—"রাত্রি অধিক হইয়াছে, এখন বিশ্রাম করুন্। আগামী কল্য পুনরায় আলোচনা হইতে পারিবে।" তখন দিগ্বিজয়ী মনে মনে বিতর্ক করিতে লাগিলেন—"সম্ভবতঃ দেবীর স্থানে আমার কোন অপরাধ হইয়া থাকিবে।" তাঁহার আর আহার হইল না, তিনি রাত্রিতে মন্ত্র পড়িয়া দেবীর ধ্যান করিতে লাগিলেন; দেবী দর্শন দিয়া বলিলেন—"তুমি যে এতকাল আমার বরে জয়ী হইয়া হাতি, ঘোড়া, প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি পাইয়াছ, তাহা আমার প্রকৃত কৃপা নহে। অদ্যই আমার প্রকৃত কৃপা পাইয়াছ। শ্রীনিমাই পণ্ডিত স্বয়ং ভগবান্—আমার নিত্য প্রভু। তাঁহার নিকটে পরাজয় ত' মহাভাগ্যের কথা। এক্ষণে তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণপূর্বক ধন্য হও। আমি তাঁহার চরণদাসী। আমি লজ্জায় তাঁহার পশ্চাতে থাকি।" দেবীর কৃপায় পণ্ডিতের জ্ঞান লাভ হইল।

পরদিন প্রাতঃকালে মহাপ্রভু শিষ্যগণসহ বসিয়া আছেন, এমন সময়ে দিগ্বিজয়ী আসিয়া নম্রভাবে তাঁহার পাদপদ্মে সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইলেন। মহাপ্রভু বলিলেন,—"আহা! আপনি করিতেছেন কি? এত বড় পণ্ডিত হইয়া এরূপ ব্যবহার কেন? তখন দিগ্বিজয়ী কাতরস্বরে কহিলেন,—"দেবী সরস্বতী আপনার পরিচয় আমাকে বলিয়াছেন; প্রভো! কৃপা করুন, আমি আপনার চরণে শরণগ্রহণ করিলাম। মহাপ্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্ব উপদেশ করিলেন। তখন দিগ্বিজয়ীর নির্বেদ উপস্থিত হইল; জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ভক্তির আলোকে তাঁহার হৃদয় আলোকিত হইল। তিনি বুঝিলেন—

"দিগ্বিজয় করিব,—বিদ্যার কার্য নহে।
ঈশ্বরে ভজিলে, সেই বিদ্যা সত্য কহে॥"

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন,—

"ভাগ্যবন্ত দিগ্বিজয়ী সফল-জীবন।
বিদ্যাবলে পাইল মহাপ্রভুর চরণ॥"

পঞ্চম অধ্যায়—যৌবন-লীলা

জন্ম হইতে ৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত 'বাল্য' বা 'শৈশব', তৎপরে ১০ বৎসর বয়স পর্যন্ত 'পৌগণ্ড', অতঃপর ১৫ বৎসর পর্যন্ত 'কৈশোর'-কাল-নামে খ্যাত। কৈশোরের পরে যৌবন-কাল আরম্ভ হয়।

"বিদ্যা-সৌন্দর্য-সদ্বেশ-সম্ভোগ-নৃত্যকীর্তনৈ।
প্রেমনামপ্রদানৈশ্চ গৌরো দীব্যতি যৌবনেঃ॥"

[শ্রীগৌরচন্দ্র বিদ্যা, সৌন্দর্য, সদ্বেশ, সম্ভোগ, নৃত্য, কীর্তন, প্রেম ও নামদ্বারা যৌবন-কালে শোভা প্রাপ্ত হইয়াছেন।]

"যৌবন-প্রবেশে অঙ্গের অঙ্গ-বিভূষণ।
দিব্য বস্ত্র, দিব্য বেশ, মাল্য-চন্দন॥
বিদ্যার ঔদ্ধত্যে কাহোঁ না করে গণন।
সকল পণ্ডিত জিনি' করে অধ্যাপন॥
বায়ুব্যাধি-ছলে কৈল প্রেম-পরকাশ।
ভক্তগণ লঞা কৈল বিবিধ বিলাস॥"

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, আ ১৭।৪-৭।

শ্রীগৌরসুন্দর অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা-কালে সকল পণ্ডিতকেই তর্ক-যুদ্ধে পরাজিত করিতেন। প্রথমতঃ তিনি তাঁহার আবির্ভাবের কারণ গুপ্ত রাখিয়া অধ্যয়নকালে শ্রীমুকুন্দ দত্ত, শ্রীমুরারী গুপ্ত, শ্রীগদাধর পণ্ডিত প্রমুখ পার্ষদগণকেও তর্কযুদ্ধে বিব্রত করিয়াছেন। কিন্তু অধ্যাপনাকালে যখন শ্রীল ঈশ্বরপুরী শ্রীনবদ্বীপ-মায়াপুরে আসিলেন, তখন তাঁহার নিকটে বিনয়-নম্র ব্যবহার করিয়াছেন, নিমন্ত্রণ করিয়া ভিক্ষা দিয়াছেন এবং পুরীপাদকৃত 'কৃষ্ণলীলামৃত'-গ্রন্থ সংশোধনার্থ প্রাপ্ত হইয়াও বলিয়াছেন,—

* * "ভক্তবাক্য কৃষ্ণের বর্ণন।
ইহাতে যে দোষ দেখে, সে-ই পাপী জন॥
ভক্তের কবিত্ব যে-তে-মতে কেনে নয়।
সর্বথা কৃষ্ণের প্রীতি তাহাতে নিশ্চয়॥
মূর্খ বোলে 'বিষ্ণায়', বিষ্ণবে বোলে ধীর।
দুই বাক্য পরিগ্রহ করে কৃষ্ণ বীর॥"

—শ্রীচৈতন্যভাগবত আ ১১।১০৫-১০৭

একদিন পুরীপাদের বিশেষ অনুরোধে 'একটী ধাতু আত্মনেপদী না হইয়া পরস্মৈপদী হইবে', বলিলেন। পরদিন শ্রীল ঈশ্বরপুরী সেই ধাতুটীকে 'আত্মনেপদী'-রূপেই সাধিলেন। "সর্বকাল প্রভু বাড়ায়েন

ভৃত্যজয়।" তাই, এস্থলে শ্রীগৌরহরি কোন তর্ক না করিয়া পরম-সন্তোষই প্রকাশ করিলেন।

পূর্ববঙ্গে অধ্যাপনা

অতঃপর শ্রীগৌরহরি অধ্যাপনা-ব্যপদেশে পূর্ববঙ্গে পদ্মার তীরে মগডবা-নামক স্থানে পিতামহ নীলাম্বর চক্রবর্তীর পূর্ব-নিবাসে গমন করেন। তথায়ও তাঁহার অধ্যাপনার খুব খাতির হয়। এই স্থানে তিনি তপনমিশ্র-নামক এক 'সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব'-জিজ্ঞাসু পণ্ডিতকে শ্রীকৃষ্ণনাম-কীর্তনের উপদেশ এবং কাশীতে যাইতে নির্দেশ দেন।

গৃহে প্রত্যাবর্তন, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর পাণিগ্রহণ, গয়ায় দীক্ষাগ্রহণ-লীলা ইত্যাদি

শ্রীনিমাই গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়ার বিরহসর্পাঘাত-ব্যপদেশে অন্তর্ধান-লীলা-সংবাদ প্রাপ্ত হ'ন। অতঃপর তিনি রাজ-পণ্ডিত শ্রীসনাতন মিশ্রের কন্যা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার পাণিগ্রহণ করেন। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীগৌরনারায়ণের ভূ-শক্তি এবং প্রেমভক্তি-স্বরূপা। এই বিবাহ রাজপুত্রের বিবাহের ন্যায় মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। স্বেচ্ছায় ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন মহাভাগ্যবান্ বুদ্ধিমন্ত খাঁ। কিছুকাল পরে পিতৃশ্রাদ্ধের উদ্দেশ্যে গয়ায় গমনপূর্বক তথায় শ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদের পুনরায় দর্শন পাইয়া শ্রীগৌরহরি দীক্ষাগ্রহণ-লীলাভিনয় করিলেন। দীক্ষাগ্রহণের পরে প্রেমাপ্লুত-কলেবরে শ্রীমায়াপুরে প্রত্যাবর্তন করিয়া ভক্তগণকে আনন্দিত করেন এবং নাম-প্রেম প্রচার করেন।

অধ্যাপন সমাপন

শ্রীগৌরহরি কিছুদিন বায়ুব্যাধির ছল করিয়া অধ্যাপনা-কালে সর্ব বিষয়ে কৃষ্ণনাম ব্যাখ্যা করিতে এবং ব্যাকরণের সকল সূত্রে কৃষ্ণ-সম্বন্ধ

দেখাইতে লাগিলেন। ছাত্রগণ অর্থ হৃদয়ঙ্গমে অসমর্থ দেখিয়া তিনি গ্রন্থে ডোর প্রদানপূর্বক অধ্যাপনা সমাপ্ত করিলেন।

চাপাল-গোপাল-উদ্ধার

শ্রীশ্রীবাস, শ্রীরাম, শ্রীপতি, শ্রীনিধি—ইঁহারা চারি ভ্রাতা। শ্রীগয়াধাম হইতে আসিয়া শ্রীনিমাই শ্রীবাস-অঙ্গনে ভক্তগণসঙ্গে দ্বার রুদ্ধ করিয়া কীর্তন করিতেন। বহির্মুখ লোকদের তথায় প্রবেশাধিকার ছিল না। প্রবেশ করিতে না পারিয়া চাপাল গোপাল-নামক একজন দুর্মুখ ব্রাহ্মণ রাত্রিকালে শ্রীল শ্রীবাস পণ্ডিতের আলয়ের দ্বারদেশে মদ্যমাংসাদি অপবিত্র দ্রব্য রাখিয়া ভীষণ বৈষ্ণবাপরাধ আবাহন করিল। তাহার ফলে তাহার কুষ্ঠব্যাধি হইয়াছিল। পরে নিমাই যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া কুলিয়ায় আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহার উপদেশে ঐ ব্রাহ্মণ শ্রীল শ্রীবাস পণ্ডিতের চরণে ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া রোগ হইতে মুক্ত হইয়াছিল।

"পয়ঃপানে মোরে কভু কেহ নাহি পায়"

একদিন একজন দুগ্ধ এবং ফলমূলাহারী ব্রাহ্মণকুমার শ্রীবাসাঙ্গনে মহাপ্রভুর কীর্তন শুনিতে ইচ্ছা করিয়া পণ্ডিতের নিকটে কাতরভাবে তাহার মনের ভাব প্রকাশ করিলে তিনি এই ব্রাহ্মণ-বটুকে সদাচারী এবং নিষ্পাপ জানিয়া গোপনে একটি স্থানে রাখিয়া দিলেন। মহাপ্রভু কীর্তন আরম্ভের কিছুক্ষণ পরেই বলিলেন,—"আজ আমার প্রেমোদয় হইতেছে না কেন? কোন বহির্মুখ লোক কি এখানে আছে? এই কথা শুনিয়া শ্রীবাস সভয়ে বলিলেন,—"প্রভো! একটী পয়ঃপানকারী ব্রাহ্মণকুমার আপনার কীর্তন শ্রবণের জন্য এখানে আছে। এই কথা শুনিয়া—"দুই ভুজ তুলি' প্রভু অঙ্গুলি দেখায়।"

এবং বলিলেন,—

"পয়ঃপানে মোরে কভু কেহ নাহি পায়॥"

অর্থাৎ শরণাগতি ব্যতীত ভগবান্‌কে কেহই পাইতে পারে না।

এই কথা শুনিয়া শ্রীবাস পণ্ডিত ঐ ব্রাহ্মণকে সঙ্কীর্তন-রাসস্থলী হইতে বাহির করিয়া দিলেন। পরে পথে যাইতে যাইতে, ব্রাহ্মণের অনুতাপ হওয়ায় মহাপ্রভু তাঁহাকে কৃপা করিলেন।

শ্রীবাসের মৃতপুত্রের মুখে শিক্ষা

একদিন নিশাভাগে মহাপ্রভু ভক্তগণসঙ্গে শ্রীবাস-অঙ্গনে কীর্তন করিতেছিলেন, দৈবযোগে সেই সময়ে শ্রীবাসের একমাত্র পুত্রের বিয়োগ হইল। স্ত্রীলোকেরা শোকাতুরা হইয়া ক্রন্দনের উপক্রম করিলে শ্রীবাস পণ্ডিত তাঁহাদিগকে বলিলেন,—"আজ আমার বাটীতে মহাপ্রভু কীর্তনানন্দে মত্ত আছেন, তোমাদের কান্নায় তাঁহার কীর্তন ভঙ্গ হইলে আমি গঙ্গায় প্রবেশ করিব।" এই কথা শুনিয়া স্ত্রীগণ অতি কষ্টে মৌন-ভাবে অবস্থান করিলে শ্রীবাস মহানন্দে কীর্তনে যোগদান করিলেন। কিছুক্ষণ পরে মহাপ্রভু বলিলেন,—"আজ আমার কীর্তনে আনন্দ হইতেছে না কেন? এই বাটীতে কি কোন দুর্ঘটনা হইয়াছে?" ভক্তগণ বলিলেন,—"প্রভো! শ্রীবাসের একমাত্র পুত্র চারিদণ্ড রাত্রি থাকিতে পরলোকে গমন করিয়াছে।" শুনিয়া মহাপ্রভু 'হায় হায়' করিতে লাগিলেন এবং স্বগণসহ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। পুত্রটীকে মৃত্যু-শয্যায় শায়িত দেখিয়া মহাপ্রভু তাহাকে বলিলেন,—"শিশো, তুমি কেন এই অল্প বয়সেই শ্রীবাসের গৃহ পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছ?" মৃত পুত্র শয্যা হইতে উঠিয়া প্রণামপূর্বক বলিল'—"প্রভো! আমি স্বীয় কর্মফলে কত উচ্চনীচ লোক, লক্ষ লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়াছি, সম্প্রতি ভাগ্যফলে

আপনার ভক্তের গৃহে জন্ম প্রাপ্ত হইয়াছি। এবার আমার কোন দুঃখ নাই। মৃত্যুকালে আপনার কীর্তন-শ্রবণের সৌভাগ্য হইয়াছে। আপনার কৃপায় আমার দিব্যজ্ঞান হইয়াছে।" এই কথা বলিয়া শিশু নীরব হইলে মহাপ্রভু ভক্তগণ-সঙ্গে তাহার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার জন্য তাহাকে গঙ্গাতীরে লইয়া গেলেন। মহাপ্রভু স্বহস্তে শিশুকে গঙ্গায় দিলেন। গঙ্গাদেবী আনন্দে উথলিয়া উত্তালতরঙ্গে শিশুকে গ্রহণ করিলেন এবং নিজ অঙ্গ-জল-সিঞ্চনে মহাপ্রভুর পদ ধৌত করিয়া দিলেন। মহাপ্রভু শ্রীবাসকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"দেখ, শ্রীবাস! তোমার অনিত্য পুত্র চলিয়া গিয়াছে, আমি এবং নিত্যানন্দ তোমার নিত্যপুত্ররূপে রহিলাম।" এই কথায় সকলে অতীব আনন্দিত হইয়া শ্রীহরিসঙ্কীর্তন করতঃ যে যাহার গৃহে গমন করিলেন।

চাঁদকাজী উদ্ধার

তখন মুসলমান রাজত্ব ছিল। গৌড়ের (বঙ্গের) বাদশাহ হোসেন সাহের গুরু মৌলানা সিরাজ উদ্দিন, ডাক নাম চাঁদকাজী। ইনি তখন নদীয়ার শাসনকর্তা ছিলেন. যাহাদিগকে শ্রীগৌরসুন্দর উপদ্রবকারী জানিয়া তাঁহার সঙ্কীর্তন-মণ্ডলীতে প্রবেশাধিকার দিতেন না, সেই সকল পাষণ্ডী হিন্দু এই কাজীর নিকটে যাইয়া অভিযোগ করিল—

"পূর্বে ভাল ছিল এই নিমাই পণ্ডিত।
গয়া হইতে আসিয়া চালায় বিপরীত॥"

আমরা রাত্রিতে ভাল করিয়া নিদ্রা যাইতে পারি না; কারণ নিমাই সমস্ত রাত্রি উচ্চস্বরে হরিকীর্তন করে, অতএব তাহাকে শাস্তি প্রদান করুন।

ইহার পর একদিন সশস্ত্র কাজী সিপাহীসহ নগর-ভ্রমণকালে শ্রীবাস-

অঙ্গনে সংকীর্তন ও মৃদঙ্গের বাদ্য শুনিতে পাইলেন। সেই সময়ে কতিপয় হিন্দু কীর্তনের বিরুদ্ধে পুনরায় অভিযোগ করিল। কাজী সাহেব তৎক্ষণাৎ স্বীয় স্বজনগণসহ অঙ্গনমধ্যে প্রবেশ করিয়া ক্রোধভরে কয়েকটী মৃদঙ্গ ভঙ্গ করিলেন এবং রক্তচক্ষে ভক্তগণকে শাসাইয়া বলিতে লাগিলেন,—"আজি বেশী কিছু শাসন করিলাম না। ভবিষ্যতে আমার কথা না মানিয়া যদি তোমরা উচ্চৈঃস্বরে কীর্তন কর, তাহা হইলে জাতি লইব এবং সর্বস্ব লুণ্ঠন করিব।" এই বলিয়া কাজী সাহেব দলবলসহ চলিয়া গেলেন। ভক্তগণ ঘরে আসিয়া কাজীর ভয়ে স্বচ্ছন্দে কীর্তন করিতে পারেন না, গা কাঁপিতে লাগিল, বুক ধুক্ ধুক্ করিয়া উঠিল; সকলে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। ভক্তগণের মুখে কাজীর অত্যাচার-কাহিনী শুনিয়া শ্রীগৌরাঙ্গদেব ক্রোধে অগ্নিবর্ণ হইলেন এবং সকলকে আশ্বাস দিয়া বলিতে লাগিলেন, "মাভৈঃ,—কোন ভয় করিও না. তোমরা স্বচ্ছন্দে হরিকীর্তন কর। আর প্রত্যেকের বাটীর দ্বারদেশে পূর্ণকুম্ভ, নারিকেল পুষ্পমালা দিয়া সজ্জিত কর। সন্ধ্যার সময়ে প্রত্যেক ঘর হইতে একটী প্রদীপ লইয়া আমার কীর্তনে যোগদান করিবে। আজ আমি নগরে প্রকাশ্যভাবে মহাসঙ্কীর্তন করিব। দেখি কাজী আমার কি করিতে পারেন; কীর্তন লইয়া কাজীর আলয়েই যাইব।" এই অভয়বাণীতে সকলের ভয় দূর হইয়া গেল। গৃহে গৃহে পূজার জন্য যেসব কাঁসর-ঘণ্টা করতাল ছিল, তাহা সকলে লইয়া সন্ধ্যার সময়ে নিমাইর সঙ্গে সঙ্কীর্তনে যোগদান করিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর—শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীগদাধর ইত্যাদি বহু ভক্ত-সঙ্গে কাজীর আলয়ের দিকে কীর্তন করিতে করিতে চলিতে লাগিলেন। লক্ষ লক্ষ লোক সঙ্কীর্তনে উন্মত্ত হইয়া চলিতে লাগিলেন। দীপালোকে অন্ধকার রাত্রি সমুজ্জ্বল হইয়া কি সুন্দর দৃশ্য ধারণ করিল। কাজীর পক্ষ হইতে যে সকল

সিপাহী বাধা দিতে আসিল, অগ্নির শিখায় তাহাদের কাহারো কাহারো দাড়ি পুড়িয়া গেল, কাহারও শরীরে অগ্নির উল্কা লাগিল, ফলে ব্রণ হইল। তাহারা সকলেই ভয়ে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিল। নগরের লোকসমূহ পঙ্গপালের ন্যায় কাজীর বাড়ী ঘিরিয়া ফেলিল, ভয়ে কাজী বাড়ীর ভিতরে এক কোণে লুকাইয়া রহিলেন। উদ্ধত লোক-সমূহ কাজীর পুষ্পোদ্যান, ফলফুলাদির বাগান ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিল।

শ্রীগৌরসুন্দরের আহ্বানে কাজীসাহেব শঙ্কিতভাবে তাঁহার নিকট আসিয়া করযোড়ে দণ্ডায়মান হইলেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে সম্মান করিয়া বসিতে আসন দিলেন এবং মধুরস্বরে বলিলেন—"আমি আপনার অভ্যাগত, আমাকে দেখিয়া লুকাইলেন কেন? কাজী উত্তর করিলেন—"নীলাম্বর চক্রবর্তী গ্রাম্য-সম্বন্ধে আমার নানা; সেই সম্পর্কে তুমি আমার ভাগিনা এবং আমি তোমার মামা। তুমি শান্ত হইয়াছ দেখিয়া আমি সুস্থ হইলাম।" শ্রীগৌরাঙ্গদেব বলিলেন,—মামা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। সেদিন আপনি মৃদঙ্গ ভঙ্গ করিয়া আদেশ জাহির করিয়াছেন,—পুনরায় কীর্তন করিলে ভীষণ শাস্তি দিবেন—জাতি লইবেন, কিন্তু এখন নগরেই কীর্তন হইল, সঙ্কীর্তন-সম্মান-নিমিত্ত নগর পুষ্পমালায় সজ্জিত হইল। আপনি নিবারণ করিলেন না কেন? এই কথায় কাজী উত্তর করিলেন—"তুমি নির্জনে এই কথা শুন", নিমাই বলিলেন,—"ইঁহারা সকলে আমার অন্তরঙ্গ ভক্ত, আপনি নির্ভয়ে ইঁহাদের সম্মুখে সব কথা বলুন।" এই কথা শুনিয়া কাজী বলিলেন—আমি যেদিন মৃদঙ্গ ভঙ্গ করিয়া সকলকে শাসাইয়া আসিলাম, সেইদিন রাত্রিতে একটী ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখি—কি একটী ভীষণ মূর্তি—অর্ধেক নরাকার, অর্ধ সিংহাকার, আমার বুকের উপর বসিল।

"মোর বুকে নখ দিয়া ঘোর-স্বরে বলে।
ফাড়িমু তোমার বুক মৃদঙ্গ-বদলে॥"

সেই ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া আমি ভয়ে আঁখি মুদিয়া কাতরস্বরে গৌরহরিকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম,—"শুন গৌরহরি! আর নদীয়ায় সঙ্কীর্তনের বাধা হইবে না, তুমি স্বচ্ছন্দমনে কীর্তন কর। যদি কেহ বাধা প্রদান করে, আমি তাহাকে তালাক দিব অর্থাৎ তাহার সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া নগর হইতে বাহির করিয়া দিব।" মহাপ্রভু কাজির কথায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে স্পর্শ করিলে তাঁহার মনের কালিমা দূর হইয়া গেল, প্রেমাশ্রুতে তাঁহার বক্ষঃ ভাসিয়া গেল। নিমাই বলিলেন,—"তোমার জন্মজন্মান্তরের পাপ নষ্ট হইল; তোমার মুখে হরিনাম কৃষ্ণ-নাম, একি আশ্চর্য!" এই প্রকারে চাঁদকাজির উদ্ধার হইল।

চাঁদকাজির সমাধির উপর একটী প্রায় পাঁচ শত বৎসরের প্রাচীন সুবৃহৎ চম্পক বৃক্ষ এখনও বিদ্যমান। সেই বৃক্ষের পুষ্পের সৌরভ দিগ্‌দিগন্ত বিস্তৃত হইয়া দর্শকবৃন্দকে পরম আনন্দ প্রদান করে। বহুদূর দেশ হইতে শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমায় আসিয়া বৃক্ষের সম্মান করিয়া থাকেন।

মহাপ্রভু অতঃপর সঙ্কীর্তনসহ ভক্ত শ্রীধর পণ্ডিতের আলয়ে উপস্থিত হইলেন এবং ভক্তবাৎসল্যহেতু তাঁহার শতছিদ্রবিশিষ্ট একটী পাত্রে জল পান করিলেন। এই দৃশ্য দেখিয়া ভক্ত শ্রীধর 'হায়!' 'হায়!' করিয়া ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন, বলিলেন—"প্রভো, তোমার কি অপার করুণা! আমি অতি দীন, ক্ষুদ্র, তোমার মহিমা কি বুঝিব?" ভক্তগণ সকলে শ্রীধরের ভাগ্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

জগাই-মাধাই-উদ্ধার

তদানীন্তন সুবৃহৎ নবদ্বীপ-নগরে দুই দুর্দান্ত দস্যু ছিল, তাহাদের নাম জগদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাধবানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইহারা দুই জনে উচ্চ ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়াছিল, কিন্তু দুর্দৈববশতঃ ইহারা এমন কোন পাপ কর্ম নাই, যাহা করে নাই; ইহারা মহাপাপী ছিল। এই দুই দস্যু 'জগাই' 'মাধাই'-নামে সকলের ত্রাসের কারণ হইয়াছিল। ইহাদের অত্যাচারে নগরের স্ত্রী-পুরুষ কেহই স্বচ্ছন্দমনে গঙ্গাস্নানাদি করিতে পারিত না। ব্রাহ্মণ হইয়া মদ্য-মাংস-ভক্ষণ, ডাকা চুরি, পরদারহরণ, ঘরে আগুন দেওয়া, নৃশংসভাবে হত্যা করা ইহাদের দৈনিক কর্ম ছিল। যমরাজ-গৃহে চিত্রগুপ্তের খাতায় ইহাদের পাপ পর্বতপ্রমাণ হইয়াছিল। যমদূতেরা ইহাদের পাপকাহিনী বলিয়া শেষ করিতে পারিত না। স্বয়ং যমরাজ ইহাদের অশেষ নরকযন্ত্রণা ভাবিয়া ইহাদেয় দুঃখে অশ্রু বিসর্জন করিতেন। নিমাই—শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুরও প্রভু বলিয়া ভক্তবৃন্দ তাহাকে মহাপ্রভু-নামে সম্বোধন করিতেন। ইনি নিমাই, শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীগৌরহরি, শ্রীবিশ্বম্ভর, শ্রীচৈতন্য, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, বহু নামে খ্যাত। পিতৃশ্রাদ্ধোপলক্ষে ইনি গয়ায় গিয়াছিলেন। তথায় ঈশ্বরপুরীপাদের নিকটে দীক্ষাগ্রহণের পরে কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হন। মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও হরিভজনের জন্য 'গুরুপাদাশ্রয়' একান্ত প্রয়োজনীয়—প্রদর্শনকল্পে দীক্ষা-গ্রহণ করিয়াছিলেন। গয়া হইতে ফিরিয়া তিনি হরিনাম-প্রচারে মনোনিবেশ করেন। সেই সময়ে একদিন মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ও হরিদাস ঠাকুরকে ডাকিয়া বলিলেন,—তোমরা দুইজনে নবদ্বীপবাসিগণের গৃহে গৃহে যাইয়া মহামন্ত্র প্রচার কর। সকলকেই বলিবে—"বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, লহ কৃষ্ণ নাম। ইহা ভিন্ন অন্য কিছু বলিবে না ও বলাইবে না।" এই আজ্ঞা টহল পাইয়া

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ও হরিদাস ঠাকুর ঘরে ঘরে যাইয়া শ্রীনাম-কীর্ত্তন করিতেন। ভব্যলোক শুনিয়া আনন্দ লাভ করিতেন, পাষণ্ডীরা উপহাস করিত, বলিত—"ইহারা ভণ্ড সাধু, কাহার ঘরে কি চুরি করিবে, ইহার জন্য সাধুবেশ ধরিয়া ঘরে ঘরে যায়।" কিন্তু নিত্যানন্দ প্রভু ও হরিদাস ঠাকুর কাহারও নিন্দায় কর্ণপাত না করিয়া নবদ্বীপের প্রতি ঘরেই শ্রীহরিনাম বিতরণ করিতেন। একদিন গঙ্গার নিকটবর্ত্তী পথে আসিতেছিলেন, এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন, -দুই দস্যু মদ্য-পানে উন্মত্ত হইয়া পরস্পর মারামারি, কিলাকিলি এবং অশ্রাব্য অশ্লীল বাক্য বলিতেছে। ইহাদের মোচন-জন্য অগ্রসর হইতে সভ্যভব্য লোক-গণ নিষেধ করিলে, বলিলেন—"এই দুই পাষণ্ডের নিকটে যাইবেন না। গেলে সর্বনাশ হইবে।" কিন্তু ঐ নিষেধের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া ইহাদের উদ্ধারকল্পে তাহাদের নিকটে যাইয়া শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু যেমন বলিলেন—"তোমরা কৃষ্ণ বল", অমনি জগাই ও মাধাই তাঁহাদিগকে প্রহারের জন্য ছুটিল। প্রভুদ্বয় রুদ্ধশ্বাসে মহাপ্রভুর নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং ইহাদের উদ্ধারের জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প জানাইলেন। পরদিন পুন-রায় যাইয়া বলিলেন—"ও ভাই! তোমরা এমন দুর্লভ মনুষ্যজীবন পাইয়া-বিশেষতঃ ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া কি করিতেছ? এস, হরিনাম কর, জীবন ধন্য হইবে।" উপদেশবাণীতে হিতে বিপরীত ফল হইল। জগাই মাধাই প্রভুদ্বয়কে প্রহারের জন্য তাঁহাদের পশ্চাদ্ধাবিত হইল। মাধাই একটা কলসীর কাণা লইয়া নিত্যানন্দপ্রভুর মস্তকে আঘাত করিল। সুটকী ফুটিয়া নিত্যানন্দপ্রভুর মস্তক হইতে রক্তধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। তখন দর্শকেরা মহাপ্রভুর নিকট এই কথা বলিলে তিনি সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া ঘটনাক্রমে উপস্থিত হইলেন। মাধাই পুনরায় মারিতে যাইতেছিল জগাই হস্ত ধরিয়া রক্ষা করিল। মহাপ্রভু নিতাইর অঙ্গে

রক্ত দেখিয়া ক্রোধে 'চক্র', 'চক্র', বলিয়া আহ্বান করিলে মহাজ্যোতির্ময় সুদর্শনচক্র উপস্থিত হইলেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু মহাপ্রভুকে নিবৃত্ত করিয়া বলিলেন—এই অবতারে কাহাকেও প্রাণে সংহার না করিয়া অপরাধীদের হৃদয় সংশোধন করিতে হইবে। আমি আপনার নিকট এই দুই মহা-অপরাধীর প্রাণভিক্ষা করিতেছি। বিশেষতঃ মাধাই যখন পুনরায় আমাকে মারিতে উদ্যত হইয়াছিল, জগাই বাধা দিয়াছে। শ্রীনিত্যানন্দের প্রার্থনায় শ্রীগৌরহরি পাষণ্ডদ্বয়কে ক্ষমা করিলেন। তাহারা মহাপ্রভুর পায়ে পড়িয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিল। পরে মহাপ্রভুর নিকটে হরিনাম পাইয়া এবং মহাপ্রভুর নির্দেশে জনগণের হিত আচরণ করিয়া ধন্য হইল। তাহাদের পরিবর্তন দেখিয়া জনসাধারণ শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের মাহাত্ম্য বিশেষভাবে উপলব্ধি করিল।

মহাপ্রভুর আম্র-মহোৎসব

এক দিন মহাপ্রভু ভক্তবৃন্দসহ সঙ্কীর্তন করিতে করিতে শ্রমযুক্ত হইয়া এক ভক্তের আলয়ে উপস্থিত হইলেন এবং সেই ভক্তের অঙ্গনে একটী আম্রবীজ রোপণ করিলে। দেখিতে দেখিতে বীজটী অঙ্কুরিত হইয়া মহামহীরুহতে পরিণত হইল এবং বহু 'রক্ত-পীত-বর্ণ' সুপক্ক অমৃতরসময় অতীব সুস্বাদু ফল ধারণ করিল। ফলগুলির বৈশিষ্ট্য—তাহাতে অষ্টিবল্কল ছিল না। একটী ফল ভক্ষণ করিলেই উদর পূর্তি হইত। দুই শত ফল পাড়াইয়া মহাপ্রভু ভক্তবৃন্দকে প্রদান করিলেন। এই উৎসব একদিন মাত্র নহে;—"এই মত প্রতিদিন ফলে বার মাস।

বৈষ্ণব খায়েন ফল,—প্রভুর উল্লাস॥
এই সব লীলা করে শচীর নন্দন।
অন্য লোক নাহি জানে বিনা ভক্তগণ॥

প্রাথমিক আম্র-মহোৎসবের স্থানটী আম্রঘট্ট বা আমঘাটা নামে খ্যাত।

ষষ্ঠ অধ্যায়—মহাপ্রভুর মহাপ্রকাশ

বা সপ্তপ্রহরীয় ভাব

একদিন শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ভক্তগণ-সঙ্গে শ্রীবাস-অঙ্গনে আগমন করিলেন। শ্রীমহাপ্রভুর চতুর্দিকে ভক্তগণ কীর্তন আরম্ভ করিলেন; এই দিন মহাপ্রভু অকস্মাৎ শ্রীবিষ্ণু-খট্টোপরি উপবেশন করিলেন। অন্য দিনে তিনি ভক্তভাবে থাকিতেন, অদ্য ভক্তগণকে কৃপা করিবার জন্য ভগবদ্রূপেই প্রকাশিত হইলেন। শ্রীগৌরহরির এই লীলা বুঝিতে পারিয়া শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু মহাপ্রভুর মস্তকে ছত্র ধারণ করিলেন, কোন ভক্ত চামর ঢুলাইতে লাগিলেন, শ্রীগদাধর তাম্বুল অর্পণ করিলেন। প্রভুর ইঙ্গিত পাইয়া ভক্তগণ পুরুষসূক্ত-মন্ত্র পাঠ করিয়া মহাস্নান করাইলেন, এবং বড়্-অক্ষর গোপালমন্ত্রে অর্চন করিলে। ভক্তবৃন্দ মহাপ্রভুর শ্রীচরণে পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয় জল প্রদানপূর্বক নানা দিব্য বস্ত্র পরাইয়া, নানা জাতীয় পুষ্পের অলঙ্কারে মহাপ্রভুকে ভূষিত করিলেন এবং গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্যাদি ষোড়শোপচারে পূজা করিলেন। ভক্ত-প্রদত্ত দ্রব্য প্রভু সন্তোষে ভোজন করেন; অভক্ত-প্রদত্ত দ্রব্যের প্রতি প্রভু ফিরিয়াও চাহেন না। অদ্য তিনি ভোজন করিবার ইচ্ছায় হস্ত পাতিলেন; ভক্তগণ নানাদিক্ হইতে দধি, দুগ্ধ, কদলী, আম্র কাঁঠাল প্রভৃতি আনয়নপূর্বক মহাপ্রভুর শ্রীহস্তে দিতে লাগিলেন। যোগেশ্ব মহাপ্রভু সমস্ত দ্রব্যই অতি অল্প সময়ের মধ্যে নিঃশেষ করিলেন। তৎপরে ভক্তগণ নানাবিধ স্তব-স্তুতিদ্বারা মহাপ্রভুর সন্তোষ বিধান করিলেন। অতঃপর মহাপ্রভু ভক্তগণকে তাঁহাদের অভিলষিত বর প্রদান করিলেন। ভক্তগণ—তাঁহাদের আত্মীয়গণ কৃষ্ণভক্তি লাভ করুন, এই বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন; ধন-জনাদির প্রার্থনা করেন

নাই; কারণ তাঁহারা অহৈতুকী ভক্তিরই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। তৎপরে মহাপ্রভু অসংখ্য ভক্তগণের পূর্ব-কাহিনী বলিতে লাগিলেন; শ্রীবাস পণ্ডিতকে বলিলেন,—"তোমার মনে পড়ে, এক দিন দেবানন্দ পণ্ডিতের নিকটে ভাগবত শুনিতে গিয়াছিলে; তখন তোমার অঙ্গে অষ্টসাত্ত্বিক ভাব উদিত হইলে অতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতের মূঢ় শিষ্যগণ তাহা বুঝিতে না পারিয়া তোমাকে পাগল-জ্ঞানে ধাক্কা দিয়া ঘরের বাহির করিয়া দিয়াছিল। তুমি শোকাকুল হইলে আমি তোমার হৃদয়ে আসিয়া প্রেমযোগে তোমাকে সুখী করিলাম।" শ্রীবাস এই কথা শুনিয়া আনন্দে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। আর একটী ভক্তকে বলিলেন,—"তুমি জ্বরে অচৈতন্য হইয়া পড়িলে, আমি বৈদ্যরূপে তোমার জ্বর আরোগ্য করিয়া দিলাম।" গঙ্গাদাসের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া বলিলেন,—"তোমার মনে পড়ে, এক দিবস যবন-আক্রমণের ভয়ে স্ত্রী-পুত্র লইয়া সন্ধ্যাকালে গঙ্গার ঘাটে উপস্থিত হইয়াছিলে; তথায় তুমি খেয়া নৌকা না পাইয়া যবনের অত্যাচার-ভয়ে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে থাকিলে, আমিই খেয়ারী হইয়া সপরিবারে তোমাকে গঙ্গা পার করিয়া দেই।" সেই সব কাহিনী মনে পড়ায় গঙ্গাদাস ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। আর একটী ভক্তের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন,—"যাও, দেখিবে নগরের প্রান্তে শ্রীধর-নামক একটী দরিদ্র ভক্ত উচ্চৈঃস্বরে মহামন্ত্র কীর্তন করিতেছে। তাহাকে লইয়া আইস। সে আমার এই মহা-প্রকাশ দেখিয়া ধন্য হউক।"—এই কথা শুনিবামাত্র ভক্তটী ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিলেন। বহুদূর হইতে তাঁহার কীর্তন-ধ্বনি শুনিয়া তাঁহার নিকটে গমনপূর্বক বলিলেন—"এস, এস ভক্তরাজ! মহাপ্রভু তোমাকে ডাকিতেছেন, আমার সঙ্গে চল, তাঁহার মহাপ্রকাশ দেখিয়া ধন্য হইবে।" এই কথা শুনিয়া শ্রীধর অতিশয় আনন্দে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। ভক্ত

তাঁহাকে স্কন্ধে করিয়া লইয়া মহাপ্রভুর সিংহাসনের নিকট উপস্থিত করিলে শ্রীধরের মূর্ছা ভঙ্গ হইল; তিনি দেখিতে পাইলেন—অপূর্ব প্রকাশ; যেন সাক্ষাৎ শ্রীবৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ মুরলী বাজাইতেছেন, তাঁহার দক্ষিণপার্শ্বে শ্রীবলরাম; মহাফণী অনন্ত-দেব সহস্র শির বিস্তার করিয়া মহাপ্রভুর মস্তকোপরি ছত্রাকারে বিরাজ করিতেছেন; মণিগণ সহস্র ফণায় ঝলমল করিতেছে। কি অপূর্ব দৃশ্য! কত ব্রহ্মা, কত শিব, সনক, সনাতন, নারদ, ব্যাস, শুক, দেবগণ, ঋষিগণ, দিক্‌পালগণ ও লোকপালগণ দিব্যস্তবে স্তুতি করিতেছেন দেখিয়া ভক্ত শ্রীধর আনন্দে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু তাঁহার গাত্রে হস্ত স্পর্শ করিলে তাঁহার চৈতন্য হইল। মহাপ্রভু বলিলেন,—"শ্রীধর! তুমি আমার স্তব কর।" শ্রীধর বলিলেন,—"আমি মূর্খ, আমি কিপ্রকারে তোমার স্তব করিব?" অতঃপর মহাপ্রভুর ইচ্ছাক্রমে শুদ্ধা সরস্বতী শ্রীধরের কণ্ঠে আবির্ভূতা হইলেন, তখন দিব্য স্তুতিতে শ্রীধর মহাপ্রভুর স্তব করিতে লাগিলেন,—"প্রভো! তুমি নিত্য, নিরঞ্জন, সনাতন বস্তু। তুমি কৃপা না করিলে, কেহই তোমার তত্ত্ব জানিতে পারে না। তুমি ব্রহ্মারূপে জগৎ সৃষ্টি কর, বিষ্ণুরূপে পালন কর, শিবরূপে সংহার কর। এই সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় সবই তোমার লীলা-খেলা।"

মহাপ্রভু তাঁহার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—"আমি তোমাকে বর দিব। সাম্রাজ্য, অষ্টসিদ্ধি, ইন্দ্রের বা ব্রহ্মার পদবী—যাহা চাও, তাহাই পাইবে। ইচ্ছামত বর গ্রহণ কর।" একথা শুনিয়া শ্রীধর বলিলেন,—"প্রভো! আমি এ সমস্ত কিছুই প্রার্থনা করি না। যে প্রভু আমার কলাপাতা, মোচা, থোড় ইত্যাদি দ্রব্য বিষ্ণুসেবার জন্য কাড়িয়া লইয়াছেন, সেই প্রভু আপনি জন্মে জন্মে আমার প্রভু হউন, আমি

সেবা করিয়া ধন্য হই। আমি সেবার বিনিময়ে কিছুই প্রার্থনা করি না।" মহাপ্রভু তাঁহাকে প্রেমভক্তি প্রদান করিলেন। বৈষ্ণবগণ আনন্দে জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন। শ্রীভগবানের ভক্ত-বাৎসল্য দেখিয়া সকলেই অতীব উল্লসিত হইলেন। সপ্তপ্রহর (২১ ঘণ্টা) পরে শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার মহৈশ্বর্য-প্রকাশ সম্বরণ করিলেন।

সর্বজ্ঞের দর্শনে শ্রীগৌরহরি

একদিন শ্রীগৌরহরি নগরভ্রমণ-ব্যপদেশে এক সর্বজ্ঞের (গণকের) গৃহে উপস্থিত হইয়া কৌতুকপূর্বক স্বীয় পূর্বজন্মের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। সর্বজ্ঞ গণনার প্রারম্ভে গোপাল-মন্ত্র জপ করিবামাত্র বিবিধ ঈশ্বর-তত্ত্ব ও অদ্ভুত রূপরাশি দর্শন করিতে লাগিলেন। সর্বজ্ঞ দেখিলেন,—

"শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, চতুর্ভুজ শ্যাম।
শ্রীবৎস-কৌস্তুভ বক্ষে মহাজ্যোতির্ধাম॥"

এতদ্ব্যতীত তিনি ধ্যানযোগে শ্রীগৌরহরিকে কখনও শ্রীকৃষ্ণরূপে কখনও শ্রীরামরূপে, কখনও শ্রীবরাহরূপে, কখনও শ্রীনৃসিংহরূপে, কখনও শ্রীবামনরূপে, কখনও শ্রীমৎস্যাবতার-রূপে, কখনও শ্রীবলদেব-রূপে, কখনও বা বলদেব ও সুভদ্রার পার্শ্ববর্তী শ্রীজগন্নাথদেব-রূপে দর্শন করিলেন। এই সকল অদ্ভুত রূপরাশি দর্শন করিতে করিতে সর্বজ্ঞ কখনও বা চক্ষু উন্মীলনপূর্বক সমীপবর্তী শ্রীগৌরহরিকে পুনঃ পুনঃ ধ্যান করিতে লাগিলেন; তথাপি ভগবন্মায়াপ্রভাবে তাঁহাকে কিছুতেই বুঝিতে পারিলেন না। সর্বজ্ঞ পরম বিস্মিত হইয়া ভাবিলেন—বোধ হয় কোন মহামন্ত্রবিৎ, অথবা কোন দেবতা তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য বিপ্ররূপে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়াছেন।

"কে তাঁকে জানিতে পারে, যদি না জানায়।"

সপ্তম অধ্যায়—নিমাই-সন্ন্যাস

শ্রীমহাপ্রভু একদিন ভাবাবেশে 'গোপী' 'গোপী' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কীর্তন করিতেছেন দেখিয়া তাঁহার একটী সহাধ্যায়ী বলিলেন,—"পণ্ডিত, 'গোপী' বলিয়া কি হইবে, কৃষ্ণ-কীর্তন কর।" এই কথা শুনিবামাত্র প্রভু ক্রোধে একটী বৃহৎ যষ্টি লইয়া তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন এবং গোপী-ভাবাবেশে বলিতে লাগিলেন,—"কৃষ্ণ-কীর্তন কেন করিব, সে লম্পটের শিরোমণি—ত্রেতাযুগে শূর্পণখার নাক-কাণ কাটিয়া দিয়াছে, বলির সর্বস্ব লইয়া তাহাকে পাতালে স্থান দিয়াছে।" ইত্যাদি বহু তিরস্কারের পর কিছু শান্ত হইলে, বহু লোক তাঁহাকে ধরিয়া নিবৃত্তি করাইলেন। ঐ ব্যক্তি প্রাণভয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়িতে দৌড়িতে গিয়া বয়স্যমণ্ডলে হাজির হইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলে, তাহারা ক্রুদ্ধ হইয়া নিমাইর প্রতি দোষারোপ করিতে লাগিল। বলিতে লাগিল,—"হইলেনই বা তিনি দিগ্বিজয়ি-জয়ী অধ্যাপক, আমরা কি কম? আমরা কি ব্রাহ্মণের পুত্র নহি? তিনি গৃহস্থ হইয়া এই অপমান করিলে আমরাই বা কেন সহ্য করিব? আমরা সকলে মিলিত হইয়া তাঁহাকে ইহার প্রতিশোধ দিব।" শ্রীভগবান্‌কে নিন্দা করার ফলে তাহাদের পঠিত বিদ্যা-সকল লোপ পাইল। এই সমস্ত ঘটনায় মহাপ্রভু একদিন একটী হেঁয়ালী বলিতে লাগিলেন; তাহা এই—

"করিল পিপ্পলীখণ্ড কফ নিবারিতে।
উলটিয়া আরও কফ লাগিল বাড়িতে॥"

আমি সমস্ত জীব-জগৎকে উদ্ধার করিতে আসিলাম, তাহা তো' হইল না; উহারা আমাকে সামান্য গৃহস্থ-জ্ঞানে অবজ্ঞা করিতেছে। আমি ইহাদের কল্যাণের নিমিত্ত শীঘ্রই সন্ন্যাস গ্রহণ করিব।

এই সঙ্কল্প একমাত্র শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু বুঝিতে পারিয়াছিলেন ; তিনি (শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু) ভক্তগণকে বলিলেন,—"মহাপ্রভু আর গৃহস্থ আশ্রমে থাকিবেন না। তিনি সন্ন্যাসগ্রহণ করিবেন।" ফলতঃ তাহাই হইল, একদিন নিভৃতে তিনি নিত্যানন্দপ্রভুকে বলিলেন,—আমি শীঘ্রই সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য কণ্টকনগরে (কাটোয়ায়) যাইব ; মাত্র তিনটী ভক্তকে এই কথা জ্ঞাপন করিবে—শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য, মুকুন্দ এবং ব্রহ্মানন্দকে। কিন্তু ইহা গোপন থাকিল না। শচীমাতাও শুনিতে পাইয়া পাগলিনীর মত হইলেন, ভক্তগণ হায় হায় করিতে লাগিলেন। নিমাইর এমন সুন্দর চাঁচরকেশ আর থাকিবে না। যেদিন মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন, সেই রাত্রিতে গদাধর, মুকুন্দ এবং ব্রহ্মানন্দ তাঁহার শয্যার নিকটে শয়ন করিয়াছিলেন। অর্ধরাত্রির পর তিনি নির্মাল্য আঘ্রাণ করিয়া যেমন বাহির হইবেন, অমনি শচীমাতাকে দ্বারদেশে দেখিতে পাইলেন, মাতা অশ্রুজল ফেলিতে ফেলিতে বলিতে লাগিলেন,—"বাপ নিমাই! তুমি এ অভাগিনীকে পরিত্যাগ করিয়া যাইও না। তুমি ঘরে বসিয়া হরিভজন কর। মহাপ্রভু মাতাকে অনেক তত্ত্বকথা বলিয়া তাঁহাকে কিছু শান্ত করিলেন, বলিলেন,—"মাতঃ! তুমি আমার অনেক জন্মের মাতা। আমি একবার পৃশ্নি-গর্ভে, একবার কৌশল্যার গর্ভে, একবার দেবকীর গর্ভে, একবার অদিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। জীবকল্যাণের নিমিত্ত যুগে-যুগে আমি অবতীর্ণ হই। মাতঃ! তুমি এ-সব কথা যোগমায়া-প্রভাবে ভুলিয়া যাও, স্মরণ থাকে না।" একথা বলিয়া তিনি মাঘ মাসের শুক্লপক্ষে রাত্রি শেষে দ্রুতপদে গৃহত্যাগ করিয়া নিদয়া-ঘাটে গঙ্গা পার হইলেন। পাঁচজন ভক্ত—শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু, শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য, শ্রীমুকুন্দ দত্ত, শ্রীগদাধর পণ্ডিত ও শ্রীব্রহ্মানন্দ গঙ্গা-পার হইয়া মহাপ্রভুর পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন! মহাপ্রভু সন্ন্যাস-গ্রণের জন্য যে-ঘাটে গঙ্গাপার

হইলেন তাহা নিদয়া বা নির্দয়া ঘাট বলিয়া অদ্যাপি প্রসিদ্ধ। শ্রীমন্মহাপ্রভু কাটোয়া পৌঁছিয়া শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্যকে সন্ন্যাসের উপযোগী দ্রব্যাদি আয়োজন করিতে আদেশ করিলেন। এই সুবর্ণবর্ণধিকারী উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, আজানুলম্বিত দীর্ঘ বাহু, পদ্মপলাশলোচন নবীন যুবক সন্ন্যাস-গ্রহণ করিবেন শুনিয়া কাটোয়াবাসী স্ত্রী, পুরুষ, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই হাহাকার করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। এমত সময় সন্ন্যাসী কেশবভারতী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহাপ্রভু ভারতীকে বলিলে,ন—আমাকে সন্ন্যাস দিয়া এই সংসারসাগর হইতে উদ্ধার করুন। কেশব ভারতী—মহাপ্রভুর রূপ দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইলেন, ভাবিলেন—এমত মহাপুরুষকে শিষ্য করা ত' ভাগ্যের কথা। অতঃপর তিনি শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে ক্ষৌরী করাইবার জন্য নাপিতকে আদেশ করিলেন। মহাপ্রভুর অপূর্ব রূপলাবণ্য ও তেজঃ দেখিয়া তাঁহার মস্তকে ক্ষুর দিতে নাপিতের হস্ত কম্পিত হইতে লাগিল, নয়নের জলে তাহার বক্ষঃ ভাসিয়া যাইতে লাগিল, এইরূপে কোনক্রমে সমস্ত দিনান্তে ক্ষৌর-কার্য সমাপ্ত হইল; কেশবভারতী যোগপট্ট অর্থাৎ গৈরিক বসন ও উত্তরীয় আনাইয়া শ্রীগৌরসুন্দরকে উত্তম আসনে বসাইলেন; এমন সময়ে মহাপ্রভু ভারতীকে বলিলেন,—"আজ রাত্রিতে আমি এক সন্ন্যাসের মন্ত্র পাইয়াছি, তাহা এই।" এই কথা বলিয়া তিনি ভারতীর কর্ণে মন্ত্র দিলেন, ভারতী সেই মন্ত্র পুনরায় মহাপ্রভুর কর্ণে দিয়া সন্ন্যাস দিলেন।

নবীন সন্ন্যাসীর নাম হইল,—'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'। কি অপূর্ব শোভা হইল। মহাপ্রভু হস্তে দণ্ড-কমণ্ডলু ধারণ করিয়া গৈরিক বসনের ও স্বীয় দিব্যকান্তির উজ্জ্বল-জ্যোতিতে জগতের অবিদ্যারূপ অন্ধকার নাশ করিতে লাগিলেন। প্রেমসূর্যের উদয় হইল।

অরুন্ধতী, পার্বতী, মহালক্ষ্মী মনুষ্যের বেশে আসিয়া শ্রীচৈতন্যপ্রভুর ভিক্ষার ঝুলিতে ভিক্ষা অর্পণ করিতে লাগিলেন। নবীন সন্ন্যাসী আজ গুরু ভারতীকে আলিঙ্গন প্রদান করিলেন। আলিঙ্গন-প্রাপ্তিমাত্র ভারতীর দেহে অশ্রু, কম্প, স্বেদ, স্তম্ভ, বৈবর্ণ্যাদি অষ্টসাত্ত্বিক-বিকার দেখা দিল। মহাপ্রভুর নয়নদ্বয় হইতে জলযন্ত্র পিচকারীর ন্যায় অশ্রু বিগলিত হইয়া প্রেমমন্দাকিনীর ধারায় সর্বজনকে সিক্ত করিতে লাগিল। তিনি প্রেমাবেশে 'কোথা কৃষ্ণ প্রাণনাথ মুরলীবদন' বলিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে বৃন্দাবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু কৌশলে পথ পরিবর্তন করিয়া তাঁহাকে শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের আলয়ে আনয়ন করিলেন। এই স্থানে কয়েক দিন অবস্থানের পর মহাপ্রভু নিত্যানন্দাদি পার্ষদবৃন্দসহ নীলাচলে গমন করিলেন।

অষ্টম অধ্যায়

শ্রীশ্রীবাসুদেব সার্বভৌম-উদ্ধার

মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব পুরীতে প্রবেশ মুখে 'আঠারনালা' হইতে শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের চূড়া দর্শন করিয়া প্রেমভরে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন এবং বিদ্যুদ্-গতিতে শ্রীমন্দিরে আসিয়া শ্রীজগন্নাথদেবকে আলিঙ্গন করিবার জন্য দুই হস্ত প্রসারণপূর্বক প্রেমে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন মন্দিরের পড়িছাগণ (একরূপ প্রহরী) মহাপ্রভুকে বিকৃতমস্তিষ্ক-জ্ঞানে প্রহার করিতে উদ্যত হইল। সৌভাগ্যক্রমে পুরীর রাজার সভাপতি শ্রীবাসুদেব সার্বভৌম ভট্টাচার্য তখন

তথায় ছিলেন। তিনি মহাপ্রভুতে প্রেমের বিকার দেখিয়া প্রহরীদিগকে নিবারণ করিলেন। মহাপ্রভুতে যে সাত্ত্বিক বিকার দৃষ্ট হইল, তাহা অন্যত্র অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। তজ্জন্য শ্রীসার্বভৌম পড়িছা দ্বারাই বহন করাইয়া প্রভুকে নিজালয়ে আনয়ন করিলেন। মহাপ্রভুর সঙ্গী ভক্তগণ পশ্চাতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং দেখিতে পাইলেন—মহাপ্রভু অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া রহিয়াছেন! তখন তাঁহারা সকলে অতিশয় ব্যথিত হইয়াও তাঁহার কর্ণে উচ্চৈঃস্বরে শ্রীকৃষ্ণনাম কীর্তন করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু কৃষ্ণনাম শ্রবণে হুঙ্কার করিয়া উত্থিত হইলেন। সকলে পরমানন্দ লাভ করিলেন। শ্রীসার্বভৌম—তাঁহার 'মাসীবাড়ী' নির্জনস্থান বলিয়া তথায় মহাপ্রভুর বাসস্থান নির্ধারণ করিলেন এবং শ্রীজগন্নাথদেবের নানাপ্রকার বিচিত্র মহাপ্রসাদ আনয়ন করাইয়া মহাপ্রভুকে ও ভক্তগণকে প্রদান করিলেন। এইরূপে ভক্তগণ সঙ্গে মহাপ্রভুর নীলাচলে অবস্থিতি হইল। তিনি প্রত্যহ ভক্তগণ-সঙ্গে শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমূর্তি এবং মঙ্গল আরাত্রিক দর্শন করিতেন।

শ্রীবাসুদেব সার্বভৌম ভট্টাচার্য সাক্ষাৎ বৃহস্পতির অবতার, সর্বশাস্ত্রে মহাপণ্ডিত, নবদ্বীপমণ্ডলান্তর্গত বিদ্যানগর গঙ্গানন্দপুরের মহেশ্বর বিশারদের পুত্র। তখন মিথিলায় মাত্র নব্যন্যায় অধ্যাপনা হইত। কিন্তু তথাকার অধ্যাপক মহাশয় কাহাকেও গ্রন্থটী লিখিতে দিতেন না। শ্রীবাসুদেব ভট্টাচার্য এমনই শ্রুতিধর ও স্মরণশক্তিসম্পন্ন ছিলেন যে, তিনি মিথিলায় যাইয়া নব্যন্যায়-গ্রন্থ অল্প দিনের মধ্যেই কণ্ঠস্থ করেন এবং নবদ্বীপে আসিয়া তাহা অধ্যাপনা করিতে থাকেন। তৎপরে নীলাচলে যাইয়া উৎকল-নৃপতির সভাপণ্ডিত হন। নবদ্বীপের সম্বন্ধে মহাপ্রভুকে তিনি বিশেষ স্নেহ করিতেন। কিন্তু তিনি শ্রীশঙ্করাচার্যের মায়াবাদ-ভাষ্য পড়িয়া নির্বিশেষবাদী হইয়াছিলেন। সুতরাং শ্রীভগবানের নিত্য-

নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি স্বীকার করিতেন না। সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিত হইয়াও শরণাগতির অভাবে পাণ্ডিত্য প্রতিভায় ভগবানের তত্ত্ব জানিতে পারেন নাই। কারণ, শ্রীভগবান্ অধোক্ষজ—জড়-জ্ঞানেন্দ্রিয়লব্ধ পাণ্ডিত্য-প্রতিভার অতীত। শ্রীভগবানের কৃপালোকেই মাত্র ভগবৎ-সূর্য-দর্শনের সৌভাগ্য হয়। শ্রীসার্বভৌমের ভগ্নীপতি শ্রীল গোপীনাথ আচার্য মহাপ্রভুর বিশেষ ভক্ত; এজন্য শ্যালক-ভগিনীপতিতে নানাবিধ তর্ক এবং বিচার উপস্থিত হইত। তবে সার্বভৌম শ্রীচৈতন্যদেবকে একজন পরম ভক্ত বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, ঈশ্বর-তত্ত্বে স্থান দেন নাই। তাঁহার বিদ্যার অহঙ্কার অত্যন্ত প্রবল ছিল; কিন্তু ভগবান্ দর্পহারী। সার্বভৌম গৃহস্থ হইলেও ক্ষেত্রসন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। আজীবন অবস্থান করিবার সঙ্কল্প লইয়া কোন ধামে বাস করিলে তাহা ক্ষেত্রসন্ন্যাস-নামে খ্যাত। তিনি পণ্ডিত্যের প্রভাবে অনেককে বেদান্ত পড়াইতেন এবং কোন কোন ব্যক্তিকে সন্ন্যাস-পদবীতে উন্নত করিতেন। তাই একদিন গোপী-নাথ আচার্যকে বলিলেন—"এই নবীন সন্ন্যাসী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বিনয়ী এবং সরল শান্ত-স্বভাব। কিন্তু অতি অল্পবয়সে সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়াছেন। আমি ইঁহাকে বেদান্ত পড়াইয়া ইহার বৈরাগ্য-সংরক্ষণে সাহায্য করিব এবং এতদ্ব্যতীত ইনি ভারতীর নিকটে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন; 'ভারতী' সন্ন্যাসিসম্প্রদায়ে মধ্যম। ইনি চাহিলে ইহাকে পুনরায় যোগপট্ট দিয়া উত্তম সম্প্রদায়ে প্রবেশ করাইব।" এই কথা শুনিয়া শ্রীগোপীনাথ আচার্য অতিশয় বিস্মিত হইলেন। সাক্ষাৎ ভগবান্‌কে তিনি পড়াইয়া জ্ঞান দিবেন। এই আত্মম্ভরী কথা শ্রবণ করিয়া তিনি আর সহ্য করিতে পারিলেন না, স্পষ্টই শ্যালক শ্রীসার্বভৌমকে বলিলেন,—"ইনি সাক্ষাৎ ভগবান্, ইঁহাকে তুমি কি শিক্ষা দিবে?" বাসুদেব হাস্য করিয়া বলিলেন,—"আমি শাস্ত্রযুক্তিদ্বারা প্রমাণ করিতেছি,—কলিতে বিষ্ণুর

অবতার নাই, এইজন্য তিনি ত্রিযুগ-নামে অভিহিত।" গোপীনাথ বলিলেন,—

"তোমার আগে এত কথার নাহি প্রয়োজন।
ঊষর-ভূমিতে যেন বীজের রোপণ॥"

তুমিও যেমন নিরাকারবাদী, তোমার শিষ্যগণও সেইরূপ তার্কিক এবং বহির্মুখ নাস্তিক।

"দেখিয়া না দেখে তাঁ'রে বহির্মুখ জন।
উলুকে না দেখে যৈছে সূর্যের কিরণ॥"

মহাপ্রভুর মহাপ্রেমাবেশ শ্রীজগন্নাথমন্দিরে দর্শন করিয়াছ—জীবে অসম্ভব মহাসাত্ত্বিকবিকার তুমি দর্শন করিয়াছ। এই সুদীপ্ত সাত্ত্বিক মহাভাব দর্শন করিয়াও তোমরা ইঁহাকে ভগবান্ বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিতেছ না, এসব তাঁহারই মায়ার খেলা; তবে অবশ্য তোমার উপর তাঁহার যখন অহৈতুকী কৃপা হইবে, তখন আমার এই সব কথা বিশ্বাস করিবে। এই সব কথা তোমার পণ্ডিতম্মন্য ছাঁনিপড়া চক্ষুতে এখন বুঝিতে পারিবে না। কলিতে ভগবান্ লীলাবতার করেন না; এই জন্য তাঁহার ত্রিযুগ-নাম। কিন্তু অন্য অবতার গ্রহণ করেন।

বাসুদেব হাস্য করিয়া ভগ্নীপতি শ্রীগোপীনাথ আচার্যকে কহিলেন,—"এখন মধ্যাহ্ন সময়, তুমি মহাপ্রভুকে এবং তাঁহার ভক্তগণকে সমুদ্রে স্নান করাইয়া প্রসাদ-সম্মান করাও। তৎপরে 'আসিয়া আমাকে শিক্ষা প্রদান করিও।"

একদিন পণ্ডিত সার্বভৌম শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুকে স্নেহস্বরে বলিলেন,—"তোমার অল্পবয়স, এ বয়সে কিরূপে সন্ন্যাসধর্ম রক্ষা করিবে? আমার নিকট নিরন্তর বেদান্ত শ্রবণ কর; তাহা হইলে তোমার প্রকৃত মঙ্গল লাভ হইবে।"

মহাপ্রভু ঈষৎ হাস্য করিয়া পণ্ডিতকে কহিলেন—"আপনি আমার গুরু, আমি আপনার শিষ্যরূপ, আমাকে সর্ববিষয়েই শিক্ষা প্রদান করিবেন। এই জন্যই নীলাচলে আপনার নিকট আসিয়াছি।"

মহাপ্রভুর দৈন্যোক্তি শ্রবণ করিয়া সার্বভৌমের আনন্দের আর সীমা রহিল না। তিনি বলিলেন—"আগামী কল্য হইতে আমার নিকট আসিয়া বেদান্ত অধ্যয়ন করিবে।"

পর দিবস মহাপ্রভু শ্রীসার্বভৌম পণ্ডিতের নিকটে গমন করিয়া তাঁহার নিকটে আসন করিয়া বসিলেন; সার্বভৌমও নিকটে বসিয়া গর্বিতভাবে 'বেদান্তের শঙ্করভাষ্য ঝঞ্ঝাবাতের ন্যায় অনর্গল বলিতে লাগিলেন। এই প্রকারে সপ্তদিন মহাপ্রভু নীরবে শ্রবণ করিলেন, কোন জিজ্ঞাসাই করিলেন না। তাহাতে অষ্টমদিনে পণ্ডিত মহাপ্রভুকে তারস্বরে বলিলেন—"তুমি সাতদিন পর্যন্ত বেদান্ত নীরবে শ্রবণ করিলে, কোন প্রশ্ন করিলেন না। ইহাতে তুমি আমার ব্যাখ্যা বুঝিতেছ কি না, বুঝিলাম না।" মহাপ্রভু মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন—"শ্রীব্যাসদেবকৃত সূত্রসমূহ সূর্যসদৃশ কিন্তু আপনার বর্ণিত মায়াবাদভাষ্য-রূপ মেঘ সেই সূর্যকে আবৃত করিতেছে। ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ শক্তিমান্ শ্রীভগবান্‌কে আপনি নিরাকার ও নির্বিশেষ বলিতেছেন। তিনি সবিশেষ তত্ত্ব, তাঁহার নিত্য রূপ আছে। তিনি নিঃশক্তিক ক্লীব নহেন; তিনি স্বরাট্ লীলা-পুরুষোত্তম। তাঁহার নাম ধাম-রূপ-গুণ-পরিকর-লীলা নিত্য। তাঁহার শক্তিতে সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী বৃত্তিত্রয় বর্তমান। তিনি বিভু চৈতন্য, তিনি জগৎপতি—জগন্নাথ। সেই জগন্নাথের সেবক আপনি। তিনি নিত্য, তাঁহার সেবক নিত্য এবং তাঁহার সেবা নিত্যা; সেই নিত্যা সেবাই ভক্তি। সেব্য, সেবক ও সেবা—এই তিনটীই সত্য। আপনি অদ্বৈতবাদ স্থাপন করিয়া জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার এবং ধ্যান, ধ্যেয় ও

ধ্যাতার নিত্যত্ব ধ্বংস করিয়া প্রকৃত-প্রস্তাবে নাস্তিক্যবাদই স্থাপন করিতেছেন। এই সবই ভগবানেরই মায়া।"

"বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয় ত' নাস্তিক।
বেদাশ্রয়ে নাস্তিক্যবাদ বৌদ্ধকে অধিক॥"

শ্রীসার্বভৌম বাদ, বিতণ্ডা, ছল, অসংখ্য প্রকার তর্ক-জাল বিস্তার করিলেও—মহাপ্রভু সমস্ত খণ্ডন করিয়া সবিশেষ ব্রহ্মবাদ স্থাপন করিলেন।

মহাপ্রভুর ব্যাখ্যায় শ্রীসার্বভৌম চমৎকৃত হইয়া স্বীয় গর্বিত ভাবের জন্য লজ্জিত হইলেন এবং তাঁহার পাদপদ্ম আশ্রয় করিলেন। অতঃপর মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীসার্বভৌম "আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ" শ্লোকের নয় প্রকার ব্যাখ্যা করিলেন। মহাপ্রভু তাহার একটীও স্পর্শ না করিয়া শ্লোকটীর আঠার প্রকার ব্যাখ্যা করিলেন। সার্বভৌম আশ্চর্য হইয়া গেলেন, এ শক্তি ত' মনুষ্যের হইতে পারে না। মহাপ্রভু তৎক্ষণাৎ তাঁহার সম্মুখে ষড়্‌ভুজ মূর্তি ধারণ করিলেন—দুই হস্তে (কৃষ্ণের) বংশী, দুই হস্তে (শ্রীরামচন্দ্রের) ধনুর্বাণ, আর দুই হস্তে (মহাপ্রভুর) দণ্ড ও কমণ্ডলু, অঙ্গকান্তি সমুজ্জ্বল, মুখে মৃদু হাসি; বাসুদেব সেই অপূর্ব-মূর্তি দর্শনে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। সম্বিত পাইয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণামপূর্বক এক-শত শ্লোকে স্তব রচনা করিয়া আবৃত্তি করিলেন। তন্মধ্যে দুইটী শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ
প্রাদুষ্কর্তুং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে
গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ॥"

"বৈরাগ্য-বিদ্যা নিজভক্তিযোগ-শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে॥"

মহাপ্রভুর করুণা বর্ণন করিতে করিতে প্রেমের আবেগে সার্বভৌমের কণ্ঠরোধ হইবার উপক্রম হইল। মহাপ্রভু সার্বভৌমকে আলিঙ্গন প্রদান করিলেন। তাঁহার উদ্ধার হইয়া গেল।

শ্রীসার্বভৌম করজোড়ে মহাপ্রভুকে বলিলেন,—

"তর্কশাস্ত্রে জড় আমি, যৈছে লৌহপিণ্ড।
আমা দ্রবাইলে তুমি, প্রতাপ প্রচণ্ড।"
"তার্কিক-শৃগাল-সঙ্গে ভেউ ভেউ করি'।
সেই মুখে এবে সদা কহি 'কৃষ্ণ' 'হরি'॥"

এক দিবস মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথদেবের মঙ্গলারাত্রিক-দর্শনান্তে কিছু মহাপ্রসাদ অঞ্চলে বন্ধনপূর্বক শ্রীসার্বভৌমের গৃহে শুভবিজয় করিলেন, তখন মহাপ্রভুর আহ্বান শ্রবণ করিয়া সবেমাত্র পণ্ডিত 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিতে বলিতে বিছানা হইতে গাত্রোত্থানপূর্বক যেই মাত্র মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন, অমনি মহাপ্রভু অঞ্চল হইতে প্রসাদ বাহির করিয়া সার্বভৌমের হস্তে প্রদান করিলেন। পণ্ডিত তখনও শৌচে যান নাই, দন্তধাবনাদি প্রাতঃক্রিয়া করেন নাই; তথাপি মহাপ্রসাদ পাইবামাত্র অতিশয় আনন্দিত হইয়া নিম্নলিখিত শ্লোকটী আবৃত্তি করিয়া মহাপ্রসাদ সম্মান করিলেন।

"মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নামব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে॥"
"শুষ্কং পর্যুসিতং বাপি নীতং বা দূরদেশতঃ।
প্রাপ্তিমাত্রেণ ভোক্তব্যং নাত্র কালবিচারণা॥"

শ্রীমহাপ্রভু সার্বভৌমকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—

সার্বভৌমের জন্মিল মহাপ্রসাদে বিশ্বাস।
আজ হইতে ঘুচিল তোমার জন্ম-কর্মবন্ধফাঁস॥

কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয় 'মহাপ্রসাদ' নাম।
'ভক্তশেষ' হৈলে 'মহা-মহাপ্রসাদ' আখ্যান ॥
ভক্তপদধূলি আর ভক্তপদজল।
ভক্তভুক্তশেষ—এই তিন সাধনের বল ॥"

নবম অধ্যায়

দক্ষিণভারতে শ্রীচৈতন্যদেব

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকট-লীলা-কাল ৪৮ বৎসর—১৪০৭ শকাব্দ (১৪৮৬ খৃষ্টাব্দ) হইতে ১৪৫৫ শকাব্দ (১৫৩৩ খৃষ্টাব্দ) পর্যন্ত। তন্মধ্যে ২৪ বৎসর গৃহস্থাশ্রমে শ্রীধাম নবদ্বীপ-মায়াপুরে এবং ২৪ বৎসর সন্ন্যাস-আশ্রমে অতিবাহিত হইয়াছে। শেষ ২৪ বৎসরের মধ্যে ৬ বৎসর সমগ্র ভারতে পর্যটন এবং ১৮ বৎসর নিরন্তর নীলাচলে অবস্থিতি। শেষ ১২ বৎসর গম্ভীরায় স্বরূপ দামোদর ও রায় রামানন্দ সহ রস আস্বাদন।

মহাপ্রভু মাঘমাসের শুক্লপক্ষে সন্ন্যাস করিয়া ফাল্গুনমাসে নীলাচলে বাস করিলেন, ফাল্গুনমাসে দোলযাত্রা দর্শন করিয়া চৈত্রমাসে সার্বভৌমকে উদ্ধার করিলেন এবং বৈশাখ-মাসে দক্ষিণ ভারতে গমন করিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু দক্ষিণ-ভারত-পর্যটন-কালে পথে পথে প্রেমভরে কীর্তন করিয়াছেন,—

"কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ হে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ হে ॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, রক্ষ মাম্।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, পাহি মাম্॥
রাম রাঘব, রাম রাঘব, রাম রাঘব, রক্ষ মাম্।
কৃষ্ণ কেশব, কৃষ্ণ কেশব, কৃষ্ণ কেশব, পাহি মাম্॥"

মহাপ্রভুর কীর্তন শ্রবণ করিয়া এবং তাঁহার প্রেমালিঙ্গন প্রাপ্ত হইয়া অনেক ভাগ্যবান্ সঙ্গে সঙ্গে মহাভাগবত হইয়াছেন এবং তাঁহার আদেশে শ্রীকৃষ্ণনাম-প্রেম-মহিমা প্রচার করিয়াছেন। আবার বিচারে পরাজিত করিয়া মহাপ্রভু বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বহু পণ্ডিতকে প্রেমভক্তির সুশীতল বৈজয়ন্তী-তলে আশ্রয় দিয়াছেন।

"নানামত-গ্রাহ-গ্রস্তান্ দাক্ষিণাত্যজনদ্বিপান্।
কৃপারিণা বিমুচ্যৈতান্ গৌরশ্চক্রে স বৈষ্ণবান্॥"

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য ৯।১।

শ্রীচৈতন্যদেব-রায়রামানন্দ-সঙ্গোৎসব

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব নীলাচল হইতে দক্ষিণ ভারতে গমন-কালে পথিমধ্যে একদা গোদাবরীতীরে, গোষ্পদতীর্থ-নামক প্রসিদ্ধ ঘাটের সন্নিধানে বৃক্ষতলে আসন করিয়া বসিলেন। সেই ঘাটের নিকটেই কব্‌ভুরস্থ বর্তমান শ্রীরামানন্দ গৌড়ীয়মঠ। ইহার স্থাপয়িতা প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর। মঠটী ও উক্ত ঘাট রাজমহেন্দ্রীর অপর পারে অবস্থিত। তদানীন্তন ওড়িষ্যা-সাম্রাজ্যের অন্তর্গত পশ্চিম গোদাবরী প্রদেশের শাসন-কর্তা শ্রীরায়রামানন্দ মধ্যে মধ্যে দোলাতে ঐ ঘাটে আসিয়া গোদাবরীতে স্নান করিতেন। সঙ্গে থাকিতেন বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। তাঁহারা মন্ত্র পড়াইয়া স্নান করাইতেন। তখন নানাবিধ বাদ্য বাজিতে থাকিত। একদা শ্রীরামানন্দ রায় স্নানান্তে দূর হইতে—অরুণ-বসন-পরিহিত, কোটীসূর্যতেজঃসম্পন্ন সন্ন্যাসীকে দেখিতে পাইয়া

নিকটে গমনপূর্বক মহাপ্রভুকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কি রায় রামানন্দ? মহাপ্রভু সার্বভৌম ভট্টাচার্যের নিকটে নীলাচলে তাঁহার পরিচয় পাইয়াছিলেন। শ্রীরায় অতিশয় দৈন্যের সহিত উত্তর করিলেন—"আমি শূদ্রাধম, আপনার দাস।" মহাপ্রভু অশ্রুপূর্ণলোচনে তাঁহাকে আলিঙ্গন প্রদান করিলেন। উভয়ের প্রেমাশ্রুতে উভয়ের অঙ্গ সিক্ত হইল; শ্রীবাসের সঙ্গী ব্রাহ্মণ-গণ ত' দেখিয়া বিস্ময়ে অবাক্—সন্ন্যাসী ত' শূদ্রকে স্পর্শ করেন না। এক্ষেত্রে শুধু স্পর্শ নহে, একেবারে আলিঙ্গন! আর প্রদেশপাল শ্রীরামা-নন্দ রায় ত' পরম গম্ভীর। তিনিই বা সন্ন্যাসীর আলিঙ্গনে গলিয়া গেলেন কেন? এই সকল ব্রাহ্মণ বিজাতীয় অর্থাৎ ভক্ত নহেন, সুতরাং মহাপ্রভু ভাব সম্বরণ করিলেন। রায় রামানন্দ ব্রজের বিশাখা সখী। মহাপ্রভু রায়কে বিদায় দিয়া, একেলা আসিয়া সাক্ষাৎ করিতে বলিলেন। সন্ধ্যা-কালে রায় আসিলে দুইজনে অনর্গল শ্রীকৃষ্ণকথা আরম্ভ হইল। মহাপ্রভু প্রশ্ন করেন, রায় উত্তর দান করেন। শ্রীরামানন্দ ক্রমে ক্রমে বর্ণাশ্রমধর্ম, কৃষ্ণে কর্মার্পণ, স্বধর্ম অর্থাৎ বর্ণাশ্রমধর্ম-ত্যাগ, জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি, কর্ম-জ্ঞান-শূন্যা শুদ্ধা ভক্তি, কৃষ্ণে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও সর্বোপরি মধুররসের কথা বলিলেন। মধুর রসে আশ্রয়জাতীয় গোপীগণের মধ্যে শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী রাধারাণীই সর্বশ্রেষ্ঠা। মহাপ্রভু নিজেকে রায়ের নিকটে গোপন রাখিতে চেষ্টা করিয়াও ভক্তের নিকট ধরা পড়িলেন। রায় বলিলেন,—"প্রথমে আপনাকে সন্ন্যাসিরূপে দেখিলাম, যেন সোনার প্রতিমা; এক্ষণে দেখি, শ্যাম-গোপরূপ বংশীবদন। আপনার সম্মুখে কাঞ্চন-পঞ্চালিকা শ্রীমতী রাধারাণী; তাঁহার গৌরকান্তিতে আপনার সর্বাঙ্গ আবৃত।" মহাপ্রভু বলিলেন—আপনি মহাভাগবত, তাই সর্বত্র আপনার শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-দর্শন। শ্রীরায় রামানন্দ বলিলেন,—আমার

নিকটে আপনার লুকোচুরি খাটিবে না। তখন মহাপ্রভু তাঁহাকে রস-রাজরূপী শ্রীকৃষ্ণ এবং মহাভাবরূপিণী শ্রীরাধারাণীর যুগল-স্বরূপই যে শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহাকে দেখাইলেন। দেখিয়া রামানন্দ রায় মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন; মহাপ্রভু হস্তস্পর্শে তাঁহাকে চেতন করাইয়া বলিলেন—"যে রূপ দেখিলে তাহা গোপনে রাখিও; বহির্মুখ অভক্ত জনগণ যেন তাহা জানিতে না পারে! শীঘ্র রাজকার্য পরিত্যাগ করিয়া পুরীধামে চলিয়া আইস; তথায় আমরা একত্র কৃষ্ণকথানন্দে অবস্থান করিব।" এই আদেশ দিয়া মহাপ্রভু আরও দক্ষিণ দিকে যাত্রা করিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত শ্রীরামানন্দ রায়ের নিম্নলিখিত প্রশ্নোত্তরসমূহও হইয়াছিল।

"প্রভু কহে,—"কোন্ বিদ্যা বিদ্যামধ্যে সার?"
রায় কহে,—"কৃষ্ণভক্তি-বিনা বিদ্যা নাহি আর।"
"কীর্তিগণ-মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্তি?"
"কৃষ্ণভক্ত বলিয়া যাঁহার হয় খ্যাতি॥"
"সম্পত্তির মধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণি?"
"রাধাকৃষ্ণে প্রেম যাঁর, সেই বড় ধনী॥"
"দুঃখমধ্যে কোন্ দুঃখ হয় গুরুতর?"
"কৃষ্ণভক্তবিরহ বিনা দুঃখ নাহি দেখি পর।"
"মুক্তমধ্যে কোন্ জীব মুক্ত করি' মানি?"
"কৃষ্ণপ্রেম যাঁর, সেই মুক্ত-শিরোমণি॥"
"গানমধ্যে কোন্ গান—জীবের নিজ ধর্ম?"
"রাধাকৃষ্ণের প্রেমকেলি—যেই গীতের মর্ম।"
"শ্রেয়োমধ্যে কোন্ শ্রেয়ঃ জীবের হয় সার?"
"কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ বিনা শ্রেয়ঃ নাহি আর॥"

"কাঁহার স্মরণ জীব করিবে অনুক্ষণ ?"
"কৃষ্ণ-নাম-গুণ-লীলা—প্রধান স্মরণ ॥"
"ধ্যেয়মধ্যে জীবের কর্তব্য কোন্ ধ্যান্ ?"
"রাধাকৃষ্ণ-পদাম্বুজ-ধ্যান—প্রধান ?"
"সর্ব ত্যজি' জীবের কর্তব্য কাঁহা বাস ?"
"শ্রীবৃন্দাবনভূমি—যাহাঁ নিত্য লীলা-রাস ॥"
"শ্রবণ-মধ্যে জীবের কোন্ শ্রেষ্ঠ শ্রবণ ?"
"রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলা কর্ণ-রসায়ন ॥"
"উপাস্যের মধ্যে কোন্ উপাস্য প্রধান ?"
"শ্রেষ্ঠ উপাস্য—যুগল 'রাধাকৃষ্ণ'-নাম ॥"
"মুক্তি, ভুক্তি বাঞ্ছে যেই, কাঁহা দুঁহার গতি ?"
"স্থাবর-দেহ, দেব-দেহ যৈছে অবস্থিতি ॥"
"অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান-নিম্বফলে।
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্র-মুকুলে।
অভাগিয়া জ্ঞানী আস্বাদয়ে শুষ্কজ্ঞান।
কৃষ্ণ-প্রেমামৃত পান করে ভাগ্যবান্ ॥"

দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন তীর্থে শ্রীমন্মহাপ্রভু

"নানামতগ্রাহগ্রস্তান্ দাক্ষিণাত্যজনদ্বিপান্।
কৃপারিণা বিমুচ্যৈতান্ গৌরশ্চক্রে স বৈষ্ণবান্ ॥"

বৌদ্ধ-জৈন-মায়াবাদাদি বহুবিধ নিরীশ্বর ও প্রচ্ছন্ন-নিরীশ্বর মতরূপ কুম্ভীরগ্রস্ত দাক্ষিণাত্যবাসি-জনগণরূপ হস্তিসমূহকে শ্রীগৌরচন্দ্র কৃপারূপ অস্ত্রদ্বারা উদ্ধার করিয়া বৈষ্ণব করিয়াছিলেন।

বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ বিরাট্ বিচার-সভা আহ্বান করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু তর্কদ্বারাই তর্কপ্রধান বৌদ্ধমতবাদ খণ্ডন করিয়াছেন।

"তর্কপ্রধান বৌদ্ধশাস্ত্র নব মতে।
তর্কেই খণ্ডিল প্রভু, না পারে স্থাপিতে।
বৌদ্ধাচার্য নব প্রশ্ন সব উঠাইল।
দৃঢ় যুক্তি-তর্কে প্রভু খণ্ড খণ্ড কৈল॥" চৈঃ চঃ

বিচারে পরাজিত হইয়া বৌদ্ধেরা মহাপ্রভুকে অপমান করিবার জন্য অমেধ্য দ্রব্য প্রসাদরূপে তাঁহাকে প্রদানের জন্য লইয়া যাইবার সময়ে এক বৃহৎ বাজপক্ষী তাহা লইয়া গেল এবং থালাটী তেরছাভাবে বৌদ্ধাচার্যের মস্তকে পতিত হওয়ায় তিনি মূর্ছিত হইলেন এবং তাঁহার মস্তক হইতে তীরবেগে রক্তপাত হইতে লাগিল। বৌদ্ধগণ অনন্যোপায় হইয়া তাঁহাদের গুরুর প্রাণরক্ষার জন্য মহাপ্রভুর পাদপদ্মে প্রার্থনা জানাইলে মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে কৃষ্ণকীর্তন করাইয়া বৌদ্ধাচার্যের জ্ঞান ফিরাইয়া আনিলেন।

মহাপ্রভুর প্রকট-লীলা-কালে ভারত বহুবিধ স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত ছিল এবং ওড়িষ্যা ব্যতীত প্রায় সকলগুলিই মুসলমান-শাসনাধীন ছিল। অপ্রাকৃত প্রেমের এমনই মহীয়সী শক্তি যে. সকল রাজ্যেই মহাপ্রভুর বাণী সাদরে গৃহীত হইয়াছে। সন্নাসগ্রহণের পরে পুরীতে আসিয়া তিনি সর্বপ্রথম শুভবিজয় করিয়াছিলেন দক্ষিণ ভারতে। এই বিশাল ভূখণ্ডে কুর্মক্ষেত্র, গোদাবরীর পূর্ব তীরবর্তী রাজমহেন্দ্রী, পশ্চিম তীরবর্তী কব্ভুর. গৌতমী গঙ্গা, মল্লিকার্জুন, অহোবল নৃসিংহ, সিদ্ধবট, স্কন্দক্ষেত্র, ত্রিমঠ, বৃদ্ধকাশী, বৌদ্ধস্থান, ত্রিপতি, ত্রিমল্ল, পানানৃসিংহ, শিবকাঞ্চি, বিষ্ণুকাঞ্চি, ত্রিকালহস্তী, বৃদ্ধকোল, শিয়ালী ভৈরবী, কাবেরীতীর, কুম্ভকর্ণকপাল, শ্রীরঙ্গম্, ঋষভপর্বত, শ্রীশৈলপর্বত' কামকোষ্ঠিপুরী, মাদুরা

বা দক্ষিণ মথুরা ও কৃতমালা-তীর, মহেন্দ্র-শৈল, সেতুবন্ধ-রামেশ্বর, তৎপর পাণ্ডুদেশের তাম্রপর্ণী, নয়ত্রিপতি, চিয়ড়তলা, তিলকাঞ্চী, গজেন্দ্র মোক্ষণ, পানাগড়ি, চাম্‌তাপুর, শ্রীবৈকুণ্ঠ, মলয়পর্বত, ধনুস্তীর্থ, কন্যা-কুমারিকা, মল্লারদেশস্থ কতিপয় তীর্থ—পয়স্বিনী, শৃঙ্গবেড়, পুরীমঠ, মৎস্যতীর্থ, উড়ুপী, ফল্গুতীর্থ, ত্রিতকূপ, পঞ্চাপ্সরা, সূর্পারক, কোলাপুর, পাণ্ঢারপুর, কৃষ্ণবেণ্বাতীর, মহেশ্বরীপুর, নর্মদা-তীর, ঋষ্যমুখ-পর্বত, দণ্ডকারণ্য, পম্পাসরোবর, পঞ্চবটী, নাসিকা, ব্রহ্মগিরি, গোদাবরীর জন্মস্থান কুশাবর্ত প্রভৃতি তীর্থ মহাপ্রভুর পদরজে অভিষিক্ত হইয়া ধন্যাতিধন্য হইয়াছেন। এই ভ্রমণকালে গোদাবরী-তীরে শ্রীরামানন্দ রায়ের সহিত সুসিদ্ধান্তপূর্ণ প্রেমালাপ, শ্রীরঙ্গমে চাতুর্মাস্যকাল অবস্থান করিয়া সপরিবার শ্রীবেঙ্কটভট্টকে (যাঁহার পুত্র শ্রীবৃন্দাবনের প্রসিদ্ধ ষড়্‌গোস্বামীর অন্যতম শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী) কৃষ্ণভক্ত করা, মাদুরায় রামভক্ত ব্রহ্মণকে অপ্রাকৃত সীতাতত্ত্ব বর্ণন, কূর্মক্ষেত্রে গলৎকুষ্ঠগ্রস্ত ভক্ত বাসুদেব বিপ্রকে আলিঙ্গনদ্বারা রোগমুক্ত ও সুন্দর করিয়া 'বাসু-দেবামৃত'-নামপ্রাপ্তি, শ্রীরঙ্গমে গীতপাঠী বিপ্রের, উচ্চারণে ভ্রান্তিসত্ত্বেও প্রেমযোগে অর্জুনের রথে উপদেশদানরত শ্রীকৃষ্ণদর্শনসহ গীতা-আবর্তনের প্রশংসা, মল্লারদেশে ভট্টরথীদের কবল হইতে স্বীয় সেবক কালা কৃষ্ণদাসকে উদ্ধার, পয়স্বিনী-তীর হইতে **'ব্রহ্মসংহিতা'** এবং কৃষ্ণবেণ্বাতীর হইতে **'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত'** আনয়ন প্রভৃতি প্রসঙ্গ বিশেষ ভাবে অনুশীলনের বিষয়।

পুরীতে প্রত্যাবর্তনান্তে বঙ্গে বিজয়

দক্ষিণ ভারত হইতে পুরীতে প্রত্যাবর্তনের পরে মহাপ্রভু শ্রীরূপ-সনাতনের বহু দৈন্যপূর্ণ পত্র পাইয়া বঙ্গদেশে শুভবিজয় করেন এবং

শান্তিপুরে গঙ্গা, মাতা ও ভক্তবৃন্দকে দর্শন-প্রদানান্তে বহুভক্তসহ রাম-কেলিতে যাইয়া শ্রীরূপ-সনাতনকে দর্শন প্রদান করেন এবং তাঁহাদিগকে যত সত্বর সম্ভব রাজকার্য পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইবার নির্দেশ দেন। অতঃপর 'কানাইর নাটশালা' হইতে পুরীতে প্রত্যাবর্তন করেন।

দশম অধ্যায়

ব্রজমণ্ডলে শুভবিজয়

ঝারিখণ্ডের পথে শ্রীমন্মহাপ্রভু

অতঃপর মহাপ্রভু পুরী হইতে সেবক বলভদ্র ভট্টাচার্য ও তৎসঙ্গী এক ব্রাহ্মণসহ ঝারিখণ্ডের বনপথে শ্রীব্রজমণ্ডল যাত্রা করেন। সেই ভীষণ জঙ্গলপূর্ণ পথে ব্যাঘ্র, হস্তী, গণ্ডার প্রভৃতি হিংস্র-স্বভাব পশুগুলিও হিংসা পরিত্যাগপূর্বক মহাপ্রভুর পাদস্পর্শে ধন্যাতিধন্য হইয়া প্রেমে নৃত্য করিয়াছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ভাষায় সেই বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

প্রসিদ্ধ পথ ছাড়ি' প্রভু উপপথে চলিলা।
'কটক' ডাহিনে করি' বনে প্রবেশিলা॥
নির্জন বনে চলে প্রভু কৃষ্ণনাম লইয়া।
হস্তী ব্যাঘ্র পথ ছাড়ে প্রভুরে দেখিয়া॥

পালে পালে ব্যাঘ্র, হস্তী, গণ্ডার, শূকরগণ।
তার মধ্যে আবেশে প্রভু করিলা গমন॥
দেখি' ভট্টাচার্যের মনে হয় মহাভয়।
প্রভুর প্রতাপে তারা এক পাশ হয়॥
একদিন পথে ব্যাঘ্র করিয়াছে শয়ন।
আবেশে তার গায়ে প্রভুর লাগিল চরণ॥
প্রভু কহে—কহ 'কৃষ্ণ', ব্যাঘ্র উঠিল।
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' কহি' ব্যাঘ্র নাচিতে লাগিল॥
আর দিনে মহাপ্রভু করে নদী-স্নান।
মত্ত হস্তী যূথ আইল করিতে জল পান॥
প্রভু জলে 'কৃত্য' করেন, আগে হস্তী আইলা।
'কৃষ্ণ' কহ বলি'—প্রভু জল ফেলি মারিলা॥
সেই জলবিন্দুকণা লাগে যার গায়।
সেই 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' করে—প্রেমে নাচে গায়॥
কেহ ভূমে পড়ে, কেহ করয়ে চিৎকার।
দেখি' ভট্টাচার্যের মনে হয় চমৎকার॥
পথে যাইতে করে প্রভু সঙ্কীর্তন।
মধুর কণ্ঠধ্বনি শুনি' আইসে মৃগীগণ॥
ডাহিনে বামে ধ্বনি শুনি' যায় প্রভু সঙ্গে।
প্রভু তার অঙ্গ মুছে শ্লোক পড়ে রঙ্গে॥
হেন কালে ব্যাঘ্র তথা আইল পাঁচ-সাত।
ব্যাঘ্র মৃগী মিলি' চলে মহাপ্রভুর সাথ॥
দেখি' মহাপ্রভুর 'বৃন্দাবন'-স্মৃতি হইল।
বৃন্দাবন গুণ-বর্ণন শ্লোক পড়িল॥

'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' কহ, করি' প্রভু যবে বলিল।
'কৃষ্ণ' কহি'—ব্যাঘ্র-মৃগ নাচিতে লাগিল ॥
নাচে কাঁন্দে ব্যাঘ্রগণ মৃগীগণ-সঙ্গে।
বলভদ্র ভট্টাচার্য দেখে অপূর্ব-রঙ্গে ॥
ব্যাঘ্র-মৃগ অন্যোন্যে করে আলিঙ্গন।
মুখে মুখ দিয়া করে অন্যোন্যে চুম্বন ॥
কৌতুক দেখিয়া প্রভু হাসিতে লাগিলা।
তা' সবাকে তাঁহা ছাড়ি' আগে চলি গেলা ॥
ময়ূরাদি পক্ষিগণ প্রভুরে দেখিয়া।
সঙ্গে চলে, 'কৃষ্ণ' বলি নাচে মত্ত হঞা ॥
'হরিবোল'—বলি' প্রভু করে উচ্চধ্বনি।
বৃক্ষলতা—প্রফুল্লিত সেই ধ্বনি শুনি' ॥
'ঝারিখণ্ডে' স্থাবর-জঙ্গম আছে যত।
কৃষ্ণনাম দিয়া কৈল প্রেমেতে উন্মত্ত ॥
যেই গ্রাম দিয়া যান, যাঁহা করেন স্থিতি।
সে-সব গ্রামের লোকের হয় 'প্রেমভক্তি' ॥
কেহ যদি তা'র মুখে শুনে কৃষ্ণনাম।
তাঁর মুখে আন শুনে, তাঁর মুখে আন ॥
সবে 'কৃষ্ণ' 'হরি' বলি' নাচে কান্দে হাসে।
পরম্পরায় 'বৈষ্ণব' হইল সর্বদেশে ॥
গৌড়, বঙ্গ, উৎকল, দক্ষিণ দেশ গিয়া।
লোকের নিস্তার কৈল আপনে ভ্রমিয়া ॥
মথুরা যাইবার ছলে আসেন ঝারিখণ্ড।
ভিন্ন প্রায় লোক তাহা পরম-পাষণ্ড ॥

নাম প্রেম দিয়া কৈল সবার নিস্তার।
চৈতন্যের গূঢ়লীলা বুঝিতে শক্তি কার॥
বন দেখি' ভ্রম হয় এই 'বৃন্দাবন'।
শৈল দেখি' মনে হয় এই "গোবর্ধন"॥
যাঁহা নদী দেখে, তাঁহা মানয়ে 'কালিন্দী'।
মহা-প্রেমাবেশে নাচে প্রভু পড়ে কান্দি'॥

[ঝারিখণ্ড—বর্তমান আটগড়, ঢেঙ্কানল, আঙ্গুল, লাহারা, কিয়োঞ্ঝর, বামড়া, বোনাই, গাঙ্গপুর, ছোটনাগপুর, যশপুর, সরগুজা প্রভৃতি পর্বত ও জঙ্গলময় রাজ্য।]

শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীমন্মহাপ্রভু

যখন মথুরা ও শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া পৌছিলেন তখন মহাপ্রভুর প্রেম অনন্তগুণে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। যথা—

"নীলাচলে ছিলা যৈছে প্রেমাবেশ মন।
বৃন্দাবনে যাইতে পথে হৈল শতগুণ॥
সহস্র গুণ প্রেম বাড়ে মথুরা-দরশনে।
লক্ষগুণ প্রেম বাড়ে ভ্রমেণ যবে বনে॥
অন্য দেশে প্রেম উছলে বৃন্দাবন-নামে।

দক্ষিণ ভারতের ন্যায় পশ্চিম ভারতে যাইবার সময়েও মহাপ্রভু জনগণকে নাম-প্রেমে উন্মত্ত করিয়াছেন। শ্রীবৃন্দাবনে যাইবার পথে স্বীয় অনুকম্পিত শ্রীতপন মিশ্র ও বৈদ্য চন্দ্রশেখরের অনুরোধে মহাপ্রভু কয়েক দিন কাশীতে ছিলেন। শ্রীব্রজমণ্ডলে শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের অনুকম্পিত সানোড়িয়া বিপ্রকে সঙ্গে লইয়া দ্বাদশ বন ভ্রমণ করিয়াছেন, তৎকালে আরিট্‌গ্রামে দুই ধান্যক্ষেত্রে শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ড আবিষ্কার করিয়াছেন। পরবর্তী কালে "শ্রীরূপ-সনাতন, ভট্ট রঘুনাথ।

শ্রীজীব, গোপালভট্ট, দাস রঘুনাথ॥ এই প্রসিদ্ধ ষড়্‌গোস্বামিদ্বারা মহাপ্রভু—১। লুপ্ততীর্থোদ্ধার, ২। শ্রীবিগ্রহসেবাপ্রকাশ, ৩। ভক্তিগ্রন্থ-প্রণয়ন ও ৪। ভক্তিসদাচার প্রচার—এই চারিটী কার্য করাইয়াছেন।

মূর্খলোকের কৈবর্তকে কৃষ্ণজ্ঞান

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবৃন্দাবনে অক্রূরঘাটে অবস্থান-কালে একদিন কতিপয় ব্যক্তি বলিতে লাগিল—শ্রীকৃষ্ণ কালিয়দহে রাত্রিকালে কালিয়-দমন-লীলা করিতেছেন, তাহারা তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ঐ কথা শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভু হাস্য করিলেন। ৩ দিন ঐরূপ কলরব চলিল। শেষ দিন মহাপ্রভুর সঙ্গী বলভদ্র ভট্টাচার্যও তাহা দর্শনের জন্য মহাপ্রভুর অনুমতি চাহিলেন। মহাপ্রভু ভট্টাচার্যকে চপেটাঘাত করিয়া বলিলেন,—

"মূর্খের বাক্যে মূর্খ হৈলা পণ্ডিত হঞা।
কৃষ্ণ কেনে দরশন দিবেন কলিকালে?
নিজ ভ্রমে মূর্খ-লোক করে কোলাহলে॥
বাতুল না হইও, ঘরে রহত বসিয়া॥"

পরদিন প্রাতে সেই সকল লোক নিজেদের ভ্রান্তি প্রকাশ করিয়া বলিল—"কালিয়দহে এক কৈবর্ত নৌকায় প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করিয়া মৎস্য ধরে। দূর হইতে আমরা তাহার নৌকাটীকে 'কালিয়', কৈবর্তকে 'কৃষ্ণ' এবং নৌকাস্থিত প্রদীপটীকে কালিয়-সর্পর মস্তকস্থিত 'রত্ন' বিবেচনা করিয়াছিলাম। আমাদের এই দর্শন নিশ্চয়ই ভ্রমাত্মক। তবে আমরা নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইয়াছি। সেই শ্রীকৃষ্ণ—আমাদের সম্মুখস্থিত স্বয়ং মহাপ্রভু, যদিও তিনি গৌরবর্ণ।"

শ্রীবৃন্দাবন হইতে প্রাত্যাবর্তনের পথে

শ্রীবৃন্দাবন হইতে নীলাচলে প্রত্যাবর্তনকালে মহাপ্রভু সোরোক্ষেত্রের নিকটে একটি স্থানে কয়েকটি পাঠান সৈন্যকে বৈষ্ণব করিয়াছিলেন; তজ্জন্য স্থানটির নাম হইয়াছে **পাঠান বৈষ্ণবের গ্রাম**। অতঃপর মহাপ্রভু প্রয়াগে দশদিন অবস্থান করিয়া শ্রীরূপ গোস্বামিপাদকে বিশেষভাবে অভিধেয়তত্ত্ব এবং কাশীতে প্রায় দুই মাস অবস্থানপূর্বক শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতীকে মায়াবাদ হইতে উদ্ধার এবং শ্রীল সনাতন গোস্বামীকে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছেন।

মহাপ্রভু শ্রীরূপ ও শ্রীঅনুপমসহ প্রয়াগে ত্রিবেণীতে অবস্থান-কালে যমুনার অপর পারস্থ আড়াইল গ্রাম হইতে বৈষ্ণব পণ্ডিত শ্রীবল্লভ ভট্ট তথায় আসিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্ম বন্দনা করতঃ তাঁহাকে স্বীয় আলয়ে লইয়া যান এবং সগোষ্ঠী তাঁহার পাদোদক-পানে ধন্য হন। এই স্থানে শ্রীরঘুপতি উপাধ্যায়ের সহিত মহাপ্রভুর প্রেমালাপ হয়। পরবর্তি-কালে শ্রীবল্লভভট্ট পুরীতে শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

একাদশ অধ্যায়

শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন-প্রসঙ্গ

শ্রীসনাতন গোস্বামী ও শ্রীরূপ গোস্বামী যজুর্বেদীয় ভরদ্বাজ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ-বংশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের পূর্বপুরুষ নৃপতি সর্বজ্ঞ কর্ণাট দেশের রাজা ছিলেন। তাঁহার (সর্বজ্ঞের) পুত্র অনিরুদ্ধ

তৎপুত্র রূপেশ্বর ও হরিহর। হরিহর রাজ্য লাভ করেন। রূপেশ্বর বর্ধমান জিলায় শিখরপ্রদেশে আসিয়া বাস করেন। তৎপুত্র পদ্মনাভ গঙ্গার তীরে নৈহাটীতে বাস্তব্য স্থাপন করেন। তৎপুত্র মুকুন্দ, তৎপুত্র কুমারদেব; ইনি মহাসদাচারী ছিলেন এবং যশোহর জিলায় ফতেপুর-নামক স্থানে বাসগৃহ নির্মাণ করেন। ইঁহার তিনটী ভগবদ্ভক্ত পুত্র- ১। শ্রীসনাতন ২। শ্রীরূপ ৩। শ্রীঅনুপম বা বল্লভ। এই বল্লভনন্দনই শ্রীজীবগোস্বামী। শ্রীকুমারদেব পুত্রদিগকে সুশিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। বিখ্যাত গৌড়দেশের তৎকালীন বাদসাহ হোসেনশাহ শ্রীকুমারদেবের তিন পুত্রকে সুচতুর ও সুবিজ্ঞ পণ্ডিত জানিয়া রাজধানীতে আনয়নপূর্বক উচ্চ রাজপদে অধিষ্ঠিত করিলেন। শ্রীসনাতনকে প্রধান মন্ত্রী, শ্রীরূপকে দেওয়ানী বিভাগের সর্বপ্রধান কর্তা এবং বল্লভ বা অনুপমকে অর্থ-সচিবের পদ প্রদান করিলেন। মহাপ্রভু সন্ন্যাসগ্রহণান্তে পুরী হইতে বাংলার তদানীন্তন রাজধানী গৌড়ের উপকণ্ঠে রামকেলিতে শুভবিজয় করিলে শ্রীরূপ ও সনাতন প্রভুদ্বয় দৈন্যভরে দন্তে তৃণ ধারণপূর্বক তাঁহার (মহাপ্রভুর) পাদমূলে পতিত হইয়া কৃপা প্রার্থনা করেন।

বাদশাহ হোসেন শাহ শ্রীসনাতনপ্রভুকে 'সাকরমল্লিক' এবং শ্রীরূপ-প্রভুকে 'দবিরখাস' উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। কাহারো কাহারো মতে শ্রীসনাতনের ও শ্রীরূপের পিতৃদত্ত নাম যথাক্রমে অমর ও সন্তোষ। কিন্তু একথা সর্ববাদিসম্মত যে শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ নাম প্রদান করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর কৃপায় দুই ভ্রাতা তাঁহাদের অতুল ঐশ্বর্য পরিত্যাগপূর্বক দীন ভিক্ষুকের বেশ গ্রহণ করিলেন। ইঁহাদের বৈরাগ্য বৈষ্ণব-জগতে জ্বলন্ত আদর্শ হইয়া রহিয়াছে। মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন প্রভুদ্বয় জগতে শুদ্ধ-বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেন; ইঁহারা অনুক্ষণ শ্রীহরিনাম করিতেন এবং জগতের প্রত্যেককে শ্রীহরি

নামের উপদেশ দান করিতেন। ব্রজমণ্ডলে এক এক রাত্রি এক এক বৃক্ষতলে যাপন করিতেন। শুধু একপল মাঠা কিম্বা এক মুষ্টি চানা চিবাইয়া অহর্নিশ হরিনাম করিতেন। তদ্ব্যতীত চৈতন্যদেবের আদেশে—১। লুপ্ততীর্থোদ্ধার, ২। শ্রীমূর্তিসেবা-প্রকটন, ৩। ভক্তি গ্রন্থ-প্রণয়ন এবং ৪। শ্রীনামপ্রেমপ্রচার করিয়াছিলেন; বৈষ্ণবস্মৃতি শ্রীহরিভক্তিবিলাস-গ্রন্থে শ্রীল সনাতন গোস্বামী বৈষ্ণব-সদাচার বর্ণনা করিয়াছেন। উভয়ে বৈষ্ণবদর্শন ও রসতত্ত্বসম্বন্ধে বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া জগতের মায়ামোহ পরিত্যাগপূর্বক শ্রীভগবানের সেবাই যে জীবের নিত্যকৃত্য, এতদ্ভিন্ন মনুষ্যজীবনে কোন মুখ্য কৃত্য নাই, ইহাই স্ব-স্ব জীবনে আচরণদ্বারা তাঁহারা জীবগণকে শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীব্রজমণ্ডলে তাঁহারা—

"কভু কাঁদে হাসে, কভু প্রেমানন্দে ভাসে,
কভু ভিক্ষা কভু উপবাস।
ছেঁড়া কাঁথা নেড়া মাথা, মুখে কৃষ্ণগুণ-গাঁথা,
ছেঁড়া কৌপীন, ছেঁড়া বহির্বাস
কভু বা বনের শাক, অলবণে করি' পাক,
মুখে দেন দুই এক গ্রাস।"

প্রয়াগে শ্রীরূপ-শিক্ষা

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপকে প্রয়াগে শ্রীদশাশ্বমেধঘাটে শক্তিসঞ্চারপূর্বক দশদিন অভিধেয় ভক্তিতত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছেন। তদবলম্বনেই শ্রীরূপ-গোস্বামিপাদ 'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু' রচনা করিয়াছেন। শুধু ভক্তিতত্ত্ব নহে,—

"কৃষ্ণতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব, রস-তত্ত্ব-শাস্ত্র।
সব শিখাইল প্রভু ভাগবত-সিদ্ধান্ত।" (চৈঃ চঃ)

কালে বৃন্দাবন রসকেলি বার্তা লুপ্ত হইয়াছিল সেই লীলা বিশেষ-রূপে বিস্তার করিবার জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনকে কৃপামৃতের দ্বারা অভিষিক্ত করিয়াছিলেন।

"প্রিয়স্বরূপে দয়িতস্বরূপে প্রেমস্বরূপে সহজাভিরূপে।
নিজানুরূপে প্রভুরেকরূপে, ততানরূপে স্ববিলাসরূপে।"

[শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক]

—নিজের প্রিয়স্বরূপ, দয়িতস্বরূপ, প্রেমস্বরূপ, স্বাভাবিক-মনোজ্ঞরূপ-বিশিষ্ট এবং নিজের অনুরূপ—এবম্ভূত স্বীয় বিলাসরূপ শ্রীরূপগোস্বামীতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু ভক্তিরসশাস্ত্র বিস্তার করিয়াছিলেন।

শিক্ষাসার

"জলজা নবলক্ষাণি স্থাবরা লক্ষবিংশতিঃ।
কৃময়ো রুদ্রসংখ্যকাঃ পক্ষিণাং দশলক্ষকম্।
ত্রিংশল্লক্ষাণি পশবশ্চতুর্লক্ষাণি মানুষাঃ॥" (বিষ্ণুপুরাণ)

—জলজন্তু ৯ লক্ষ, বৃক্ষ-প্রস্তরাদি স্থাবর ২০ লক্ষ, কৃমিসমূহ ১১ লক্ষ, পক্ষিসমূহ ৩০ লক্ষ, পশুসমূহ ৩০ লক্ষ এবং মনুষ্যগণ ৪ লক্ষ যোনিতে ভ্রমণ করিয়া থাকে। অর্থাৎ বিশ্বের অনন্তজীবগণকে ৮৪ লক্ষ যোনিতে ভ্রমণ করিতে হয়।

কেশের অগ্রভাগকে শতভাগ করিলে তাহার শত শতাংশ সদৃশ স্বরূপই জীবের সূক্ষ্মস্বরূপ; জীব—চিৎকণ ও সংখ্যাতীত।

জীব দুই প্রকার—নিত্যমুক্ত ও নিত্যবদ্ধ। নিত্যবদ্ধগণ পুনঃ স্থাবর-জঙ্গম ভেদে দুই প্রকার। বৃক্ষ-প্রস্তরাদি অচল জীবসমূহ স্থাবর এবং পশু-পক্ষি-মনুষ্যাদি সকল জীবগণ জঙ্গম। জঙ্গমগণ তিনপ্রকার—তির্যক পক্ষিগণ, জলচর ও স্থলচর প্রাণিসমূহ। স্থলচরগণের মধ্যে

মনুষ্যগণ অত্যন্ত অল্প-সংখ্যক। সেই অত্যল্প মানবদিগের মধ্যে পশু-প্রায় স্বভাববিশিষ্ট ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, শবর ও নাস্তিক বৌদ্ধদিগকে বাদ দিলে বেদনিষ্ঠ মনুষ্য অবশিষ্ট থাকে। বেদনিষ্ঠ দুই প্রকার—ধর্মাচারী ও অধর্মাচারী। ধর্মাচারীগণমধ্যে অনেকেই কর্মনিষ্ঠ, কেহ বা জ্ঞাননিষ্ঠ। কোটি-জ্ঞাননিষ্ঠ মধ্যে বস্তুতঃ একজন মুক্ত; যাঁহারা জড়বুদ্ধির কবল হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছেন, তাঁহাদিগকেই এস্থলে 'মুক্ত' বলা হইয়াছে। সেই মুক্তগণের মধ্যে যিনি শ্রদ্ধালু হইয়া কৃষ্ণভজনে প্রবৃত্ত, তিনিই কৃষ্ণভক্ত। মুক্ত পর্যন্ত সকলেরই কামনা আছে, কিন্তু কৃষ্ণভক্তের কামনা নাই।

"কৃষ্ণভক্ত—নিষ্কাম, অতএব শান্ত।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী—সকলি অশান্ত॥" (চৈঃ চঃ)

জীবগণ আপন আপন কর্মসূত্রে ব্রহ্মাণ্ডে নানা যোনিতে ভ্রমণ করিতেছেন। তন্মধ্যে যাঁহার ভক্ত্যুদয়োপযোগী সুকৃতিরূপ ভাগ্যোদয় হয়, তিনি গুরু-কৃষ্ণপ্রসাদে ভক্তি-লতার বীজ যে 'শ্রদ্ধা' তাহা লাভ করেন এবং সেই বীজ পাইবামাত্র মালিস্বরূপ হইয়া নিজ হৃদয়ক্ষেত্রে তাহা রোপণ করেন। বীজ রোপিত হইয়া অঙ্কুরিত হইতে হইতে ভগবৎকথা ও ভক্তকথার শ্রবণ-কীর্তনরূপ জলে সেই ক্ষেত্রের সেচন করেন। ভক্তিলতা উৎপন্ন হইয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে হইতে এই মায়িক ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া বিরজা ও জ্যোতির্ময় ব্রহ্মলোক ভেদপূর্বক পরব্যোমে স্থান প্রাপ্ত হয়। সেই পরব্যোমে লতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া তদুপরি গোলোক-বৃন্দাবন পর্যন্ত গমন করতঃ কৃষ্ণচরণরূপ কল্পবৃক্ষে আরোহণ করে। কৃষ্ণচরণারূঢ় ভক্তিলতাতেই 'প্রেমফল' ফলে। এ যাবৎ সাধক মালী শ্রবণ-কীর্তন-জল সেচন করিতে থাকেন। এই প্রক্রিয়া-সময়ে জলসেচনব্যতীত আর একটি প্রক্রিয়া আছে; কিছুদিন জল সেচন

করিতে করিতে লতা যখন বর্ধিত হইতে থাকে, তখন অপর জন্তু আসিয়া তাহার পাতা ছিড়িয়া ফেলে বা উত্তাপাদিতে পাতা শুকাইয়া যায়। এই প্রক্রিয়ায় বৈষ্ণব-অপরাধই দুষ্টজন্তুস্থলীয় বস্তু। সেই বৈষ্ণব অপরাধই মত্ত হস্তীর ন্যায় ঐ সমস্ত ক্ষতি করে। সে-সময়ে মালী বেড়া দিয়া বা আবরণ প্রস্তুত করিয়া বিশেষ যত্ন করিতে থাকে, তাহাতে অপরাধ-হস্তীর উদ্গম হয় না। এই সময় আর একটি উৎপাত আছে, যে সময়ে ভক্তিলতা উঠিতে থাকে, সে সময়ে যদি উপশাখা অধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তাহাতে দোষ জন্মে। উপশাখাগুলি—ভুক্তি-বাঞ্ছা, মুক্তিবাঞ্ছা, নিষিদ্ধাচার, কুটিনাটি, জীবহিংসা-প্রবৃত্তি, লাভেচ্ছা, নিজের জড়ীয় সম্মান বা প্রতিষ্ঠার আশা। বিশেষ সাবধান না হইলে শ্রবণ-কীর্তনাদি সেকজলে মূল-লতার প্রতিকূলে উপশাখাসমূহই অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে, তাহাতে মূলশাখা শুদ্ধ হইয়া বাড়িতে পারে না। অতএব মালী এই উপশাখারূপ অনর্থগুলিকে শ্রবণ-কীর্তন-জল-সেচন-সময়েই প্রথম হইতে ছেদন করিবেন; তাহা হইলেই, মূলশাখা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া বৃন্দাবনে যাইবে। এই প্রেমাই জীবের পরমপুরুষার্থ; ধর্ম, অর্থ কাম ও মোক্ষ—এই চারি পুরুষার্থ ইহার নিকট তৃণতুল্য।

যে-পর্যন্ত কৃষ্ণবশীকরণ-সিদ্ধৌষধিরূপ দাস্যাদি প্রেমের লেশমাত্র অন্তঃকরণপথের পথিক না হয়, সে-পর্যন্ত সমৃদ্ধিশালিনী সিদ্ধি, (এবং সমগ্র ধর্মমার্গের বিজেতা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ), সত্যাদি ধর্মমূলক সমাধিরূপ উৎকৃষ্ট ব্রহ্মানন্দ নিজ-নিজ-চাকচিক্যে জীবকে চমৎকৃত করে।

ভক্ত্যাভাসে প্রেমের উৎপত্তি হয় না; শুদ্ধভক্তি হইতেই প্রেমের উৎপত্তি হয়। শুদ্ধভক্তির সংজ্ঞা,—

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা।"

শুদ্ধভক্তির লক্ষণ এই,—শুদ্ধভক্তিতে শ্রীকৃষ্ণের অহৈতুকী সেবার নিমিত্ত স্বীয় উন্নতি-বাঞ্ছা ব্যতীত অন্য কোন বাঞ্ছা থাকিতে পারে না। কৃষ্ণব্যতীত অন্য কোন সেব্য ব্রহ্ম-পরমাত্মাদি স্বরূপের পূজা থাকিতে পারে না। এই সমস্ত হইতে বিমুক্ত হইয়া জীবন-যাত্রায় যাহা ভক্তির অনুকূল, কেবলমাত্র তাহাই গ্রহণপূর্বক সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বারা কৃষ্ণানুশীলন করার নাম 'শুদ্ধভক্তি'।

সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বারা হৃষীকেশ-সেবনের নাম 'ভক্তি'। এই স্বরূপ-লক্ষণময়ী ভক্তির দুইটী 'তটস্থ' লক্ষণ—যথা, ঐ শুদ্ধভক্তি সকল উপাধি হইতে মুক্ত থাকিবে এবং কেবল কৃষ্ণপরা হইয়া স্বয়ং নির্মলা থাকিবে। এতাদৃশী ভক্তিকেই 'আত্যন্তিক-ভক্তিযোগ' বলা যায়। সেই ভক্তিযোগ-দ্বারা জীব গুণময়ী মায়াকে অতিক্রম করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বিমল প্রেম লাভ করেন।

ভক্তিস্পৃহা মুক্তিস্পৃহা— এই দুইটী পিশাচী, যে পর্যন্ত ইহারা কোন ব্যক্তির হৃদয়ে বর্তমান সে পর্যন্ত তাহার হৃদয়ে ভক্তিসুখের অভ্যুদয় হইতে পারে না।)

ভক্তির তিনটী অবস্থা—সাধনাবস্থা, ভাবাবস্থা ও প্রেমাবস্থা। শ্রবণ-কীর্তনাদি নববিধ অঙ্গ প্রথমে সাধনভক্তিতেই ক্রিয়মাণ হয়। শ্রদ্ধা-পূর্বক শ্রবণ-কীর্তনাদি করিতে করিতে পূর্বোক্ত অনর্থসকল যত হ্রাস পাইতে থাকে, ততই শ্রদ্ধা-বৃত্তি ক্রমশঃ উচ্চভাব ধারণ করিয়া নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, ভাব বা রতি,—এই সকল নামে পরিচিত হয়। সাধন-ভক্তি হইতেই রতির উদয় হয়, শ্রবণ-কীর্তনাদির অনুশীলনে সেই রতি যত গাঢ় হইতে থাকে, ততই 'প্রেমাদি'-নাম ধারণ করে; প্রেম ক্রমশঃ বৃদ্ধিক্রমে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব পর্যন্ত উন্নত হয়। উদাহরণস্থল এই যে, ইক্ষুরস—যেন রতিস্থানীয় বীজস্বরূপ,

তাহা যত গাঢ় হয়, ততই প্রথমে গুড়ত্ব, পরে খণ্ডসারত্ব, শর্করাত্ব, সিতা-মিছ্‌রিত্ব ও উত্তম মিছ্‌রিত্ব—এই সকল অবস্থা লাভ করে। রতি হইতে মহাভাব পর্যন্ত সমস্তই কৃষ্ণভক্তিরসে স্থায়িভাব বলিয়া পরিচিত ; রতিকেই সর্বত্র 'স্থায়িভাব' বলিয়া থাকেন।

সেই স্থায়িভাবে বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী—এই চারিটি সামগ্রী মিলিত হইলেই রসোদয় হয়। কৃষ্ণভক্তি-ব্যাপারে স্থায়িভাবে ঐ সকল সামগ্রী সংযুক্ত হইলে 'কৃষ্ণভক্তিরস' হয়। স্থায়িভাবই রসোদ্দীপন-কার্যে মুখ্য আধার। তাহার সহিত বিভাবাদি চারিটি সামগ্রী সংযোজিত হয়। অতএব স্থায়িভাবই রসের 'মূল', বিভাবই রসের 'হেতু', অনুভাবই রসের 'কার্য', সাত্ত্বিকভাবও রসের 'কার্যবিশেষ' এবং সঞ্চারী বা ব্যভিচারী-ভাবসকলই রসের 'সহায়'।

রস মুখ্য ও গৌণ-ভেদে দ্বিবিধ। মুখ্য রস ৫ প্রকার—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। গৌণ রস ৭ প্রকার—হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক ও বীভৎস। মুখ্য রসপঞ্চক স্থায়িভাবেই ভক্ত-হৃদয়ে থাকে ; গৌণ রসসপ্তক কারণ উপস্থিত হইলে ভক্তহৃদয়ে আগন্তুক-ভাবে উদিত হয়।

যাঁহার স্বরূপে যে রসের সেবা, তাঁহার নিকট সেই রস সর্বোত্তম বলিয়া বিবেচিত হয় ; কিন্তু নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে রসসমূহের মধ্যে তর-তমতা আছে। 'তৃষ্ণা' অর্থাৎ নিজসুখপর কর্মাগ্রহিতা এবং জ্ঞানিগণের কাম্য ব্রহ্মসাযুজ্য ও যোগিগণকাম্য ঈশ্বরসাযুজ্য-মুক্তি কোন রসেই স্থান পায় না। শান্ত-রসে কৃষ্ণনিষ্ঠা ; দাস্যরসে নিষ্ঠা ও মমতা ; সখ্যরসে নিষ্ঠা, মমতা ও বিশ্রম্ভভাব ; বাৎসল্যে নিষ্ঠা, মমতা বিশ্রম্ভ ও স্নেহ এবং মধুর-রসে বাৎসল্যের এই গুণচতুষ্টয়কে ক্রোড়ীভূত করিয়া

সর্বাঙ্গদ্বারা সর্বতোভাবে নিঃসঙ্কোচ-সেবা বিদ্যমান। সুতরাং মধুর-রস সর্বোত্তম; ইহা আদি বা শৃঙ্গার-রস-নামেও খ্যাত।

কৃষ্ণরতি দুই প্রকার—ঐশ্বর্যজ্ঞানমিশ্রা ও কেবলা বা ঐশ্বর্যজ্ঞানহীনা। দ্বারকা ও মথুরায় এবং বৈকুণ্ঠসমূহে ঐশ্বর্যজ্ঞানমিশ্রা ভক্তি; তজ্জন্য তথায় প্রেম সঙ্কুচিত; কিন্তু গোকুলে কৃষ্ণরতি—কেবলা, তথায় গোপ-গোপীগণ কৃষ্ণের ঐশ্বর্য দর্শন করিলেও তাহা মানিতে চাহেন না। শ্রীকৃষ্ণ এই কেবলা রতিরই বশীভূত।

শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ মহাপ্রভুর শিক্ষানুসরণে 'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু'-গ্রন্থে রসসমূহের সুবিস্তৃত বৈজ্ঞানিক আলোচনা করিয়াছেন। মধুর-রসের বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন 'উজ্জ্বলনীলমণি'তে। এই গ্রন্থদ্বয় ব্যতীত তিনি 'বিদগ্ধমাধব' ও 'ললিতমাধব' নাটকদ্বয়, 'দানকেলিকৌমুদী', 'উদ্ধবসন্দেশ', 'হংসদূত'-কাব্য, 'কৃষ্ণজন্মতিথিবিধি', 'কৃষ্ণগণোদ্দেশ-দীপিকা', 'স্তবমালা', 'দানলীলাকৌমুদী', 'আখ্যাতচন্দ্রিকা', 'পদ্যাবলী', মথুরামহিমা' ও নাটকচন্দ্রিকা', লঘুভাগবতামৃত' প্রমুখ বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

কাশীতে শ্রীসনাতন-শিক্ষা

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমণান্তে পুরী-ধামে প্রত্যাবর্তনের পথে প্রয়াগে শ্রীল রূপ গোস্বামীকে শিক্ষা প্রদানের পরে তাঁহাকে শ্রীবৃন্দাবনে পাঠাইয়া যখন কাশীতে উপস্থিত হইলেন তখন—তদানীন্তন স্বাধীন বঙ্গের প্রধান মন্ত্রী শ্রীল সনাতন গোস্বামী রাজকার্য পরিত্যাগপূর্বক মহাপ্রভুর পাদপদ্মে উপস্থিত হ'ন এবং শ্রীল তপনমিশ্রের একটী ব্যবহৃত পুরাতন বস্ত্র প্রসাদরূপে গ্রহণ করিয়া তদ্দ্বারা কৌপীন ও বহির্বাস নির্মাণপূর্বক বৈরাগ্যের বেশ অবলম্বন করেন।

শ্রীমহাপ্রভুর কাশীতে সনাতন গোস্বামীকে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছেন। মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ-প্রকাশ।
কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব—অনাদি বহির্মুখ।
অতএব মায়া তা'রে দেয় সংসার-দুঃখ॥"

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য, ২০শ পঃ।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বিভুচৈতন্য, জীব তাঁহারই ক্ষুদ্রাংশ—অণুচৈতন্য। কেশের অগ্রভাগকে শতভাগ করিয়া, পুনরায় তাহার এক ভাগকে যদি শত ভাগ করা যায় সেই পরিমাণ অণুই অর্থাৎ ধারণার অতীত অণুই জীবের স্বরূপ। ভগবান্ সূর্যসদৃশ, জীব তাঁহার কিরণ-কণ; ভগবান্ বৃহৎ অগ্নিস্বরূপ, জীব স্ফুলিঙ্গকণ। ভগবান্ জীবের নিত্যপ্রভু, জীব ভগবানের নিত্যদাস। দাসের কর্তব্য প্রভুর সেবা করা এবং উহাই ভক্তি। জীব ও জড়ের সহিত ভগবানের 'অচিন্ত্যভেদাভেদ'-সম্বন্ধ; ইহাই মহাপ্রভুর শিক্ষা।

শ্রীকৃষ্ণের অনন্তশক্তির মধ্যে তিনটী প্রধান—চিচ্ছক্তি, জীব-শক্তি ও মায়াশক্তি। শ্রীকৃষ্ণদাস্য-বিস্মৃতিক্রমেই জীবের মায়াবন্ধন ও ত্রিতাপ-ভোগ। এই দুরবস্থা হইতে তাহাকে উদ্ধারের জন্যই শ্রীকৃষ্ণ বেদ-পুরাণাদি শাস্ত্ররূপে, শাস্ত্রার্থপ্রদর্শক-গুরুরূপে এবং অন্তর্যামী আত্মা-রূপে নিজতত্ত্ব তাহাকে অবগত করান। দেবশাস্ত্রে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের শিক্ষা আছে। সম্বন্ধতত্ত্ব—শ্রীকৃষ্ণ, অভিধেয়—কৃষ্ণভক্তি এবং প্রয়োজন—কৃষ্ণপ্রেম।

"কৃষ্ণের স্বরূপ—অনন্ত, বৈভব—অপার।
চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি, জীবশক্তি আর॥

বৈকুণ্ঠ, ব্রহ্মাণ্ডগণ—শক্তিকার্য হয়।
স্বরূপশক্তি-শক্তিকার্যের কৃষ্ণ-সমাশ্রয়॥
ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদি-র্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্॥
ব্রহ্ম—অঙ্গকান্তি তাঁ'র নির্বিশেষ প্রকাশে।
সূর্য যেন চর্মচক্ষে জ্যোতির্ময় ভাসে॥
পরমাত্মা যেঁহো, তেঁহো কৃষ্ণের এক অংশ।
আত্মার 'আত্মা' হ'ন কৃষ্ণ সর্ব-অবতংস॥
ভক্ত্যে ভগবানের অনুভব—পূর্ণরূপ।
একই বিগ্রহে তাঁ'র অনন্ত স্বরূপ।"

শ্রীকৃষ্ণের ত্রিবিধ রূপ—স্বয়ংরূপ, তদেকাত্মরূপ ও আবেশ-রূপ। তন্মধ্যে বৈভব ও প্রাভব-বিলাসাদি-ক্রমে ভগবানের মূর্তি-ভেদ-সকলের বিচার এবং পুরুষাবতারে মায়া-বৈভব, মন্বন্তরাবতার, গুণাবতার, শক্ত্যাবেশাবতার প্রভৃতি বিষয়সমূহ 'লঘুভাগবতামৃতে' উত্তমরূপে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর-লীলাসমূহ নিত্য। কৃষ্ণ-তত্ত্ব বর্ণনের পরে মহাপ্রভুর শ্রীল সনাতন গোস্বামীর নিকটে কৃষ্ণলোকতত্ত্ব, পরব্যোমতত্ত্ব ও মায়িক ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব বিবৃত করিয়াছেন। অতঃপর তিনি জীব-তত্ত্ব শুদ্ধা ভক্তির শ্রেষ্ঠতা, ভক্তিশূন্য জ্ঞান-যোগাদির অকর্মণ্যতা প্রদর্শন করিয়া শুদ্ধভক্তিযোগে অভীষ্ট বা প্রয়োজন কৃষ্ণপ্রেম লাভের জন্য যত্নপর হইতে নির্দেশ দিয়াছেন। মহাপ্রভু আরও বলিয়াছেন,—বর্ণাশ্রম-আসক্তি ছাড়িয়া একান্ত-ভাবে শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হওয়া চাই। জ্ঞান-বৈরাগ্য-যোগাদি কখনই ভক্তির অঙ্গ নহে। অহিংসা-যম-নিয়মাদির জন্য কোন পৃথক্ চেষ্টার প্রয়োজন হয় না; তাহারা ভক্তির সঙ্গে সঙ্গেই থাকে। এই প্রসঙ্গে মহাপ্রভু বিধিমার্গীয় ৬৪ প্রকার ভক্ত্যঙ্গও বর্ণন

করিয়াছেন। তাহা ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে বিস্তভাবে বর্ণিত হইয়াছে। মহাপ্রভু আরও বলিয়াছেন—ব্রজবাসিগণের রাগাত্মিকা ভক্তিই মুখ্যা। রাগানুগা ভক্তি—রাগাত্মিকা ভক্তিরই অনুগামিনী। অতঃপর মহাপ্রভু ভাবের লক্ষণ, প্রেমের ও প্রেমপ্রাদুর্ভাবের লক্ষণ এবং উদিতভাব ভক্তবৃন্দের ব্যবহার-লক্ষণ বর্ণন করিয়া প্রেম যে ক্রমে 'মহাভাব' হয়, তাহা ও পঞ্চ প্রকার রতি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি শ্রীকৃষ্ণের ৬৪ গুণ ও শ্রীরাধিকার ২৫ গুণ বর্ণন করিয়াছেন। তৎপরে শ্রীল সনাতন গোস্বামীর প্রার্থনা-মতে মহাপ্রভুর 'আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ' (ভা ১।৭।১০) শ্লোকটীর ৬১ প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সর্বশেষে তিনি গোস্বামিপাদকে বৈষ্ণব-স্মৃতি 'হরিভক্তিবিলাস'-রচনার আদেশ দিয়া গ্রন্থরাজের সূত্রগুলি বলিয়া দিলেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামী ভাগবতের 'বৃহদ্-বৈষ্ণব-তোষণী'-টীকা, বৃহদ্ভাগবতামৃত-খণ্ডদ্বয়, হরিভক্তিবিলাসের 'দিগ্দর্শিনী' টীকা ও 'শ্রীকৃষ্ণলীলাস্তব' প্রণয়ন করিয়াছেন।

দ্বাদশ অধ্যায়

কাশীর মায়াবাদী শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতীর উদ্ধার

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব কাশীতে আসিয়া বৈদ্য শ্রীচন্দ্রশেখরের গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তপন মিশ্রের ঘরে ভিক্ষা করিতেন; ইনি মহাপ্রভুর আজ্ঞায় বঙ্গদেশ হইতে আসিয়া বারাণসীতে অবস্থান করিতেছিলেন। লেখক চন্দ্রশেখর বৈদ্য এবং তপনমিশ্র—উভয়েই মহাপ্রভুর পরমভক্ত; কাশীতে মায়াবাদী সন্ন্যাসী শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতী

ষাট হাজার একদণ্ডী সন্ন্যাসীর গুরু; কাশীতে তাঁহার প্রভাব বিস্তর। ইনি শ্রীশঙ্করাচার্যের শারীরকভাষ্য মায়াবাদ পড়িয়া,—'একব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি', 'অহং ব্রহ্মাস্মি'—আমিই সেই ব্রহ্ম, 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' ইত্যাদি বেদান্তের একদেশীয় মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। ফলে মনে করিতেন,—ভগবানের নিত্যরূপ নাই; তিনি নিরাকার নির্বিশেষ ক্লীব ব্রহ্মমাত্র। শিষ্যগণকেও এই শিক্ষা দিতেন। ফলে প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতাই তাঁহারা আশ্রয় করিয়াছিলেন। বেদান্তের অধ্যাপক হইয়াও শ্রীপ্রকাশানন্দ বেদান্তের প্রকৃত মর্ম অবগত ছিলেন না। মহাপ্রভু কাশীতে আসিয়া মহামন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে কীর্তন করেন, নৃত্য করেন—এই কথা শুনিয়া শ্রীপ্রকাশানন্দ শিষ্যগণকে কহিলেন - "তোমরা সাবধানে থাকিও, চৈতন্য মহা ইন্দ্রজালী; শুনিলাম পুরীতে সার্বভৌম-ভট্টাচার্যও তাঁহার জালে পড়িয়াছেন। কিন্তু ও-সব ভাবকেলি কাশীতে বিকাইবে না। এই বলিয়া তিনি অহঙ্কারবশতঃ মহা আস্ফালন করতঃ কাশী মাতাইয়া তুলিলেন। চন্দ্রশেখর এবং তপনমিশ্র দুঃখ পাইয়া প্রভুকে এই সব নিবেদন করিলে, ভক্তবৎসল ভগবান্ তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া কহিলেন,—"ভগবান্ দর্পহারী, প্রকাশানন্দের দর্প এই কাশীতেই চূর্ণ হইবে; এমন সময়ে একদিন একটী মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলেন। মহাপ্রভু নাস্তিক মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণকে উদ্ধার করিবার জন্য নিমন্ত্রণ স্বীকার করিলেন। তিনি পূর্বে কখনও ঐরূপ মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণের সঙ্গে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন নাই। এবার তাঁহাদের উদ্ধারের জন্য নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। পরদিবস মহাপ্রভু নিমন্ত্রণে গিয়া দেখিলেন—বহুমূল্য চন্দ্রাতপের নিম্নে সহস্র সহস্র সন্ন্যাসীর সঙ্গে উচ্চ আসনে বসিয়া প্রকাশানন্দ নিজ মহিমা সাধারণকে জানাইতেছেন। মহাপ্রভু পাদধৌত করিয়া দৈন্যবশতঃ পাদধৌত স্থানেই বসিয়া পড়িলেন।

বসিয়া কিছু ঐশ্বর্য প্রকাশ করিলেন; প্রকাশানন্দ সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলেন—কোটীসূর্যসম মহাপ্রভুর অঙ্গদ্যুতি। সেই তেজঃপুঞ্জ দেখিয়া সন্ন্যাসিসকল উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং প্রকাশানন্দ সরস্বতী অতি ত্বরায় মহাপ্রভুর হস্তধারণপূর্বক তাঁহাকে সভামধ্যে আনিয়া বসাইলেন এবং বলিলেন.—"আপনি সাম্প্রদায়িক সন্ন্যাসী, আমরাও তাহাই; আমাদের সঙ্গে মিশেন না কেন? আর সন্ন্যাসী হইয়া ভাবুকতা, নর্তন. কুর্দন—এসকল কি আপনার পক্ষে শোভা পায়? বেদান্ত অনুশীলন করেন না কেন? ইহার উত্তরে মহাপ্রভু বলিলেন,—আমার গুরুদেব আমাকে কহিয়াছেন,—"মূর্খ তুমি, তোমার নাহি বেদান্তে অধিকার। কৃষ্ণমন্ত্র জপ সদা, এই মন্ত্র সার॥ সর্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর।" আমি গুরুর আদেশে কৃষ্ণমন্ত্র জপ করি, তাহার ফলে হাস্য, নৃত্য, অশ্রু, কম্প ইত্যাদি স্বতঃই উদিত হইয়া থাকে। আমি পাগল হইলাম মনে করিয়া গুরুর চরণে সব নিবেদন করিলাম। গুরু বলিলেন,—"তোমার মন্ত্রসিদ্ধি হইয়াছে। তোমার কৃষ্ণপ্রেমোদয় হইয়াছে দেখিয়া আমিও তৃপ্তিলাভ করিলাম।" প্রকাশানন্দ বলিলেন,—"আপনার কৃষ্ণপ্রেম উদিত হইয়াছে, ইহা অতি উত্তম কথা। কিন্তু বেদান্ত শ্রবণ করা কর্তব্য।" তখন মহাপ্রভু বলিলেন—"যদি দুঃখ বোধ না করেন, তবে বলি।" প্রকাশানন্দ বলিলেন—"কেন দুঃখিত হইব? আপনি আপনার বক্তব্য বলুন।" তখন মহাপ্রভু শঙ্করাচার্যের মায়াবাদ-ভাষ্যকে খণ্ডন করিয়া বলিলেন—ভগবান্ ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ; তাঁহার নিত্যরূপ আছে, তাঁহার শক্তি অগণন—সংখ্যাতীত। তাঁহার চিচ্ছক্তি' স্বরূপশক্তি বা অন্তরঙ্গা শক্তি আছে, বহিরঙ্গা মায়াশক্তি আছে এবং তটস্থা জীবশক্তি আছে। তিনি নিঃশক্তিক নহেন, তিনি ক্লীব নহেন, তিনি পুরুষোত্তম জগন্নাথ,—চিজ্জগৎ অচিজ্জগৎ সমস্ত জগতের নাথ, তিনি প্রভু আর সকলে তাঁহার

দাস। তাঁহার স্বরূপশক্তির বৃত্তিত্রয়ের মধ্যে আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী এবং চিদংশে সম্বিৎ, যাহা জ্ঞান বলিয়া উক্ত হয়। মূর্তিমতী হ্লাদিনীশক্তি সাক্ষাৎ বৃষভানুনন্দিনী শ্রীমতী রাধা ঠাকুরাণী।" এই প্রকার বিচারে শ্রীমন্মহাপ্রভু বিতর্কবাদ খণ্ডন করিয়া শ্রীব্যাসদেবের শক্তিপরিণামবাদ স্থাপন করিলেন। প্রকাশানন্দ বহু তর্কজাল বিস্তার করিয়াও নিজ মত রাখিতে পারিলেন না, পরাজয় স্বীকার করিয়া মহাপ্রভুর পাদপদ্ম আশ্রয় করিলেন। কাশীতে হরিনামের প্রবল বন্যা বহিতে লাগিল। সর্বত্রই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর জয় গান। এই প্রকার প্রকাশানন্দ সরস্বতীর উদ্ধার হইয়া গেল।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দচরিত

"সঙ্কর্ষণঃ কারণতোয়শায়ী গর্ভোদশায়ী চ পয়োঽব্ধিশায়ী।
শেষশ্চ যস্যাংশকলাঃ স নিত্যানন্দাখ্যরামঃ শরণং মমাস্তু॥"

—শ্রীল স্বরূপদামোদর গোস্বামী।

[সঙ্কর্ষণ, কারণাব্ধিশায়ী, গর্ভোদশায়ী, পয়োঽব্ধিশায়ী বিষ্ণু ও 'শেষ' যাঁহার অংশ কলা, সেই শ্রীনিত্যানন্দ রাম আমার শরণস্বরূপ হউন্।]

রাঢ়দেশে একচক্রা গ্রামে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হাড়ো ওঝার ঔরসে এবং পদ্মাবতীর গর্ভে পতিতপাবন শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর আবির্ভাব হয়। ইনি সাক্ষাৎ বলদেবের অবতার। বাল্য হইতে ইনি সমবয়সী বালকগণ-সঙ্গে ক্রীড়া-ব্যপদেশে বিবিধ কৃষ্ণলীলা ও রাসলীলা অভিনয় করিতেন। তাঁহাদিগকর্তৃক অভিনীত—কংস-কারাগারে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব, শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া শ্রীবসুদেবের শ্রীনন্দালয়ে গমন, তথায় শ্রীকৃষ্ণকে রাখিয়া

যশোদা-তনয়া যোগমায়াকে আনয়ন,হস্তবিচ্যুতা যোগমায়াকে ঊর্ধ্বে গমন দর্শন ও তাঁহার বাণী—'তোমাকে বধিবে যে, গোকুলে বাড়িছে সে'—বাণী শ্রবণে কংসের ভয়, শ্রীকৃষ্ণের পূতনা রাক্ষসী, শকটাসুর, তৃণাবর্তাসুর, বকাসুর, অঘাসুর, অরিষ্টাসুর, প্রভৃতি বধ, কালীয়দমন ইত্যাদি বিবিধ কৃষ্ণলীলা এবং শ্রীরামচন্দ্রের তারকা রাক্ষসী বধ, সেতুবন্ধন, রাবণবধ, সীতোদ্ধার, অযোধ্যায় অপত্য নির্বিশেষে প্রজাপালন প্রভৃতি লীলা-দর্শনে স্বজন ও প্রতিবেসিগণ বিশেষতঃ পিতামাতা আশ্চর্যান্বিত হইতেন। এই বালক এ সমস্ত কোথা হইতে শিখিল ? তাহার পর এক সন্ন্যাসী তীর্থ-পর্যটনের সঙ্গিরূপে শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে ভিক্ষা চাহিলেন। পিতামাতাকর্তৃক প্রদত্ত হইয়া শ্রীনিত্যানন্দ সেই সন্ন্যাসীর সহিত কাশী, কাঞ্চি অযোধ্যা, মথুরা, গয়া প্রভৃতি বহু তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। সেই সন্ন্যাসীর নির্যাণের পরে শ্রীনিত্যানন্দ একাকী বহু-তীর্থ-ভ্রমণান্তে শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীজগন্নাথমিশ্র-ভবনে শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত মিলিত হন। তাঁহার আদেশে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সহিত সুবৃহৎ নবদ্বীপ নগরের ঘরে ঘরে হরিনামামৃত বিতরণ করেন। তৎকালে তিনি সকলের ভীতিপ্রদ অতীব পাষণ্ড জগাই-মাধাইকর্তৃক ভীষণভাবে আহত হইয়াও তাঁহাদিগকে উদ্ধারপূর্বক কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্ত করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গ পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীবাসাঙ্গনে অবস্থান করিতেন। তথায় তিনি শ্রীশ্রীগৌরহরির কীর্তনের সঙ্গী ছিলেন। সর্বদাই শ্রীনিত্যানন্দ প্রেমোন্মত্ত থাকিতেন। একবার শ্রীবাসাঙ্গনের একটী ঘৃতের বাটী একটী কাক-কর্তৃক অপহৃত হয়। তাহাতে শ্রীবাসপত্নী শ্রীমালিনী দেবী ক্রন্দন করিতে থাকিলে শ্রীনিত্যানন্দ কাককে কড়া আদেশ দিয়া তৎক্ষণাৎ সেই বাটীটী প্রত্যার্পণ করান। ইহাতে সকলেই অতিশয় বিস্মিত হ'ন।

এই শ্রীবাসাঙ্গনেই তিনি শ্রীগুরু-পূর্ণিমা-বাসরে শ্রীল শ্রীবাস পণ্ডিতের পৌরোহিত্যে শ্রীব্যাসপূজায় ভগদ্‌গুরুলীল শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের গল-দেশে পুষ্পমাল্য অর্পণপূর্বক শ্রীব্যাসপূজার প্রকৃত তাৎপর্য ব্যক্ত করেন। মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেব সন্ন্যাসগ্রহণান্তে নীলাচলে গমন করিলে, শ্রীনিত্যানন্দ তাঁহার সহিত তথায় গিয়াছিলেন। অতঃপর মহাপ্রভুর আদেশে তিনি বিশেষভাবে বঙ্গদেশে শ্রীকৃষ্ণনাম-প্রেমামৃত বিতরণ করিতে থাকেন; কিন্তু প্রত্যেক বৎসর একবার লীলাচলে যাইয়া চাতুর্মাস্যকাল তথায় মহাপ্রভুর নিকটে অবস্থান করিতেন। সরোবরে শ্রীঅদ্বৈতের সহিত তাঁহার জলক্রীড়া ও প্রেমকোন্দল, রথাগ্রে নৃত্য-কীর্তন প্রভৃতি দর্শন করিয়া যাত্রিবৃন্দ চমৎকৃত হইতেন।

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু পতিতপাবন; কত পতিতকে যে তিনি উদ্ধার করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। বর্ণাশ্রম-নির্বিশেষে সকলেই তাঁহার করুণা লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। সুবর্ণবণিক্‌কুলে আবির্ভূত শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর শ্রীনিত্যানন্দকৃপায় আচার্যত্ব লাভ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্ততায় তিনি অনেক সময়ে বহুমূল্য অলঙ্কারাদি ধারণ করিতেন। একবার এক দস্যুদল তাঁহার অলঙ্কারাপহরণে যত্নপর হইয়াছিল; মহামায়ার প্রভাবে প্রথম দিন তাহারা নিকটে যাইয়াই নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়ে। দ্বিতীয় দিন যাইয়া দেখিতে পায়—বহু প্রহরী শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর স্থানটী পাহারা দিতেছে। তৃতীয় দিন যাইবার কালে পথিমধ্যে ভীষণ ঝড় জলে পতিত হয় এবং ভীষণ অন্ধকারে কণ্টকাকীর্ণ গর্তে পতিত হইয়া অসহ্য যন্ত্রণা প্রাপ্ত হয়। তাহাতে তাহাদের চৈতন্যোদয় হয় এবং অনুশোচনায় শ্রীনিত্যানন্দের পাদপদ্মে উপস্থিত হইয়া তাঁহার কৃপা ভিক্ষা করে। প্রভু আনন্দের সহিত তাঁহাদিগকে প্রেমামৃতে সিঞ্চিত করেন।

স্বয়ং ভগবান্ স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণই শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর এবং স্বয়ংপ্রকাশ মূল সঙ্কর্ষণ শ্রীবলদেবই শ্রীনিত্যানন্দ। শ্রীবলদেবের দুই শক্তি—রেবতী ও বারুণীই যথাক্রমে শ্রীনিত্যানন্দ-শক্তি জাহ্নবা ও বসুধা। শ্রীনিত্যানন্দ-শক্তিতে শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরীরও প্রকাশ। শ্রীনিত্যানন্দানুকম্পিত শ্রীসূর্যদাস সরখেলের কন্যা শ্রীবসুধার গর্ভজাত শ্রীবীরভদ্র (নামান্তর বীরচন্দ্র বা জগদ্দুর্লভ) শ্রী জাহ্নবার নিকটে দীক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রীবসুধার গর্ভজাত কন্যা শ্রীগঙ্গাদেবী।

চতুর্দশ-অধ্যায়—শ্রীঅদ্বৈতচরিত

"মহাবিষ্ণু-র্জগৎকর্তা মায়য়া যঃ সৃজত্যদঃ।
তস্যাবতার এবায়মদ্বৈতাচার্য ঈশ্বরঃ॥
অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাচার্য ভক্তিশংসনাৎ।
ভক্তাবতারমীশং তমদ্বৈতাচার্যমাশ্রয়ে॥"

—যে মহাবিষ্ণু মায়াদ্বারা এই জগৎকে সৃষ্টি করেন, তিনি জগৎকর্তা; ঈশ্বর অদ্বৈতাচার্য তাহারই অবতার। হরি হইতে অভিন্ন তত্ত্ব বলিয়া তাঁহার নাম 'অদ্বৈত'; ভক্তিশিক্ষক বলিয়া তাঁহাকে 'আচার্য' বলে। সেই ভক্তাবতার অদ্বৈতাচার্য-ঈশ্বরকে আমি আশ্রয় করি।

শ্রীগৌরসুন্দররূপ প্রেমতরুর একটী স্কন্ধ শ্রীনিত্যানন্দ, অপর স্কন্ধ শ্রীঅদ্বৈত। এই দুই স্কন্ধ হইতে বহু শাখা প্রশাখাদির উদয় হইয়াছে। পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীগৌরকৃষ্ণের ভক্তাবতার শ্রীল অদ্বৈত আচার্য। পূর্ব-লীলায় তিনি মহাদেব। প্রেম-কল্পবৃক্ষের প্রথম অঙ্কুর শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের নিকট হইতে আচার্যবর শ্রীঅদ্বৈত দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শ্রীহট্টের লাউড়-গ্রামনিবাসী বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণ শ্রীকুবের পণ্ডিত ও শ্রীযুক্তা নাভাদেবীর তনয়রূপে ইঁহার আবির্ভাব হইয়াছিল। 'অদ্বৈত-বিলাস'-মতে ইহার আবির্ভাব—লাউড়গ্রামে; তথা হইতে তিনি প্রথমতঃ নবহট্ট গ্রামে এবং পরে নবহট্ট হইতে শান্তিপুরে আগমন করিয়া বাস্তব্য স্থাপন করেন। 'প্রেমবিলাস'-মতে ইঁহার আবির্ভাব-স্থান 'শান্তি-পুর'। এই গ্রন্থদ্বয়ের কোনটীই প্রামাণিক নহে। তবে ইনি শ্রীহট্ট হইতে নদীয়া জেলার গঙ্গার তীরবর্তী শান্তিপুরে আসিয়া বাস্তব্য স্থাপনকরিয়া-ছিলেন এবং প্রাচীন-নবদ্বীপ-নগরান্তর্গত শ্রীধাম মায়াপুরে থাকিয়া অধ্যাপনা করিতেন, এই কথা সর্বসুধী সুবিদিত। শ্রীধাম মায়াপুরে 'অদ্বৈতভবন' দ্রষ্টব্য, তথাকার শ্রীমন্দিরে অদ্বৈতপ্রভুর গঙ্গাজল ও তুলসী-পত্রদ্বারা শ্রীগৌরহরির আরাধনা-রত শ্রীবিগ্রহ বিদ্যমান। 'অদ্বৈত বিলাস' মতে শ্রীল অদ্বৈত আচার্যের প্রকটকাল ১৩৫৫ শকাব্দ (১৪৩৪ খৃষ্টাব্দ) হইতে ১৪৮০ শকাব্দ পর্যন্ত ১২৫ বৎসর অর্থাৎ শ্রীগৌরহরির অন্তর্ধানের ২৫ বৎসর পরে ইনি তিরোহিত হন। এই বিচারে শ্রীগৌরহরির আবির্ভাবের ৫২ বৎসর পূর্বে ইঁহার আবির্ভাব হইয়াছিল। প্রেমবিলাসে আরও দেখা যায়, শান্তিপুরের নিকটবর্তী 'ফুল্লবাটী' (ফুলিয়া) গ্রামে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু শ্রীশান্তাচার্যের নিকটে বেদাদি-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া 'আচার্য' উপাধি প্রাপ্ত হন।

শ্রীল অদ্বৈতাচার্য গীতাদি-শাস্ত্রের কৃষ্ণভক্তিপর ব্যাখ্যা করিতেন। কোন শ্লোকের ভক্তিপর ব্যাখ্যা হৃদয়ে স্ফূর্তিপ্রাপ্ত না হইলে ইনি উপবাস করিয়া থাকিতেন; তাহাতে তাঁহার হৃদয়ে ভক্তিপর অর্থ উদিত হইত।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বেই নামাচার্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর শান্তিপুরে শ্রীল অদ্বৈতাচার্যের পরমপ্রীতিপ্রদ ভজনের সঙ্গ পাইয়াছেন। তৎকালে শ্রীল অদ্বৈত প্রভু স্মার্ত-সমাজের ভ্রূকুটি ও অত্যাচার কিছুমাত্র

গ্রাহ্য না করিয়া একদা ঠাকুর হরিদাসকে পিতৃপুরুষগণের শ্রাদ্ধপাত্র দিয়াছিলেন। শ্রীহরিদাস ঠাকুর যবন-কুলে আবির্ভূত বলিয়া—ব্রাহ্মণসমাজ যাহাতে ঠাকুরকে উৎপীড়ন না করিতে পারেন, তজ্জন্য ঐ শ্রাদ্ধপাত্র-গ্রহণে অস্বীকৃত হন। তখন দৃঢ়তার সহিত হরিদাস ঠাকুরকে—

আচার্য কহেন,—"তুমি না করিহ ভয়।
সেই আচরিব, যেই শাস্ত্রমত হয়॥
তুমি খাইলে হয় কোটি-ব্রাহ্মণ-ভোজন।"
এত বলি' শ্রাদ্ধপাত্র করাইলা ভোজন॥ চৈঃ চঃ অঃ ৩ পঃ

শ্রাদ্ধীয় পাত্রের অন্নপ্রদানের নিয়ম হইতেছে—উহা শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণগণকে সমর্পণ করিতে হয়। তাঁহারা উহা পরিতৃপ্তির সহিত ভোজন করিলেই শ্রাদ্ধের উদ্দিষ্ট ব্যক্তির পরিতৃপ্তি। শ্রাদ্ধের পূর্বদিনে শ্রাদ্ধকর্তা পাত্রীয় ব্রাহ্মণগণকে এই বলিয়া নিমন্ত্রণ করিতেন,—

"অক্রোধনৈঃ শৌচপরৈঃ সততং ব্রহ্মচারিভিঃ।
ভবিতব্যং ভবদ্ভিশ্চ ময়া চ শ্রাদ্ধকর্মণি।"

— শ্রাদ্ধে আপনাদিগকে আমন্ত্রণ করিতেছি। আপনারা ক্রোধহীন, শুদ্ধ ও ব্রহ্মচারী হইয়া থাকিবেন; আমিও থাকিব।

যখন এইরূপ ব্রাহ্মণ পাওয়া যাইত, তখনকার এই নিয়ম। যখন হইতে এইরূপ ব্রাহ্মণ দুর্লভ হইলেন, তখন হইতে স্মার্ত ব্রাহ্মণ-সমাজে কুশব্রাহ্মণ-প্রবর্তনের ব্যবস্থা হইয়াছে। শ্রীল অদ্বৈতাচার্য তাহা উপেক্ষা করিয়া স্বীয় আচরণে এই শাস্ত্রীয় শিক্ষা প্রদর্শন করিলেন,—

"চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ।
হরিভক্তিবিহীনস্তু দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ॥"
"ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তে তু ভাগবতা মতাঃ।
সর্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দনে॥" পদ্মপুরাণ

"ব্রাহ্মণানাং সহস্রেভ্যঃ সত্রযাজী বিশিষ্যতে।
সত্রযাজী-সহস্রেভ্যঃ সর্ববেদান্তপারগঃ॥
সর্ববেদান্তবিৎকোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে।
বৈষ্ণবানাং সহস্রেভ্য একান্ত্যেকো বিশিষ্যতে॥" গরুড় পুরাণ।

শ্রীঅদ্বৈত আচার্যপ্রভুর এই ভীষণ বৈপ্লবিক কার্যে একদিকে একান্তী বৈষ্ণবের সর্বশ্রেষ্ঠতা ও আচণ্ডাল সকলেই বিষ্ণুভক্তিপ্রাপ্তিতে পরম-পবিত্রতা, অপর দিকে সমাজের মধ্যে জন্মগত শ্রেণীবিভাগের অবসান ঘটাইয়া দৈব বর্ণের অর্থাৎ হরিভক্তিগত অবস্থার উৎকর্ষ প্রদর্শিত হইয়াছে।

শ্রীঅদ্বৈত প্রভু—জগৎ ভগবদ্ভক্তিরহিত দেখিয়া অতীব মর্মাহত হন; বিশ্ববাসিগণকে সেই দুরবস্থা হইতে উদ্ধার, বিশেষতঃ মূর্খ ও পণ্ডিতম্মন্য পাষণ্ডদের অত্যাচার হইতে তৎকালীন মুষ্টিমেয় কৃষ্ণভক্তগণকে রক্ষার নিমিত্ত গঙ্গাজল ও তুলসীদ্বারা শ্রীভগবানের আরাধনা করিয়াছিলেন। তাঁহার আরাধনায় স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরহরির আবির্ভাব হইয়াছিল বলিয়া শ্রীল অদ্বৈত আচার্যের একটী নাম **'গৌর-আনা ঠাকুর'**। কমল-নয়ন বিষ্ণুর 'অঙ্গ ও অংশ বলিয়া তিনি 'কমলাক্ষ'-নামেও খ্যাত। জগতের নিত্য মঙ্গল বিধান করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার একটী নাম 'মঙ্গল'—

"জগৎ-মঙ্গল অদ্বৈত, মঙ্গল-গুণধাম।
মঙ্গল চরিত্র সদা, 'মঙ্গল' যাঁর নাম॥" চৈঃ চঃ আ ৬।১২।

ইহ জগতের বিচারে শ্রীঅদ্বৈত প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর পিতৃবয়স-তুল্য, তদ্ব্যতীত মহাপ্রভু যাঁহার নিকটে দীক্ষাগ্রহণ-লীলা করিয়াছেন, সেই ঈশ্বরপুরীপাদের সতীর্থ শ্রীল অদ্বৈত আচার্য। এই বিচারে মহাপ্রভু সর্বদাই আচার্যকে নমস্কার ও সম্মান করিতেন। কিন্তু শ্রীল অদ্বৈত প্রভু

জানিতেন—মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান্, সুতরাং সকলেরই ,তাঁহারও সেব্য; এই বিচারে মহাপ্রভু যাহাতে তাঁহাকে নমস্কার না করেন তজ্জন্য বহুবার প্রার্থনা করিলেও মহাপ্রভু তাহাতে কর্ণপাত করেন না; তজ্জন্য তিনি মহাপ্রভুর শান্তি পাইবার জন্য শান্তিপুরে যাইয়া মহাপ্রভুর শিক্ষার প্রতিকূলে যোগবাশিষ্ঠ ব্যাখ্যা করিয়া ভক্তি হইতে জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা প্রচার করেন। তখন মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দসহ শান্তিপুরে যাইয়া রুদ্রমূর্তিতে প্রহার দ্বারা শ্রীঅদ্বৈত প্রভুকে শান্তিপ্রদান করিলে তিনি আনন্দে নৃত্য করেন। মহাপ্রভুর ভাবাবেশকালে শ্রীঅদ্বৈত প্রভু উল্লাসভরে তাঁহার সেবাপূজাদি করিয়াছেন এবং তদীয় অন্তর্যামিত্ব দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। মহাপ্রভু শ্রীঅদ্বৈত প্রভুকে বিশ্বরূপ দর্শন করাইয়াছেন এবং মাতা শচীদেবীদ্বারা অদ্বৈতস্থানে অপরাধ খণ্ডন করাইয়াছেন। শ্রীঅদ্বৈত প্রভু মহাপ্রভুর ভিক্ষার জন্য স্বয়ং উল্লাসভরে রন্ধন করিয়াছেন এবং শ্রীগুরুদেব শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের আরাধনা তিনি শান্তিপুরের আলয়ে যে প্রকার বিপুল আয়োজনে পালন করিয়াছেন তদ্দর্শনে মহাপ্রভু অতিশয় মুগ্ধ হইয়াছেন। শ্রীঅদ্বৈত আচার্যের গৃহে মহাপ্রভুর সঙ্কীর্তন-বিলাস ভক্তবৃন্দকে অতিশয় মুগ্ধ করিত। মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণান্তে আচার্য প্রতি বৎসর পুরীতে মহাপ্রভুর দর্শনে যাইতেন এবং গুণ্ডিচামার্জন ও রথযাত্রায় মহাপ্রভুর সহিত কতই উল্লাসভরে নৃত্য কীর্তন করিতেন। গুণ্ডিচামার্জনের পরে ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে 'শেষ'-রূপে শায়িত থাকিয়া মহাপ্রভুকে বক্ষে ধারণপূর্বক জলোপরি ভ্রমণ করিয়াছেন। শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভুর সহিত তাঁহার প্রায়ই প্রেম-কোন্দল হইত। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল অদ্বৈত প্রভু-সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

"সর্বশাস্ত্রে কৃষ্ণভক্ত্যে নাহি যাঁর সম।
অতএব 'অদ্বৈত-আচার্য' তাঁর নাম॥

যাঁহার কৃপাতে ম্লেচ্ছের হয় কৃষ্ণভক্তি।
কে কহিতে পারে তাঁহার বৈষ্ণবতা-শক্তি ॥"

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অ৭।১৮।১৯।

শ্রীল অদ্বৈত প্রভু শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিতদ্বারা কোটি নমস্কার সহ নিম্নলিখিত প্রহেলিকা-বচন মহাপ্রভুকে পুরীতে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন,—

"বাউলকে কহিহ,—লোক হইল বাউল।
বাউলকে কহিহ,—হাটে না বিকায় চাউল ॥
বাউলকে কহিহ—কাজ নাহিক আউল।
বাউলকে কহিহ—ইহা কহিয়াছে বাউল ॥"

তিরোধান-লীলার প্রাক্কালে শ্রীল অদ্বৈত আচার্য অনুগগণকে উপদেশ দিয়াছেন,—

"শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর গুণ আর ধর্ম।
যথাসাধ্য প্রচারিবা—এই মোর মর্ম ॥"

শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ন্যায় তাঁহার সহধর্মিণী শ্রীসীতাদেবীরও শ্রীশ্রীগৌর-হরির চরণে অচলা ভক্তি ছিল; তাঁহাদের পুত্রষট্‌কের মধ্যে সারগ্রাহি অচ্যুতানন্দ, কৃষ্ণদাস ও গোপাল আচার্যের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের আনুগত্যে ভজন করিয়াছেন, কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, অপর পুত্রত্রয়—বলরাম' স্বরূপ ও জগদীশমিশ্র স্বতন্ত্র হইয়া কর্মজড়-স্মার্তানুগত্যে শুদ্ধভক্তিপথ পরিত্যাগপূর্বক ভক্ত্যাচার্যগণকর্তৃক পাতনা-ন্যায়ে পরিত্যক্ত হইয়াছেন। প্রেমবিলাসে লিখিত হইয়াছে, শ্রীল অদ্বৈত আচার্যের দ্বিতীয়া পত্নী শ্রীদেবীর গর্ভজাত পুত্রের নাম শ্যামদাস মিশ্র।

বন্দেঽহং শ্রীমদদ্বৈতাচার্যমদ্ভুতচেষ্টিতম্।
যস্যাহ্বানেন গৌরস্য প্রাকট্যং বিশ্বশান্তয়ে ॥

পঞ্চদশ অধ্যায়

ঠাকুর শ্রীহরিদাস

যশোহর জিলায় ব্যূঢ়নগ্রামে যবনকুলে ঠাকুর হরিদাসের জন্ম হয়; তৎসত্ত্বেও ইনি বাল্যকাল হইতেই হরিভক্ত। তজ্জন্য ইনি মুসলমান গ্রামবাসিগণকর্তৃক বিতাড়িত হইয়া যৌবনে বেনাপোল-গ্রামের নির্জন কাননে একাগ্রমনে ভজন করিতেন। ইনি শ্রীনামের আচার্য; প্রত্যহ তিনলক্ষ হরিনাম গ্রহণ করিতেন। এজন্য গ্রামস্থ গণ্যমান্য সকলেই ইহাকে প্রণাম এবং ভক্তি করিতেন। কিন্তু গ্রামের পরশ্রী-কাতর জমিদার রামচন্দ্র খাঁন তাঁহার সম্মান সহ্য করিতে না পারিয়া ইঁহার প্রতিষ্ঠা নষ্ট করিবার জন্য এক পরমা সুন্দরী যুবতি বেশ্যাকে ইঁহার ধর্ম নষ্ট করিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। ঐ বেশ্যা নির্জন-কাননে হরিদাস ঠাকুরের কুটীরে আসিয়া তুলসী প্রণামপূর্বক তাঁহাকে নানারূপ হাবভাব দেখাইতে লাগিল; ঠাকুর অন্তর্যামী, রামচন্দ্র খাঁর দুষ্টবুদ্ধি বুঝিতে পারিলেন। তিন দিবস চেষ্টা করিয়াও যখন বেশ্যা হরিদাস ঠাকুরের চরিত্র নষ্ট করিতে পারিল না, তখন সাষ্টাঙ্গে ঠাকুরের চরণে পড়িয়া ক্ষমা ও কৃপা ভিক্ষা করিল এবং রামচন্দ্র খাঁর সমস্ত বিবরণই ব্যক্ত করিল। ঠাকুর কৃপা করিয়া তাহাকে শ্রীহরিনাম প্রদান করিলেন, এবং বলিলেন,—"তুমি তীব্র বৈরাগ্যের সহিত এই কুটীরে বসিয়া ভগবানের নাম কর।" এই বলিয়া ঠাকুর চলিয়া গেলেন।

তখন মুসলমান রাজত্ব। ঠাকুর যবনকুলে জাত হইয়াও হরিনাম করেন, ইহা সহ্য করিতে না পারিয়া মুসলমান চরেরা মুলুকপতির নিকটে ঠাকুরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিল। মুলুকপতি ঠাকুরকে দরবারে

আনাইয়া বলিলেন,—"তুমি পবিত্র যবনকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, অতএব মহাভাগ্যবান্। এখন হিন্দুয়ানি ছাড়িয়া কলমা পড়, নিজের ধর্ম গ্রহণ কর।" মুলুকপতির এই কথা শুনিয়া ঠাকুর হাস্য করিয়া বলিলেন,—

"খণ্ড খণ্ড হই' দেহ যায় যদি প্রাণ।
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম॥"

এই কথা শুনিয়া কাজিগণের পরামর্শে মুলুকপতি যবনরাজ হুকুম দিলেন,—"যাও, ইহাকে লইয়া বাইশবাজারে এমনভাবে বেত্রাঘাত করিতে থাক, যাহাতে ইহার প্রাণ বিনাশ হয়। আদেশ শুনিবামাত্র নির্দয় প্রহরীরা ঠাকুরকে বাজারে লইয়া যাইয়া নির্মমভাবে প্রহার করিতে লাগিল। সজ্জনগণ এই দৃশ্য দেখিয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন। হরিদাস ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণে চিত্ত নিবিষ্ট করিয়া মুদ্রিতনয়নে কৃষ্ণনাম জপ করিতে লাগিলেন। ভক্ত প্রহ্লাদের ন্যায় তিনি অঙ্গে কোন ক্লেশই বোধ করিলেন না। পক্ষান্তরে প্রহারকারিগণের ভীষণ যমযাতনা আশঙ্কা করিয়া ভগবানের নিকট কৃপালু ঠাকুর যোড়হস্তে নিবেদন করিলেন,—"ভগবন্! ইহারা অবোধ, ইহাদের অপরাধ ক্ষমা করুণ, কি উদার চিত্ত! কেহ ধারণা করিতে পারে না। বাইশ বাজারে প্রহারের পরও ইহার মৃত্যু হইল না দেখিয়া প্রহরিরা ভীত হইয়া ঠাকুরের শরণ গ্রহণ করিল এবং বলিল—"ঠাকুর, তোমার মরণ না হইলে কাজীরা আমাদিগকে সবংশে মারিয়া ফেলিবেন, কারণ তাঁহারা ভাবিবেন—আমরা আপনার প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া জোরে প্রহার করি নাই।" এই কাতর বচন শ্রবণ করিয়া ঠাকুর বলিলেন—"আমি মরিলে যদি তোমাদের মঙ্গল হয় তবে আমি মরি।" এই বলিয়া যোগাবলম্বনে মৃতের ভাণ করিলেন। প্রহরিসকল তাঁহার সেই দেহ নবাবের নিকট হাজির করিল। তখন কাজীগণের আদেশে প্রহরীরা ঠাকুরের দেহটী

গঙ্গায় ভাসাইয়া দিল। গোর দিলে ঠাকুরের কল্যাণ হইবে বিবেচনায় গোর দিতে বারণ করিল। ঠাকুরের মাহাত্ম্য প্রকাশের জন্য ভগবদিচ্ছায় উহাদের ঐরূপ বুদ্ধি হইল। ঠাকুর কিছুক্ষণ গঙ্গায় ভাসিয়া কূলে উঠিয়া উচ্চৈস্বরে হরিনাম-কীর্তন আরম্ভ করিয়া দিলেন। নবাব এই সব বিবরণ শুনিতে পাইয়া করজোড়ে ঠাকুরের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। ঠাকুর ক্ষমা করিলেন বটে, কিন্তু বৈষ্ণবপরাধ-জন্য সেই গ্রাম কলেরায় ও বসন্তে ছারখার হইয়া গেল।

আর একদিন স্বয়ং মহামায়া ঠাকুরকে মুগ্ধ করিবার জন্য তাঁহার প্রাঙ্গণে আসিলেন,—তাঁহার অঙ্গের জ্যোতিতে সমস্ত কানন আলোকিত হইল; কিছুতেই মায়া ঠাকুরকে মুগ্ধ করিতে না পারিয়া করযোড়ে ব'লিলেন,—"ব্রহ্মাদি সকল দেবতাকে আমি মোহিত করিলাম, কেবল আপনাকে আমি মোহিত করিতে পারিলাম না। শিবের নিকট হইতে আমি তারকব্রহ্ম নাম পাইয়াছি, এখন আপনি আমাকে পারকব্রহ্ম-নাম প্রদান করুন।" ঠাকুর মায়াদেবীকে কৃপা করিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিলেন।

মহাপ্রভু শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর যখন শ্রীনবদ্বীপে—শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীশ্রীবাসাঙ্গনে সঙ্কীর্তন আরম্ভ করেন, সেই সময়ে শ্রীল হরিদাস ঠাকুর শ্রীল অদ্বৈত আচার্যের সহিত শান্তিপুর হইতে তথায় আসিয়া মহাপ্রভুর পাদপদ্মে উপস্থিত হন এবং তাঁহার আদেশে শ্রীল নিত্যানন্দপ্রভুর সহিত সুবৃহৎ নবদ্বীপনগরের দ্বারে দ্বারে শ্রীহরিনামামৃত বিতরণ করিতে থাকেন।

মহাপ্রভু সন্ন্যাসগ্রহণান্তে নীলাচলে অবস্থান করিলে ঠাকুর হরিদাস অন্যান্য বঙ্গদেশীয় ভক্তগণের সহিত তথায় গমন করেন। তিনি দৈন্য-বশতঃ কখনও শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিতেন না; দূর

হইতে শ্রীমন্দিরের চূড়া দর্শন করিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিতেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামী এবং শ্রীল রূপ গোস্বামীও তাহাই করিতেন—কখনও শ্রীজগনাথদেবের মন্দিরে প্রবেশ করিতেন না, এমন কি মন্দিরের সংলগ্ন পথটীতেও যাইতেন না। মহাপ্রভু শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে নিরন্তর নির্বিঘ্নে ভজনের জন্য একটী নির্জন স্থান দিলেন। তথায় প্রত্যহ একবার যাইয়া তাঁহাকে দর্শন দিতেন। এই স্থানটী বর্তমানে 'সিদ্ধবকুল'-নামে খ্যাত। শুধু বাকলের উপর বকুল বৃক্ষটী দণ্ডায়মান থাকিয়া দর্শকবৃন্দের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে।

ঠাকুর তথায় একাগ্রমনে ভজন করিতে লাগিলেন। প্রত্যহ তিন লক্ষ হরিনাম গ্রহণ করিতেন; সংখ্যায় তদতিরিক্তও কোন কোন দিন হইত; কারণ তিনি মাসে এক কোটী নাম গ্রহণ করিতেন। শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন যখন পুরীতে গিয়াছিলেন, তখন ঠাকুর হরিদাসের নিকটেই থাকিতেন।

একদিন অতি বৃদ্ধবয়সে ঠাকুর শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্মে নিবেদন জানাইলেন—"আপনার যেরূপ নেত্রবিকার দেখিতেছি, তাহাতে মনে হয়—আপনি বেশী দিন প্রকট-লীলা করিবেন না। আপনার লীলা-সম্বরণের হৃদয়বিদারক দৃশ্য যেন আমাকে না দেখিতে হয়। আমার এই ইচ্ছা পুরণ করিতেই হইবে। আমার একান্ত প্রার্থনা—

হৃদয়ে ধরিমু তোমার কমল-চরণ।
নয়নে দেখিমু তোমার চাঁদ বদন॥
জিহ্বায় উচ্চারিমু তোমার 'কৃষ্ণচৈতন্য'-নাম।
এই মত মোর ইচ্ছা—ছাড়িমু পরাণ॥ চৈঃ চঃ অঃ ১১।৩৩-৩৪

পরদিন মহাপ্রভু পার্ষদবৃন্দসহ হরিদাস ঠাকুরের অঙ্গনে মহা সঙ্কীর্তন আরম্ভ করিলেন। ঠাকুরকে বেষ্টন করিয়াই কীর্তন হইতে লাগিল। তখন-

হরিদাস নিজাগ্রেতে প্রভুরে বসাইলা।
নিজ নেত্র দুই ভৃঙ্গ মুখপদ্মে দিল॥
স্বহৃদয়ে আনি' ধরি' প্রভুর চরণ।
সর্বভক্তপদরেণু মস্তকভূষণ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভু বলে বার বার।
প্রভুমুখ-মাধুরী পিয়ে, নেত্রে জলধার॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-শব্দ করিতে উচ্চারণ।
নামের সহিত প্রাণ করিলা উৎক্রামণ॥"

এতদ্দর্শনে সকলেই বলিতে লাগিলেন,—ঠাকুরের এই মহাযোগেশ্বর-প্রায় নির্যাণ শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে ভীষ্মের স্বেচ্ছাকৃত নির্যাণই স্মরণ করাইয়া দিতেছে। অভিন্নকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সম্মুখে ঠাকুর হরিদাসের স্বেচ্ছাকৃত নির্যাণ হইল।

অতঃপর মহাপ্রভু শ্রীহরিদাস ঠাকুরের অপ্রাকৃত কলেবর ক্রোড়দেশে লইয়া প্রেমাবেশে অঙ্গনে বহুক্ষণ নৃত্য-কীর্তন করিলেন। তৎপর নৃত্য-কীর্তনসহ শ্রীকলেবর বিমানযোগে সমুদ্রের তীরে লইয়া যাইয়া স্বহস্তে তাঁহার সমাধি দিলেন। সমাধিপ্রদানের প্রাক্কালে ঠাকুরের কলেবর সমুদ্রে স্নান করাইয়া বলিলেন,—শ্রীহরিদাসের শ্রীচরণস্পর্শে "সমুদ্র এই মহাতীর্থ হইলা।" সমাধি-প্রদানান্তে মহাপ্রভু স্বয়ং 'আনন্দবাজারে' মহাপ্রসাদ ভিক্ষা করিয়া ঠাকুরের নির্যাণ মহোৎসব করিলেন এবং প্রিয়-ভক্তের বিরহে কীর্তন করিতে লাগিলেন।

"কৃপা করি' কৃষ্ণ মোরে দিয়াছিলা সঙ্গ।
স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা কৈলা সঙ্গভঙ্গ॥"

ষোড়শ অধ্যায়—ছোট হরিদাস

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর গণে 'হরিদাস'-নামক কতিপয় মহাত্মা ছিলেন। এই জন্য কেহ বড় হরিদাস বা নামাচার্য হরিদাস (যাঁহার কথা ইতঃপূর্বে বর্ণিত হইল ; ইনি যবন-কুলে আবির্ভূত বলিয়া তত্ত্বানভিজ্ঞ জনগণের নিকট 'যবন হরিদাস', আবার তত্ত্বজ্ঞগণের নিকটে ব্রহ্মার অবতার বলিয়া 'ব্রহ্ম-হরিদাস'-নামেও খ্যাত), কেহ ছোট হরিদাস, কেহ লঘু হরিদাস, কেহ পণ্ডিত হরিদাস, কেহ বা ব্রহ্মচারী হরিদাস-নামে খ্যাত। আমরা এক্ষণে 'ছোট হরিদাসে'র চরিত্র বর্ণন করিতেছি। তিনি সুকণ্ঠ-কীর্তনীয়া ছিলেন ; কীর্তনদ্বারা মহাপ্রভুর আনন্দ-বিধান করিতেন।

একদিন মহাপ্রভুকে ভিক্ষা-প্রদানের অভিপ্রায়ে তদীয় অন্যতম প্রিয় পার্ষদ শ্রীল ভগবান্ আচার্য ছোট হরিদাসকে বলিলেন,—"তুমি আমার নাম করিয়া মাধবী দেবীর নিকট হইতে এক মান সূক্ষ্ম সুগন্ধি চাউল লইয়া আইস।" শ্রীমাধবী দেবী সাধারণ মহিলা নহেন—তিনি বৃদ্ধ, তপস্বিনী, শ্রীরাধিকার গণমধ্যে অর্ধজন এবং শ্রীরাধার অপর অন্তরঙ্গজন শিখিমাহিতীর ভগ্নী। ছোট হরিদাস আদেশ পালন করিলেন। স্বরূপ দামোদর, রায় রামানন্দ আর শিখিমাহিতী—এই তিন জন এবং মাহিতির ভগ্নী মাধবী অর্ধজন। এই সাড়ে তিন জন শ্রীরাধারাণীর গণ। মহাপ্রভু ভোজনে বসিলেন ; চাউলের সুগন্ধে মহাপ্রভু তুষ্ট হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন—এই চাউল কোথা হইতে পাইলে? তখন ভগবান্ আচার্য বলিলেন,—ছোট হরিদাস মাধবী দেবীর নিকট হইতে এই চাউল ভিক্ষা করিয়া আনিয়াছেন। মহাপ্রভু ভোজনান্তে কিছু বিশ্রাম করিয়া সেবক গোবিন্দকে আদেশ দিলেন,—"আজ হইতে

ছোট হরিদাসের দ্বারমানা, তাহাকে আমার এখানে আসিতে দিবে না।

প্রভু কহে,—"বৈরাগী করে প্রকৃতি-সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারোঁ আমি তাহার বদন॥" চৈঃ চঃ অঃ ২।১১৭

এই কথা শুনিয়া ভক্তগণ বিচলিত হইলেন। স্বরূপদামোদর, রায়-রামানন্দ, সার্বভৌম ভট্টাচার্য সকলে মিলিয়া মহাপ্রভুকে বিস্তর অনুনয়-বিনয় করিয়াও মন ফিরাইতে পারিলেন না, অধিকন্তু মহাপ্রভু গম্ভীরস্বরে বলিলেন,—"তোমরা যদি আমাকে উহার জন্য পুনরায় অনুরোধ কর, তবে আমি এখান হইতে আলালনাথ চলিয়া যাইব। ভক্তগণ ভয়ে আর কোন কথা বলিলেন না—নীরবে রহিলেন। ছোট হরিদাস এক বৎসরেও মহাপ্রভুর প্রসন্নতা না পাইয়া প্রয়াগে গমনপূর্বক ত্রিবেণীতে দশমী দশা প্রাপ্ত হইলেন অর্থাৎ দেহত্যাগ করিলেন। স্বরূপদামোদর প্রভু সমুদ্রের তীরে শূন্য হইতে ছোট হরিদাসের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলেন। পূর্বেই বলিয়াছি, ছোট হরিদাস মহাপ্রভুর কীর্তনীয়া ছিলেন; সূক্ষ্মদেহে আসিয়া অলক্ষ্যে মহাপ্রভুকে কীর্তন শুনাইতেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া অনেকে বলিতেন—ছোট হরিদাস আত্মহত্যা দ্বারা ব্রহ্মরাক্ষস হইয়াছে; সেই দেহে এখানে আসিয়াছে। শ্রীস্বরূপ দামোদর বলিলেন,—ইহা মিথ্যা অনুমান। আজীবন মহাপ্রভুর সেবা এবং ধামে প্রয়াণের ফল উহা হইতে পারে না। তাঁহার সদ্গতি হইয়াছে। তিনি সিদ্ধদেহ মহাপ্রভুর নিকটে আসিয়াছেন। বৎসরান্তে মহাপ্রভু বলিলেন—"ছোট হরিদাস কোথায়? তাহাকে এখানে আনায়ন কর।" ভক্তগণ তাঁহার প্রাপ্তি-সংবাদ বলিলেন। শুনিয়া আচার্যলীল মহাপ্রভু গম্ভীরভাবে বলিলেন—"প্রকৃতি দর্শন কৈলে হয় ঐছে প্রায়শ্চিত্ত।" অন্তরের অন্তস্থলেও যদি ভোগবাসনা থাকে, তাঁহার পরিণাম কি?

এই ঘটনায় মহাপ্রভু ভক্তগণকে সাবধান করিয়া দিলেন, অর্থাৎ সেবা-বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া ভোগবুদ্ধিতে কামিনী দর্শন করিলে, ভজন নষ্ট হইয়া যায় ; ভোগে আসক্ত হইলে ত' আর কথাই নাই। সাধু সাবধান !

এই ঘটনায় ছোট হরিদাসের চরণেও আমাদের অপরাধ না হয়। কারণ, তিনি শ্রীভগবান্ আচার্যের আদেশে মহাপ্রভুর সেবার জন্য বৃদ্ধা তপস্বিনী মাধবী দেবীর নিকট হইতে ঐ ভিক্ষা আনিয়াছেন। ত্যক্ত-গৃহীর জীবন কি প্রকারে সুপবিত্র থাকা কর্তব্য, তাহা শিক্ষা-প্রদানের জন্যই মহাপ্রভু 'ঝি'কে মেরে 'বৌ'কে শেখান ন্যায়ে স্বীয় পার্ষদকে ঐ প্রকার কঠোর দণ্ডপ্রদান করিয়াছেন। তদীয় অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল স্বরূপ-দামোদর প্রভু আমাদিগকে ছোট হরিদাসের পূত চরিত্র ও মহতী সেবা বিশেষভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীহরিদাস চলিয়া যাইবার পরে মহাপ্রভুর আহ্বানে ইহাও লক্ষিতব্য যে, গুরুবর্গের দণ্ডপ্রাপ্তির পরে অনুতপ্ত হৃদয়ে অপেক্ষা করিলে তাঁহাদের করুণা হইবেই।

ছোট হরিদাসের প্রতি মহাপ্রভুর দণ্ডপ্রদান-লীলা-প্রসঙ্গে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-অন্ত্যলীলা-দ্বিতীয়-পরিচ্ছেদে মন্তব্য করিয়াছেন,—

"আপন করুণা, লোকে বৈরাগ্য-শিক্ষণ
স্বভক্তের গাঢ়-অনুরাগ-প্রকটীকরণ
তীর্থের মহিমা, নিজ-ভক্তে আত্মসাৎ
এক লীলায় করেন প্রভু কার্য পাঁচ-সাত ॥"

এই দুইটী পয়ারের অনুভাষ্যে প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর লিখিয়াছেন,—

প্রভু কর্তৃক ছোট হরিদাসকে দণ্ডপ্রদান-লীলাদ্বারা শুদ্ধ গৌরকৃষ্ণ-ভজনেচ্ছু সাধক মহাপ্রভুর নিম্নলিখিত শিক্ষা লক্ষ্য করিবেন।

১। ভগবান্ গৌরসুন্দর জীবের প্রতি পরম-কারুণিক হইয়া নিজ পার্ষদভক্ত ছোট হরিদাসকেও প্রকাশ্যভাবে ত্যাগ করিলেন। যদি প্রভু তাঁহাকে ত্যাগ না করিতেন, তাহা হইলে অবৈধভাবে প্রশ্রয় পাইয়া কলিকালের দুর্বল জীব প্রাকৃত সহজিয়া প্রভৃতি জড়ীয় অপধর্ম ও উপধর্মকে 'বৈষ্ণবধর্ম জ্ঞান করিয়া নরকে পচিতে থাকিত, তাহাতে প্রভুর করুণার পরিচয় হইত না।

২। প্রচারকারী বৈষ্ণবাচার্যের আসন ও আচারকারী ভক্তের আসন কিরূপ হওয়া উচিত, এই দণ্ডপ্রদানোপলক্ষে প্রভু তাহা সর্ব-সাধারণকে উপদেশ দিলেন।

৩। শুদ্ধ, সরল ও নিষ্পাপ জীবন হইয়া ভগবদ্ভক্তের যেরূপ গৌর-কৈঙ্কর্য করা কর্তব্য, মহাপ্রভু জীবকে সেইরূপ কৃষ্ণেতর বিষয়ভোগ ত্যাগ-রূপ 'বৈরাগ্য' শিক্ষা দিলেন।

৪। প্রভুর নিজভক্তগণের সুনির্মল চরিত্র যে কত উচ্চ ও লোভনীয় আদর্শস্থল এবং (শুদ্ধ) স্বভক্তগণকে তিনি যে কিরূপ নিজজনজ্ঞানে গ্রহণ করেন এবং কৃষ্ণেতর বিষয়ানুরাগের ছায়াতে যে কিরূপ বিষময় ফল উৎপন্ন হয়, তাহা প্রদর্শন করিলেন।

৫। হরিদাসের প্রতি প্রভুর দণ্ডবিধানরূপ অমন্দোদয়দয়া এবং প্রভুর প্রতি হরিদাসের সেবাবুদ্ধি বা গাঢ় অনুরাগ কত অধিক পরিমাণে ছিল, তাহা দেখাইবার জন্য তাঁহার সামান্য ত্রুটিও প্রভু সহ্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। প্রভুই গাঢ় অনুরাগের পাত্র হইতে বাঞ্ছা করিলে—শুদ্ধভজনেচ্ছু ভক্তগণ সকল-প্রকার ঐহিক ইন্দ্রিয়সুখ-লালসা সর্বতোভাবে ত্যাগ করিবেন, নতুবা শ্রীগৌরহরি তাঁহাকে গ্রহণ করেন না।

৬। কেহ প্রয়াগাদি বিষ্ণুতীর্থে দেহ ত্যাগ করিলে অপরাধাদি মার্জিত ও মুক্ত হইয়া তাঁহার সুকৃতি ও সদ্গতি লাভ হয়।

৭। লোকশিক্ষার জন্য নিজভক্ত হরিদাসকে গ্রহণ না করায় পরে তাঁহার মুখে কৃষ্ণকীর্তন-শ্রবণরূপ সেবা স্বীকার করিয়া প্রভু নিজভক্ত বলিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন।

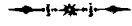

সপ্তদশ অধ্যায় গজপতি শ্রীপ্রতাপরুদ্র

মহাপ্রভুর সময়ে ভারতবর্ষ বহুবিধ স্বাধীন-রাজ্যে বিভক্ত ছিল। তন্মধ্যে অধিকাংশই মুসলমান-রাজ্য; মাত্র উৎকলই ছিল প্রতাপশালী হিন্দুরাজ্য। গঙ্গাবংশীয় গজপতি শ্রীপ্রতাপরুদ্র তখন ওড়িষ্যার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি অতীব প্রতাপশালী ছিলেন। দক্ষিণ গোদাবরী প্রদেশও তাঁহার রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। ওড়িষ্যার নৃপতি 'গজপতি'-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত।

প্রতাপরুদ্র একদিকে যেমন প্রবল-প্রতাপান্বিত, অপরদিকে তেমনি দেব-দ্বিজে ভক্তিমান্ ছিলেন। যখন তিনি পুরীতে থাকিতেন, তখন প্রত্যহ তাঁহার গুরু ও পুরোহিত শ্রীকাশীমিশ্রের পাদসম্বাহন করিতেন। ইনি পরম বিদ্বান্ ও বিদ্যোৎসাহীও ছিলেন।

মহাপ্রভু সন্ন্যাসগ্রহণান্তে নীলাচলে গমন করিলে তাঁহার প্রেমাপ্লুততায়, বিশেষতঃ প্রসিদ্ধ মায়াবাদী পণ্ডিত শ্রীবাসুদেব সার্বভৌমকে কেবলাদ্বৈতবাদ-বিচার হইতে উদ্ধার করিয়া প্রেমধর্মে অভিষিক্ত করিলে তাঁহার মহিমা অল্পসময়ের মধ্যে ওড়িষ্যার সর্বত্র সুবিস্তৃত হয়। মহাপ্রভুর দক্ষিণ ভারতে শুভবিজয়ের পরে গজপতি প্রতাপরুদ্র যুদ্ধ হইতে রাজ-

ধনীতে প্রত্যাবর্তন করিয়া মহাপ্রভুর মহিমা-শ্রবণের সৌভাগ্য পান এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার করুণা-লাভের জন্য শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্যকে রাজধানী কটক হইতে পত্র দেন। মহাপ্রভু দক্ষিণ-ভারত হইতে প্রত্যাবর্তন করিলে গজপতি শ্রীপ্রতাপরুদ্রের আর্তি তাঁহার পাদপদ্মে নিবেদন করা হয়। কিন্তু গজপতিকে দর্শন দিতে মহাপ্রভু কিছুতেই সম্মত হন না। কারণ, বিরক্ত সন্ন্যাসীর পক্ষে রাজদর্শন ও স্ত্রী-দর্শন বিষভক্ষণাপেক্ষাও অনিষ্টকর। রাজা পরমভক্ত, এই কথা নিবেদিত হইলেও মহাপ্রভু বলিলেন—"তাঁহারে মলিন কৈল এক 'রাজা'-নাম॥" প্রসিদ্ধ পার্ষদগণ পুনঃ পুনঃ নিবেদন জানাইয়া মহাপ্রভুর একটী বহির্বাস গ্রহণপূর্বক রাজাকে কটকে পাঠাইয়া দেন; গজপতি তাহাই পরম ভক্তিভরে পূজা করিতে থাকেন। অতঃপর একদিন রাজার এক পুত্রকে মহাপ্রভুর নিকটে আনয়ন করা হইলে তাহার কৃষ্ণোদ্দীপক বেশ-ভূষা-দর্শনে মহাপ্রভু তাহাকে আলিঙ্গন প্রদান করেন এবং রাজনন্দন প্রেমাপ্লুত হইয়া যায়; রাজপ্রসাদে সেই পুত্রের স্পর্শ পাইয়া গজপতিও প্রেমাপ্লুত হ'ন। সেবাবৃত্তির এমনই সম্মোহিনী শক্তি যে তাহা সেব্যের করুণা আকর্ষণ করিবেই। শ্রীপ্রতাপরুদ্রের ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে। রথযাত্রা-কালে একদিন মহাপ্রভুর প্রেমাবেশে বাহ্যজ্ঞানহীন অবস্থায় বলগণ্ডী-উদ্যানে অবস্থান-সময়ে শ্রীপ্রতাপরুদ্র রাজবেশ পরিত্যাগপূর্বক বৈষ্ণববেশে তথায় গমন করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত-রাসপঞ্চাধ্যায়ের 'তব কথামৃতং তপ্তজীবনং' (ভাঃ ১০।৩১।১) শ্লোকটী আবৃত্তি করিতে করিতে মহাপ্রভুর পাদসম্বাহন করিতে থাকেন। মহাপ্রভুও 'ভূরিদা' 'ভূরিদা' বলিতে বলিতে প্রেমাবেশে তাঁহাকে আলিঙ্গন দিয়া কৃপা করিলেন। রাজা রথযাত্রাকালে সুবর্ণ-সম্মার্জনীদ্বারা রথাগ্রে ঝাট দিতেন; তদ্দর্শনেও মহাপ্রভু তাঁহার প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। মহাপ্রভুর কৃপা-

লাভের পরে রাজা পরমোল্লাসে অধিকতর উল্লাসের সহিত শ্রীজগন্নাথ-দেবের সেবা করিতে থাকেন। কিন্তু যাহাতে গণের মধ্যে কেহই অবৈধভাবে রাজধন গ্রহণ না করেন, তজ্জন্য মহাপ্রভুর কঠোর শাসন ছিল। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর শিষ্য কমলাকান্ত সেই শাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রীভবানন্দের পুত্র গোপীনাথপ্রসঙ্গেও এই শাসন বিশেষভাবে দৃষ্ট হয়।

শ্রীসরস্বতী-বিলাস, প্রতাপ মার্তণ্ড, নির্ণয়-সংগ্রহ, কৌতুক-চিন্তামণি, বাংলা পদ—প্রভৃতি গ্রন্থ গজপতি শ্রীপ্রতাপরুদ্র-বিরচিত। শ্রীগৌর-গণোদ্দেশ বলেন—সত্যযুগে শ্রীজগন্নাথসেবা-প্রকাশকারী রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নই শ্রীপ্রতাপরুদ্ররূপে আবির্ভূত হইয়াছেন।

অষ্টাদশ অধ্যায়—গুণ্ডিচামার্জন

পুরীধামে যে স্থানে শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির বিরাজমান তাহা নীলাচল এবং যে স্থানে শ্রীজগন্নাথদেব রথে শুভবিজয় করেন তাহা সুন্দরাচল নামে খ্যাত। সুন্দরাচলে যে মন্দিরে শ্রীজগন্নাথদেব অবস্থান করেন তাহার নাম গুণ্ডিচামন্দির। মালবের ভক্ত মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন সত্যযুগে প্রত্যাদেশ পাইয়া নীলাচলে মন্দির নির্মাণপূর্বক শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলদেব, শ্রীসুভদ্রা ও শ্রীসুদর্শন-চক্রের সেবা-প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার ভক্তিমতী মহিষীর নাম গুণ্ডিচা; তাঁহার নামানুসারেই গুণ্ডিচা-মন্দির নাম হইয়া থাকিবে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রথযাত্রায় নূতন আলোক দিয়াছেন। তিনি জানাইয়াছেন, নীলাচল—শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যলীলাপীঠ, দ্বারকা এবং সুন্দরাচল—মাধুর্যলীলার পীঠ বৃন্দাবন। সূর্যোপরাগোপলক্ষে ব্রজের গোপীগণ

কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহারা সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীবৃন্দাবনে আনয়নের যত্নই করিয়াছেন। নীলাচলের শ্রীরথযাত্রা শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীবৃন্দাবনে লইয়া যাইবারই প্রদর্শনী। তজ্জন্য রাধাভাববিভাবিত মহাপ্রভু রথযাত্রাকালে—"কৃষ্ণ লৈয়া ব্রজে যাই এ ভাব অন্তর"।

মহাপ্রভু স্বয়ং পার্ষদবৃন্দসহ রথযাত্রার পূর্বদিন শ্রীগুণ্ডিচামন্দিরের সর্বাংশ সম্মার্জন ও উত্তমরূপে ধৌত করিয়াছেন। ভক্তবৃন্দ 'কৃষ্ণ-নাম'-সঙ্কেতে সকল কার্য করিয়াছেন। মহাপ্রভু এই লীলায় শিক্ষা দিয়াছেন—হৃদয়ক্ষেত্রে কণ্টকপূর্ণ তৃণ বা আগাছা, ধূলি ও কঙ্করাদি-রূপ অনর্থ কিছুমাত্র থাকিলেও পরমসেব্য ভগবান্‌কে তথায় বসান যায় না। হৃদয়ের ঐ মল বা আবর্জনাদি—অন্যাভিলাষ, কর্ম, জ্ঞান ও অষ্টাঙ্গ-যোগাদি-চেষ্টা ব্যতীত আর কিছুই নহে। অন্যাভিলাষ-শূন্য এবং কর্ম-জ্ঞানাদিদ্বারা অনাবৃত হইয়া আনুকূল্যের সহিত সর্বেন্দ্রিয়দ্বারা কৃষ্ণানুশীলন করিলে হৃদয় শুদ্ধসত্ত্ব হয় এবং তাহাতেই শ্রীভগবানের অবস্থান হইয়া থাকে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্মানুসরণে পূজ্যপাদ গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ এখনও প্রতি বৎসর রথযাত্রার পূর্বদিন গুণ্ডিচা-মন্দির মার্জন করিয়া থাকেন।

শ্রীরথযাত্রা

শ্রীরথযাত্রোপলক্ষে গৌড়দেশ হইতে প্রতি বৎসর শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু, শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত, শ্রীশিবানন্দ সেন এবং কুলীনগ্রামের ও অন্যান্য স্থানের ভক্তবৃন্দ মহাপ্রভুর দর্শনের নিমিত্ত পুরী যাইতেন। তখন রেলগাড়ী ছিল না; পদব্রজেই যাইতে হইত। পথও দুর্গম ছিল, তথাপি পথশ্রম ও আপদ্‌বিপদ্ কিছুমাত্র গ্রাহ্য না করিয়া ভক্তবৃন্দ

মহাপ্রভুর সেবোপকরণসহ আনন্দসহকারে পুরীতে উপস্থিত হইতেন। উপকরণসমূহের মধ্যে পানিহাটীর 'রাঘবের ঝাঁলি'র উপকরণসমূহ অতীব প্রসিদ্ধ। রায় রামানন্দও আসিয়া উপস্থিত হইতেন। মহামিলনে শ্রীহরিনামের বন্যায় পুরীধাম প্লাবিত হইয়া যাইত। রথযাত্রা কি লীলা, তাহা অনেকেই অবগত নহেন। এক বৎসর পরে শ্রীজগন্নাথদেবের বৃন্দাবনে যাইয়া গোপীগণসহ কুঞ্জবিহার করিবার ইচ্ছা হয়। শ্রীবৃষভানুনন্দিনী রাধারাণীর আনুগত্য ভিন্ন বৃন্দাবনে প্রবেশের অধিকার নাই। কিন্তু লক্ষ্মীদেবী অভিমান-সহকারে মনে করেন—'আমি—যে গোয়ালিনী দধি মন্থন করে তাহার দাসীত্ব কেন করিব?' এজন্য লক্ষ্মীকে বঞ্চনা করিয়া শ্রীজগন্নাথদেব রথযাত্রার ছল উঠান। 'আমি বাগানবাড়ী দেখিব' বলিয়া তিনি লক্ষ্মীদেবীর অনুমতি লইয়া যাত্রা করেন। পূর্বেই বলিয়াছি, নীলাচল দ্বারকাস্বরূপ, আর সুন্দরাচল বৃন্দাবনস্বরূপ। শ্রীজগন্নাথদেবের ঐশ্বর্যলীলাপীঠ নীলাচল হইতে মাধুর্য-লীলাপীঠ সুন্দরাচল যাত্রা অর্থাৎ দ্বারকা হইতে বৃন্দাবন যাত্রা—ইহারই নাম রথযাত্রা।

পুরীতে জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমায় শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা হইয়া থাকে। তৎপরে এক পক্ষকাল শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শন পাওয়া যায় না। এই সময়কে অনবসর-কাল বলা হয়। এই সময়ে শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শন না পাইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু বিরহে আলালনাথে (অলারপুরে) গমন করিয়া তথায় শ্রীআলালনাথজীর মন্দিরে অবস্থান করিতেন। ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ এক সময়ে রাসস্থলী হইতে অন্তর্হিত হইয়া পৈঠা-নামক স্থানে কৌতুক করিবার জন্য চতুর্ভুজ হইয়া বসিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীমতী রাধিকার মহাভাব-দর্শনের নিকট চতুর্ভুজ রক্ষা করিতে পারেন নাই, দ্বিভুজ হইয়াছেন। আলালনাথ ক্ষেত্রমণ্ডলের পৈঠা, শ্রীরাধাভাববিভাবিত

মহাপ্রভুর মহাভাবের নিকটে চতুর্ভুজ শ্রীআলালনাথজী দ্বিভুজ গোপীনাথরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন।

গৌড়ীয় ভক্তগণের নীলাচলে আগমন-বার্তা পাইয়া মহাপ্রভু পুরীতে প্রত্যাবর্তন করিতেন এবং সকল ভক্তবৃন্দসহ গুণ্ডিচামার্জন ও রথযাত্রায় রথাগ্রে নৃত্যকীর্তন করিতেন।

পুরীতে প্রতি বৎসর শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলরাম ও শ্রীসুভদ্রা দেবীর জন্য কাষ্ঠদ্বারা তিনটী সুবৃহৎ রথ নির্মিত হইয়া থাকে। রথের শোভা বর্ণন করিয়া শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখিয়াছেন —

"রথের সাজনি দেখি', লোকে চমৎকার।
নব হেমময় রথ—সুমেরু-আকার॥
শত শত সু-চামর দর্পণে উজ্জ্বল।
উপরে পতাকা শোভে চাঁদোয়া নির্মল॥
ঘাঘর,কিঙ্কিণী বাজে, ঘণ্টার ক্বণিত।
নানা-চিত্র পট্টবস্ত্রে রথ বিভূষিত॥"

মহাপ্রভু রথযাত্রাকালে শ্রীজগন্নাথদেবের রথের অগ্রে চারি দলের, দুই পার্শ্বে দুই দলের এবং পিছনে এক দলের কীর্তন করাইতেন; এবং স্বয়ং ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রত্যেক দলে নৃত্য করিতেন। প্রত্যেক দলে একজন মূলগায়ক, একজন নর্তক এবং পাঁচ জন দোঁহার ও দুই জন মৃদঙ্গ-বাদক থাকিতেন। সেই নৃত্য-কীর্তন দর্শন করিয়া বিভিন্ন দেশ হইতে সমবেত যাত্রিবৃন্দ অতিশয় মুগ্ধ হইতেন।

হেরা-পঞ্চমী

শ্রীরথযাত্রার পঞ্চম দিনে পুরীতে হেরা বা হোরা পঞ্চমী উৎসব হইয়া থাকে। শ্রীলক্ষ্মীদেবী গোপীগণের আনুগত্য করিতে পরাঙ্মুখ

বলিয়া শ্রীজগন্নাথদেব রথযাত্রায় তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া যান না, শীঘ্রই ফিরিব'—এই স্তোক-বাক্য দিয়া চলিয়া যান।

এক দিন যায়, দুই দিন যায়, ক্রমে চতুর্থ দিনও অতিবাহিত হইল। শ্রীজগন্নাথদেব আসিতেছেন না দেখিয়া শ্রীলক্ষ্মীদেবী অতিশয় চঞ্চলা হইলেন এবং তাঁহার সঙ্গী স্ত্রীগণসহ অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন; বিরহ-মলিন অবস্থায় নহে—নানা রত্ন-অলঙ্কার ও বিচিত্র বেশ-ভূষায় ভূষিত হইয়া দিব্য দোলায় চলিলেন। তৎপরে শ্রীজগন্নাথদেবের সেবকগণকে বাঁধিয়া আনিবার জন্য সেবিকাগণকে পাঠান। তাঁহাদিগকে আনা হইলে অকথ্য ভাষায় গালি দিয়া দারুণ প্রহার করেন। তাঁহারা শীঘ্রই শ্রীজগন্নাথদেবকে আনিয়া দিবে, প্রতিশ্রুতি দিয়া নিস্তার পায়। রাজা প্রতাপরুদ্র অতিশয় যত্নের সহিত সগণ মহাপ্রভুকে এই হেরাপঞ্চমী উৎসব দর্শন করাইয়াছেন। এই সময়ে লক্ষ্মীর অনুগত নারদের অবতার শ্রীল শ্রীবাস পণ্ডিতের সহিত শ্রীরাধার অন্তরঙ্গ সখী শ্রীললিতা দেবীর অবতার শুদ্ধ ব্রজবাসী শ্রীল স্বরূপদামোদরের প্রেম-রহস্য-সম্বন্ধে কলহের আকারে রহস্যালাপ হইয়াছিল। শ্রীস্বরূপ-দামোদর মানের প্রকারাদি বর্ণন করিয়া মহাপ্রভুর পরম-প্রীতি উৎপাদন করিয়াছেন।

শ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রায়ও মহাপ্রভু পূর্ববৎ স্বগণসহ সঙ্কীর্তন করিয়াছেন।

ঊনবিংশ-অধ্যায়—দিব্যোন্মাদ

কাশীতে শ্রীল সনাতন গোস্বামীকে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্ব শিক্ষাপ্রদান এবং শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতীকে মায়াবাদ-চিন্তাস্রোত হইতে উদ্ধার ও 'অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তে' আলোকিত করিয়া শ্রীক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তনপূর্বক মহাপ্রভু ৬ বৎসরকাল ভক্তবৃন্দের সহিত সঙ্কীর্তনে নিমগ্ন ছিলেন। তৎপর শেষ দ্বাদশ বৎসর শ্রীরায় রামানন্দ ও শ্রীস্বরূপদামোদরসহ গম্ভীরার প্রকোষ্ঠে রস-আস্বাদন করিয়াছেন। তৎকালে শ্রীরাধিকার ভাবে শ্রীকৃষ্ণবিরহে অতিশয় কাতর হইয়া পড়িলে—

"রামানন্দের কৃষ্ণকথা স্বরূপের গান।
বিরহ-ব্যথায় প্রভুর রাখয়ে পরাণ॥"

এক দিবস মহাপ্রভু ভাবাবেশে, সমুদ্রের নীল জল দেখিয়া যমুনা-ভ্রমে তাহাতে ঝম্প প্রদান করিলেন এবং ভাসিতে ভাসিতে কোণার্কের দিকে চলিলেন। এক জেলে মৎস ধরিতে সমুদ্রে গিয়াছিল; মহাপ্রভু তাহার জালে পড়িয়া সমুদ্রতীরে উঠিলেন। জালিয়া প্রভুকে স্পর্শ করা মাত্র অশ্রু, কম্প, পুলক; হুঙ্কার করিতে লাগিল; সে মনে করিল—তাহাকে ভূতে পাইয়াছে; তাই সে ওঝার বাড়ীতে চলিল। অপর দিকে মহাপ্রভুর দর্শন না পাইয়া শ্রীস্বরূপদামোদর-প্রমুখ তদীয় পার্ষদ ভক্তগণ তাঁহাকে সমুদ্রতীরে তল্লাস করিতে গেলেন; তথায় অকস্মাৎ জালিয়ার সঙ্গে তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল। জালিয়াকে কাঁপিতে দেখিয়া স্বরূপ গোঁসাই জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার কি হইয়াছে?" সে বলিল—"আমি প্রতি দিন সমুদ্রে মৎস ধরি, কিন্তু আজ ভীষণ বিপদে পড়িয়াছি, এমন বিপদ আর কখনও হয় নাই। নৃসিংহ-মন্ত্রে আমার কোন ভয় নাই। কিন্তু আজ জাল তুলিতেই এক ভূত আমার স্কন্ধে চাপিয়া বসিয়াছে। আমি মরিলে আমার স্ত্রী-পুত্র কি প্রকারে বাঁচিবে? তাই আমি

ওঝার সন্ধানে যাইতেছি, তোমরা ওখানে যাইও না, গেলে সেই দীর্ঘকায় ভূত তোমাদের ঘাড়েও চাপিয়া বসিবে, আমি সাবধান করিয়া দিলাম।" শ্রীস্বরূপ ব্যাপারটা কি বুঝিতে পারিলেন এবং বলিলেন—"আমি ভূতের ওঝা, তোমার ভয় নাই।" এই বলিয়া কি এক মন্ত্র পড়িয়া জালিয়ার মস্তকে তিনবার চাপড় মারিয়া বলিলেন—"মন্ত্রের গুণে ভূত পলাইয়া গিয়াছে। এক্ষণে নির্ভয় হও।" তখন জালিয়া সুস্থ হইয়া মহাপ্রভুর ভক্তগণকে সঙ্গে লইয়া সমুদ্রতীরে গেল। সেই জালবদ্ধ দীর্ঘাকৃতি মহাপ্রভুকে দেখিয়া সকলে আশ্বস্ত হইলেন এবং তাঁহার কর্ণে উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনাম করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু তৎক্ষণাৎ হুঙ্কার করিয়া উঠিয়া পড়িলেন এবং বলিতে লাগিলেন—"একি, আমি কোথায়? তোমরা আমাকে কোথায় আনিলে, আমি যে যমুনার মধ্যে সখীগণসহ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের জলকেলি দেখিতেছিলাম। হায়! তোমরা আমাকে জাগরণ ক'রে সে লীলাস্বাদ ভঙ্গ করিলে।" ভক্তগণ তাঁহাদের উদ্বেগের কথা বলিয়া মহাপ্রভুকে গম্ভীরায় লইয়া চলিলেন।

অন্তর্ধান

ক্রমে মহাপ্রভুর প্রেম-বিকার অতিশয় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ভক্তগণ গম্ভীরায় নিরন্তর পাহারায় থাকিতেন। দরজাও বন্ধ থাকিত। তথাপি মহাপ্রভু রাত্রিকালে কি প্রকারে বাহিরে চলিয়া যাইতেন। কখনও সিংহদ্বারে ত্রৈলঙ্গ-গাভীগণের মধ্যে কূর্মাকার হইয়া থাকিতেন, কখনও বা ৬।৭ হাত দীর্ঘ হইয়া পড়িয়া থাকিতেন। অতঃপর এক দিন সত্যই অন্তর্ধান-লীলা করিলেন। অন্তর্ধান-কালে ভক্তবৃন্দের কেহ কেহ সমুদ্রের তীরে, কেহ কেহ শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরে এবং কেহ কেহ শ্রীগোপীনাথের মন্দিরে ছিলেন। একই সময়ে তাঁহাদিগকে ঐ ঐ

স্থানে দর্শন দিয়া মহাপ্রভু অদৃশ্য হইলেন। এই জন্যই তাঁহার অন্তর্ধান-সম্বন্ধে তিনটী কাহিনী শ্রুত হয়; সব কয়টীই সত্য। শ্রীগোপীনাথের মন্দিরে যাঁহারা ছিলেন তাঁহাদের বেদনোক্তি—

"কি করিব, কোথায় যাব, বুদ্ধি নাহি সরে।
গোরাচাঁদে হারাইনু গোপীনাথ-ঘরে॥"

সকল ভক্তেরই বিরহোক্তি—

"পাষাণে কুটিব মাথা অনলে পশিব।
গোরা হেন গুণনিধি কোথা গেলে পাব॥"

উৎকল কবি শ্রীল গোবিন্দদাস-বিরচিত 'শ্রীগৌরকৃষ্ণোদয়'-মহাকাব্যে বর্ণিত হইয়াছে যে, একদা জ্যোৎস্না-স্নাত সিন্ধু-সৈকতে মহাপ্রভু শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর ভাবে কৃষ্ণবিরহে অতিশয় কাতর হইয়াছেন, এমন সময়ে গোপীগণ বিমান-যোগে তথায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"আর ছদ্মবেশে থাকিতে হইবে না, শীঘ্র স্বীয় স্বরূপে—কৃষ্ণরূপে আমাদের সহিত ব্রজে চল"—এই কথা বলিয়া তাঁহারা শ্রীগৌরকৃষ্ণকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া গেলেন।

প্রপূজ্যচরণ শ্রীল রামানন্দ রায়ের আনুগত্যে আমাদের হৃদয়ে "রসরাজ', 'মহাভাব'—দুই একরূপ" অনুভবের বিষয় হউন।

শ্রূয়তাং জীব চৈতন্যলীলামৃতং মনোহরম্।
গীয়তাং চিন্ত্যতাং নিত্যং সর্বেন্দ্রিয় রসায়নম্॥

বিংশ অধ্যায়—শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা

তদ্‌রচিত-'শ্রীশিক্ষাষ্টকম্'

চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনম্॥

সঙ্কীর্তন হৈতে পাপ-সংসার-নাশন।
চিত্তশুদ্ধি, সর্বভক্তিসাধন-উদ্গম॥
কৃষ্ণপ্রেমোদ্গম প্রেমামৃত-আস্বাদন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি, সেবামৃত-সমুদ্রে মজ্জন॥ চৈঃ চঃ

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥ ২॥

অনেক লোকের বাঞ্ছা অনেক প্রকার।
কৃপাতে করিল অনেক নামের প্রচার॥
খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।
দেশ-কাল-নিয়ম নাহি সর্বসিদ্ধি হয়॥
সর্বশক্তি নামে দিলা করিয়া বিভাগ।
আমার দুর্দৈব,—নামে নাহি অনুরাগ॥

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥ ৩॥

যেরূপে লইলে নাম প্রেম উপজয়।
তার লক্ষণ-শ্লোক শুন স্বরূপ-রামরায়॥
উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম।
দুই প্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম॥
বৃক্ষ যেন কাটিলেও কিছু না বোলয়।
শুকাইয়া মৈলে কারে পানী না মাগয়॥
যেই যে মাগয়ে তারে দেয় আপন ধন।
ঘর্ম-বৃষ্টি সহে, আনের করয়ে রক্ষণ॥
উত্তম হঞা বৈষ্ণব হ'বে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি 'কৃষ্ণ'-অধিষ্ঠান॥ চৈঃ চঃ

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥ ৪॥

গৃহ দ্রব্য শিষ্য পশু ধান্য আদি ধন।
স্ত্রী-পুত্র দাস-দাসী কুটুম্বাদি জন॥
কাব্য-অলঙ্কার-আদি সুন্দরী কবিতা।
পার্থিব বিষয়মধ্যে এ সব বারতা॥
এই সব পাইবার আশা নাহি করি।
শুদ্ধভক্তি দেহ মোরে কৃষ্ণ কৃপা করি'॥ (ভজনরহস্য)
প্রেমের স্বভাব যাঁহা প্রেমের সম্বন্ধ।
সেই মানে,—কৃষ্ণে মোর নাহি ভক্তিগন্ধ॥ চৈঃ চঃ

অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিতধূলীসদৃশং বিচিন্তয়॥ ৫॥

তব নিত্যদাস মুঞি তোমা পাসরিয়া।
পড়িয়াছোঁ ভবার্ণবে মায়াবদ্ধ হঞা॥
কৃপা করি' কর মোরে পদধূলি-সম।
তোমার সেবক করোঁ তোমার সেবন॥

নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদ্‌গদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নাম-গ্রহণে ভবিষ্যতি॥ ৬॥

প্রেম-ধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন।
'দাস' করি বেতন মোরে দেহ প্রেমধন॥ চৈঃ চঃ

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্বং গোবিন্দ-বিরহেণ মে॥ ৭॥

উদ্বেগে দিবস না যায়, 'ক্ষণ' হইল যুগ' সম।
বর্ষার মেঘপ্রায় অশ্রু বর্ষে দু'নয়ন॥
গোবিন্দবিরহে শূন্য হইল ত্রিভুবন।
তুষানলে পোড়ে,—যেন না যায় জীবন। চৈঃ চঃ

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনান্মর্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ।৮॥

আমি—কৃষ্ণপদদাসী, তিঁহো—রসসুখরাশি,
আলিঙ্গিয়া করে আত্মসাথ।
কিবা না দেয় দরশন, না জানে মোর প্রাণ-মন,
তবু তিহোঁ মোর প্রাণনাথ॥ চৈঃ চঃ

শ্রীচৈতন্যদেবের কতিপয় উপদেশ

"সাধ্য-সাধনতত্ত্ব যে-কিছু সকল।
হরিনাম-সঙ্কীর্তনে মিলিবে সকল॥"

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"

নাগরিকগণের প্রতি উপদেশ—

"প্রভু কহে, কহিলাঙ এই মহামন্ত্র।
ইহা জপ' গিয়া সবে করিয়া নির্বন্ধ॥
ইহা হৈতে সর্বসিদ্ধি হইবে সবার।
সর্বক্ষণ বল' ইথে বিধি নাহি আর॥
দশ-পাঁচ মিলি' নিজ-দ্বারেতে বসিয়া।
কীর্তন করহ সবে হাতে তালি দিয়া॥
হরয়েঃ নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥" চৈঃ ভাঃ

সন্ন্যাসার্থ যাত্রার প্রাক্কালে জননীর প্রতি উপদেশ—

"আনের তনয় আনে, রজত-সুবর্ণ।
খাইলে বিনাশ পায়—নহে পরধর্ম॥
আমি আনি দিব কৃষ্ণপ্রেম হেন ধন।
সকল সম্পদময় কৃষ্ণের চরণ॥ চৈঃ মঙ্গল

গৃহত্যাগেচ্ছুর ও ত্যক্তগৃহের প্রতি মহাপ্রভুর উপদেশ

শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী গৃহস্থাবস্থায় গৃহত্যাগের উপায় জিজ্ঞাসু হইয়া শান্তিপুরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্মে উপস্থিত হইলে তিনি আদেশ করিয়াছিলেন,—

"স্থির হঞা ঘরে যাও, না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধুকূল॥
মর্কট-বৈরাগ্য না কর লোক দেখাঞা।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হঞা॥
অন্তরে নিষ্ঠা কর' বাহ্যে লোকব্যবহার।
অচিরাৎ কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার॥"

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী গৃহত্যাগ করিয়া পুরীতে মহাপ্রভুর পাদপদ্মে উপস্থিত হইয়া কর্তব্য-জিজ্ঞাসু হইলে মহাপ্রভু তাঁহাকে উপদেশ দিয়াছিলেন,—

"গ্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে॥
অমানী মানদ হঞা কৃষ্ণনাম সদা লবে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-সেবা মানসে করিবে॥"

সমাপ্ত।